উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

ঘৃণা, বিস্ময়, কৌতূহল; এক ক্ষুদ্র পতঙ্গকে ঘিরেই জেগে ওঠে এই তিন অনুভূতি। যাকে আমরা প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াই, সে-ই হয়তো আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে অস্বস্তিকর আয়না।

আরশোলা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

বঙ্কিমের ছবি দিয়ে অভ্যর্থনা তসলিমাকে ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

এভারেস্ট দখলে চিন ও আমেরিকার স্নায়ুযুদ্ধ ৯

মোদির বাসভবন ঘেরাওয়ের হুমকি ১০

শিলিগুড়ি ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 2 August 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 76

নাশকতার ব্লু-প্রিন্টে যন্তরমন্তর

রিমি শীল ও প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা ও বর্ধমান, ১ অগাস্ট : পুলিশ সেজে যন্তরমন্তরে নাশকতার ছক! বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার হামিম মণ্ডলকে নিয়ে এবার বোমা ফাটাল রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। শুধু হামিম নয়, শুক্রবার রাতে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারও। গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অর্পিতাকে সামনে রেখে হানিট্র্যাপের ছক কষত হামিম, এমনটাই দাবি পুলিশের।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ অন্য একাধিক মন্ত্রী যে তাদের নিশানায় ছিলেন, তা এদিন আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন এসটিএফের আইজি গৌরব শর্মা। পুলিশের দাবি, হামিম ও অর্পিতা দুজনেই শাহজাদ ভাট্টি গ্যাংয়ের ঘনিষ্ঠ। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে পাকিস্তানের এই দুষ্কৃতী গোষ্ঠীর গভীর যোগ রয়েছে। শুধু হামিম ও তার বান্ধবী নয়, এই কাজে একাধিক অপরাধী জড়িত। গা-ঢাকা দিয়ে থাকা আরও কয়েকজন জঙ্গির খোঁজ চলছে। গৌরব শর্মা বলছেন, 'দিল্লির যন্তরমন্তরে পুলিশ সেজে নাশকতার পরিকল্পনা ছিল। বিশৃঙ্খলা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে আরও বেশকিছু তথ্য উঠে আসছে। সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের তরফে আসা নির্দেশেই মূলত টার্গেট করা হত তরুণদের। মগজধোলাই করে মৌলবাদ বিস্তারের চেষ্টা চলছিল। তবে এই কাজের জন্য পাকিস্তান থেকে অর্পিতা ও হামিমের কাছে অর্থ আসত কি না, তা জানতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধ সংগঠনে মেক্সিকো, ব্রিটেনের সিম কার্ড ব্যবহার করা হত। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, 'অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। আন্তর্জাতিক যোগ মিলেছে। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে। ধৃতের মোবাইল সহ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস থেকে কী তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা খতিয়ে দেখছে এসটিএফ।'

হাওড়ার পিলখানায় হামিমের পরিবারের বসবাস ছিল। বাবা পেশায় দর্জি। কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে ড্রপআউট হয়েছিল হামিম। সমাজমাধ্যমেই শাহজাদ গোষ্ঠী প্রভাবিত করে হাওড়ার হামিমকে।

পাকিস্তানের কুখ্যাত গ্যাংস্টার ভাট্টি গোষ্ঠী বেশ কয়েকবছর ধরে ভারতে মাদক, অস্ত্রপাচার কারবারের টাকা ব্যবহার করে

- হামিমের পর এসটিএফের জালে তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারও
- অর্পিতাকে সামনে রেখে হানিট্র্যাপের ছক কষত হামিম
- রানা, হুসেল, আবিদ, জেঠ নামে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হামিমের
- মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পাকিস্তান থেকে তাকে অ্যাসাইনমেন্ট

নাশকতা এবং খুনের মতো অপরাধ ঘটিয়েছে। এদের মূল নিশানা জম্মু ও কাশ্মীর। ভারতে অপরাধ সংগঠনে সাহায্য নেওয়া হয় কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের। এই গোষ্ঠী পূর্ব ভারতেও জাল ছড়ানোর চেষ্টায় ছিল। সেই লক্ষ্যেই হামিমকে টানা।

সম্প্রতি গোপন সূত্রে তদন্তকারীরা জানতে পারেন,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

অন্ডে কা ফন্ডা

মিড-ডে মিল: ভারতের স্কুলের থালায় কী থাকছে?

কলকাতার মোড় ঘোরার মুহূর্ত

- পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ অগাস্ট থেকে কলকাতার স্কুলের খাবার তৈরির দায়িত্ব ইসকন-অনুমোদিত 'অন্নমৃত ফাউন্ডেশন'-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য একটি পাইলট প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিল
- যেহেতু ইসকন কঠোর নিরামিষ নীতি মেনে চলে, তাই এই পদক্ষেপে মেনু থেকে স্থায়ীভাবে ডিম বাদ পড়ার ব্যাপক আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল

যেভাবে বিষয়টি সামনে আসে

- বিরোধীদের যুক্তি ছিল, সরকার জোর করে খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে চাইছে
- প্রতিবাদে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়
- অবশেষে ২৯ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, ইসকন নিরামিষ খাবার সরবরাহ করবে, অন্যদিকে স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি আলাদাভাবে ডিম সরবরাহ করবে

অতীত-কথা

- কলকাতা পুরনিগম মূলত ২০১২ সালে অন্নমৃত ফাউন্ডেশনের (পূর্বে ইসকন ফুড রিলিফ ফাউন্ডেশন) সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছিল
- ২০২২ সালের মধ্যে, এই সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট এলাকার ১৬৬টি স্কুল এবং শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ জনের খাবার সরবরাহ করছিল

পাতে বাদ ডিম

- জানুয়ারি ২০২৫ (মহারাষ্ট্র) : ২০২৩ সালের নভেম্বরে চালু হওয়া ডিমের জন্য তহবিল ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রতিবাদের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুষ্টি বাজেট দ্বিগুণ করে ১০০ কোটি টাকা করার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, মাঠপর্যায়ের রিপোর্ট নিশ্চিত করে যে বর্তমানে কোনো ডিম পরিবেশন করা হচ্ছে না
- ২০২৪ (ছত্তিশগড়) : ২০১৯ সালে ডিম চালু হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও প্রতিবাদ শুরু হয়। ২০২৪ সালে নতুন বিজেপি সরকার পরিপূরক পুষ্টি হিসেবে জোয়ার-বাজরা চালু করে

হালহকিকত

- বিজেপি বা তাদের জোটসঙ্গীদের দ্বারা পরিচালিত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলোতে মূলত ডিম দেওয়া হয় না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলোতে শাসক দল যাই হোক না কেন, সেখানে নিয়মিত ডিম দেওয়া হয়
- ধর্মীয় সংস্থা দিয়ে খাবার দেওয়া এবং আলাদাভাবে ডিমের ব্যবস্থা করার এই সমান্তরাল পদ্ধতি কর্ণাটক এবং ওডিশাতেও চালু রয়েছে। নিরামিষ খাবার দেয় এনজিওগুলো, আর স্কুলের কমিটি আলাদা ফান্ডের সাহায্যে স্কুলে ডিম সেদ্ধ করে বাচ্চাদের দেয়
- জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, লাক্ষাদ্বীপ, মেঘালয়, মিজোরাম এবং সিকিমের মতো কয়েকটি জায়গায় সরকারি নথিপত্র এবং লোকসভার তথ্যে বিরাট গরমিল। ওই জায়গাগুলোতে খাতায়-কলমে বা বাস্তবে ডিম দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে

সোনালি ধারায় শরিক বিস্ফোরণে পা হারানো সোমানও

গ্লাসগো, ১ অগাস্ট : গ্লাসগোতে এসেছিলেন ১৪০ কোটি ভারতীয়র প্রত্যাশা নিয়ে। হতাশ করেননি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বক্সার জেসমিন লাম্বোরিয়া। শনিবার চলতি কমনওয়েলথ গেমসে ভারতকে সোনা এনে দিয়েছেন তিনি। মহিলাদের ৫৭ কেজি ওজন বিভাগে ফাইনালে নদর্ন আয়ারল্যান্ডের মিশেলা ওয়ালশকে উড়িয়ে সোনার পদক গলায় ঝোলান ২৭ বছরের এই তারকা। কিন্তু দীর্ঘ অসুস্থতা কাটিয়ে হরিয়ানার ভিওয়ানির এই বক্সারের প্রত্যাবর্তনের গল্পটা কারোরই জানা নেই। সেই কাহিনীই শনিবার সোনা জিতে সামনে আনলেন জেসমিন।

মার্চে এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সমস্যার সূত্রপাত। জ্বর নিয়েই প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন জেসমিন। নাছোড় মানসিকতাকে সম্বল করে তিনটি দুরন্ত লড়াইয়ে ফাইনালের টিকিট

হাসপাতাল থেকে ফিরেই সোনা জেসমিনের

আদায় করেন তিনি। ফাইনালে রুপো জয় জেসমিনকে কমনওয়েলথে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র এনে দেয়। এই প্রসঙ্গে জেসমিন বলেছেন, 'এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম বাউটের সময় গায়ে ভালো জ্বর ছিল। শারীরিকভাবে খুব খারাপ জায়গায় ছিলাম। কোনওমতে সেমিফাইনালে উঠি। সেখানে ৩-২ ব্যবধানে কষ্টার্জিত জয় পাই। সেই তিনটি ম্যাচ খুব কঠিন ছিল আমার জন্য।'

ফাইনালে মাথায় আঘাত পাওয়ার পর স্ক্যান করাতে বাধ্য হন। রিপোর্ট ভালো এলেও ভারতে ফিরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন জেসমিন। তাঁর কথায়, 'দেশে ফিরে ২০ দিন ট্রেনিং করার পর অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রচণ্ড জ্বর ছিল গায়ে। হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল। অসুখটা বুঝতে পারছিলাম না। তবে মনের মধ্যে একাধিক নেতিবাচক চিন্তাভাবনা ঘোরাফেরা করছিল।'

অসুস্থতার জন্য কমনওয়েলথের আগে চেক প্রজাতন্ত্রে জাতীয় দলের শিবিরেও মিস করেন জেসমিন। পরিস্থিতি এমনই জটিল হয়ে দাঁড়ায় যে,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কলসেন্টারেও গেরুয়া চোখ

পাব-বারে বেনিয়ম নিয়ে কড়া বার্তা শংকরের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : শুক্রবার রাতে চেকপোস্ট সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় বৈঠক ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। একটি মার্কেট কমপ্লেক্সের তিনতলায় থাকা ওই রেস্তোরাঁর বৈঠকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সংখ্যালঘু মোর্চার এক নেতা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন পাব মালিক এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় কলসেন্টার চালানোর সঙ্গে যুক্ত একাধিক তরুণও ছিলেন। এঁদের মধ্যে এক পাব মালিকের বিরুদ্ধে এর আগে অবৈধভাবে কলসেন্টার চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনায় তাঁকে সিবিআই পাকড়াও করে। নিশীথ-ঘনিষ্ঠ বলে যাঁর দিকে অভিযোগের আঙুল, তোলাবাজির জন্যই তিনি পাব-বারের পর কলসেন্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন বলে খবর।

শহরে দীর্ঘদিন ধরেই একাধিক গোষ্ঠী কলসেন্টার চালাচ্ছে। সেবক রোড ও মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে থাকা সবমিলিয়ে চারটি পাবের মালিক ছাড়াও ডাঙ্গিপাড়া ও হায়দরপাড়ার একদল তরুণ এই কাজে যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। পাব মালিকরা মূলত পালপাড়া ও শিবমন্দির সংলগ্ন এলাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে কলসেন্টার চালাচ্ছেন। অন্যদিকে, ডাঙ্গিপাড়ার তিনজন এবং হায়দরপাড়ার তিনজন আলাদাভাবে পরিবহণনগরে অফিস ভাড়া নিয়ে কাজ চালান।

ছবি : এআই

সংখ্যালঘু মোর্চার ওই নেতার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে আসা এক নেতার সুসম্পর্ক রয়েছে। দুজনকে এক গাড়িতে ঘোরাফেরা করতেও দেখা যায়। শুক্রবার চেকপোস্ট সংলগ্ন রেস্তোরাঁর বৈঠকেও দুজন ছিলেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে আসা এক ভিডিওতে (উত্তরবঙ্গ সংবাদ অবশ্য ওই ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি) তৃণমূল থেকে আসা ওই নেতাকে উত্তরকন্যায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। তিনি নাকি মাঝেমধ্যেই সচিবালয়ে যান এবং সরকারি কাজকর্মে নাক গলান। সরকারি কর্মীদের একাংশ প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও বিষয়টি নিয়ে তাঁরা তিতিবিরক্ত।

এসব নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

মিড-ডে মিলেও নিশানা বিরোধীদের

পাঁচের পাতায়

কাটমানি নিতে গিয়ে বিপাকে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : কথায় বলে, মরলেও স্বভাব যায় না। রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পরও তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ফের কাটমানি চাওয়ার অভিযোগ সামনে আসায় এমনটাই বলছেন স্টেট ওয়্যারহাউসের কর্মীরা। অভিযোগ, কাটমানি না দেওয়ায় শনিবার রাজ্যের মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যার উলটোদিকে থাকা ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ওয়্যারহাউস কর্পোরেশন (ডব্লিউএসডব্লিউ)-এর গোডাউনে ঢুকে সেখানকার অস্থায়ী কর্মীদের মারধর করে তৃণমূল আশ্রিত তিন দুষ্কৃতী। দুই অস্থায়ী কর্মীকে চড়, ঘুসি মারা হয়। বাকি কর্মীরা পালটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই ওই দুষ্কৃতীরা বাইক ফেলে রেখে সেখান থেকে চম্পট দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন দুপুরে ডব্লিউএসডব্লিউ-এর গোডাউনে যায় নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার পুলিশ। প্রয়োজনে নিজে গিয়ে বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও কাটমানি তোলার চেষ্টা করছে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। এই জিনিস বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করবে।' তবে, ঘটনাটি নিয়ে শনিবার রাত পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ডব্লিউএসডব্লিউ গোডাউনে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার র‍্যাশনের চাল মজুত থাকে। দার্জিলিং জেলার জন্য আসা চাল লোডিং ও আনলোডিং-এর কাজ করেন ১৬ জন অস্থায়ী কর্মী। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁরা এখানে কাজ করছেন। ৫০ কেজি ওজনের এক বস্তা চাল ট্রাক থেকে নামাতে বা ট্রাকে তোলার ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক ৪.২৫ টাকা করে পান। অভিযোগ, তৃণমূল আমলে স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতী প্রতি বস্তা থেকে ১ টাকা কাটমানি নিয়ে নেওয়ায় শ্রমিকরা ৩.২৫ টাকা করে পেতেন। রাজ্যে পালাবদলের পর

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সেই কাটমানি বন্ধ করে দেয়। দেড় মাসের বেশি সময় ধরে কাটমানি তোলা বন্ধ ছিল। অভিযোগ, এদিন তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত স্থানীয় তিনজন শ্রমিকদের থেকে টাকা তুলতে যায়।

কাওয়াখালির বাসিন্দা সুমন বর্মন ওই গোডাউনে ১৫ বছর ধরে কাজ করেন। সুমন বলেন, 'জাহিরুল, রমজান ও নাজির নামে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দুর্নীতি নিয়ে দলকে হুঁশিয়ারি শমীকের

'ডিমের অভিমুখ ঘুরে যেতে পারে'

কলকাতা, ১ অগাস্ট : রাজ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পরও তোলাবাজি, কাটমানি ও সিন্ডিকেটরাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বরং বিজেপির নাম ভাঙিয়ে দলের একাংশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগও উঠছে। এই আবহে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শনিবার রাজারহাটে আইআইটি খড়্গপুর রিসার্চ পার্কের 'উদ্যমী সমাগম' এবং সন্ত গুরু রবিদাসের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মীদের কড়া বার্তা দিলেন। প্রকাশ্যেই দলের 'বিচ্যুতি' মেনে নিয়ে তিনি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তোলাবাজি ও দুর্নীতির প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'আমি যদি দলের প্রতিনিধি হয়ে বলি রাজ্যের সব জায়গায় তোলাবাজি বন্ধ করে দেওয়া গিয়েছে, তা বলা ভুল হবে। দীর্ঘদিনের তৈরি হওয়া সিন্ডিকেটরাজ রাতারাতি বদলায় না।' তাঁর বক্তব্য, ক্ষমতার পালাবদলের দু'মাসের মধ্যে দীর্ঘদিনের তৈরি ব্যবস্থা পুরোপুরি বদলে ফেলা সম্ভব নয়। তবে তোলাবাজি নিয়ে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি স্পষ্ট করে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কঠোর হাতে প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমরাও দলের পক্ষ থেকে সাংগঠনিকভাবে যেটা করার করছি।'

বিজেপির নামে, দলীয় পতাকা হাতে তোলাবাজির অভিযোগ একপ্রকার মেনে নিয়ে শমীক ইঙ্গিত দেন, তাঁদের অধিকাংশই রাতারাতি বিজেপিতে আসা নেতা-কর্মী। তাঁর কথায়, 'দু'একটা জায়গায় বিচ্যুতি আছে।' দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, 'আমরা আরও ১৫ দিনের সময় দিচ্ছি। তার পরে যেটা হবে বুঝতে পারবেন।' একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'শুধরে যান, নয়তো বুঝিয়ে দেওয়া হবে বিজেপি কী জিনিস!'

রাজ্য রাজনীতিতে আলোচিত 'ডিম থেরাপি'র প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। পালাবদলের পর দুর্নীতি, তোলাবাজি, কাটমানি, হুমকি সহ নানা অভিযোগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধরপাকড় চলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ছোট, মাঝারি ও বড় নেতাদের

অনেকেই পুলিশের জালে পড়েছেন। গ্রেপ্তারির পর তাঁদের কয়েকজনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, 'যে অনাকাঙ্ক্ষিত ডিম থেরাপির সংস্কৃতি শুরু হয়েছে, সেই ডিমের অভিমুখ ঘুরে নিজের দিকে আসতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না।'

শমীকের মতে, একচেটিয়া একদলীয় আধিপত্য কোনও দিন চিরস্থায়ী হয় না। তাই আগেভাগেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১১ শ্রাবণ, ২ অগাস্ট ২০২৬, ১৬ শাওন, সংবৎ ৪ শ্রাবণ বদি, ১৮ শফর। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৬।১৭। রবিবার, চতুর্থী রাত্রি ৯।২৪। পূর্বাভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৮।৫৪। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ১০।৪৬। ববকরণ দিবা ৯।৩৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।২৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ২।৪৮ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৮।৫৪ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ২।৪৮ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৮।৫৪ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮।৫৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৯।২৪ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ১০।৬ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৬ গতে ২।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৮।৫৪ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, রাত্রি ৯।২৪ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- বিবাহ – রাত্রি ৯।২৪ গতে ১।৬ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ২।২৭ গতে শেষরাত্রি ৫।১১ মধ্যে মীন মেষ বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১০ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪২ গতে ৭।২৮ মধ্যে ও ১১।১ গতে ৩।৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১০ গতে ৯।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।৫৯ মধ্যে।

নিউ কোচবিহারে রেকপয়েন্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শ্রমিক

পুণ্ডিবাড়ি, ১ অগাস্ট : নিউ কোচবিহার স্টেশনের রেকপয়েন্টে মালগাড়ি থেকে ট্রাকে সিমেন্ট লোডিংয়ের সময় শনিবার একজন শ্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। আহতের নাম রাজিদুল হামিদ। ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।

শ্রমিকরা জানিয়েছেন, এদিন ট্রাকে সিমেন্ট লোডিংয়ের সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সময় মালপত্র প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা জানিয়েছেন, রেকপয়েন্টের উপর উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তার আছে। প্রতিদিন তাঁদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

শ্রমিক কমল রায় বলেন, 'প্রায় দুই বছর আগে এই রেকপয়েন্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল। নিরাপত্তার স্বার্থে লোডিং-আনলোডিংয়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা দরকার।'

রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

খবর পেয়ে মেডিকেলে যান ভারতীয় মজদুর সংগঠনের কোচবিহার জেলা কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় সরকার।

পাত্র চাই

■ বয়স ৩৮/৫'-১", মাধ্যমিক পাশ, নমশূদ্র, ৪২-৪৫ মধ্যে, অবিবাহিত, দায়িত্ববান ও কর্মঠ পাত্র চাই। সকাল ৯ থেকে বিকেল ৫টা। (M) 9434306152. (C/113853)

■ কায়স্থ, 33/4'-11", ফর্সা, সুন্দরী, B.A. পাশ, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিঃ অগ্রগণ্য। 8768456780. (C/123051)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, নামমাত্র ডিভোর্সি, Gyno. : (MD, MS), Dr. বা যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9435020126, 9435122862. (C/123053)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 30+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। Ph : 9475247544 (W), 9382084797. (C/122299)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ রাজবংশী, 40/5'-3", ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, অধ্যাপক (SACT) পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পরিবারের সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7908542881 (রাজবংশী পাত্র কাম্য)। (C/122612)

■ সরকার (নাপিত), M.A. (Eng.), B.Ed., 28+/5'-3", পিতা সরকারি কর্মচারী, একমাত্র কন্যা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9547931733, 9733158350. (C/122084)

■ Brahmin girl, 30+/5'-5", Teacher, Siliguri. Suitable Brahmin Groom preferred. (M) 7001929331. (C/123089)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, কর্মরতা, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, শিক্ষিতা, 31/4'-10", এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। মোঃ 9475082883. (C/113869)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, পাত্রী 27/5'-2", B.A. Pass, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য সরকারি, ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। যোগাযোগ- 7001284512. (C/123093)

■ কায়স্থ, 32, B.H.M.S., 5'-3", ফর্সা, একমাত্র কন্যার সরকারি/বেসরকারি চাকুরে উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 8388818028, 9933314352. (S/C)

■ ৩৫/৪'-১০", ফর্সা, শিক্ষিতা ও মার্জিত স্বভাবের বিধবা পাত্রীর (এক পুত্রসন্তান বর্তমান) জন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, দায়িত্বশীল পাত্র আবশ্যক। সর্বজাতি গ্রহণযোগ্য। আগ্রহী পাত্র বা অভিভাবকগণ বায়োডাটা ও ছবিসহ যোগাযোগ করুন। (M) 9641058952, 9734784408. (K)

■ কোচবিহারের হিন্দু পাত্রী (২৯/৫'-৬"/এমএ/শ্যামবর্ণ)-এর জন্য শিলিগুড়ি, কোচবিহার বা ধুবড়ি সংলগ্ন এলাকার শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী পাত্র চাই। ৯৩৩০৬৮২৭২২. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-3", M.Sc. Pass, সুন্দরী পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734488968. (C/122926)

■ ধূপগুড়ি নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, ৩১, M.Sc., ফর্সা, সরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7478203371. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.Sc. পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7365993445. (C/123095)

■ মালদা নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, ২৭ বছর, B.Sc., গৃহকর্মে নিপুণা, এরূপ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7047934466. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর বয়সি, B.Sc., হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এ কর্মরতা, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, MBBS ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংক কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭ বছর, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রীর জন্য সুশ্রী পাত্র কাম্য। (M) 9239329826. (C/123095)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৩/৫'-২", M.A., কর্মরতা (WFH), পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোঃ 9434706990. (C/123095)

■ বারুজীবী, ফালাকাটা, 26/5'-3", M.A., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার, আলিপুর অগ্রগণ্য। 9242815563. (C/123203)

পাত্র চাই

■ বয়স 50, ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 9230648120. (K)

■ বয়স 25, প্রকৃত সুন্দরী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 6296019989. (K)

■ রাজবংশী, M.A. (Eng.), 27/5'-3", পিতা অবসরপ্রাপ্ত, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 6295763204. (C/122089)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, বয়স 27, উচ্চতা 5'-1", বিটেক, ব্যাঙ্গালোর নামী এমএনসি-তে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9733268426. (C/122939)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, কাশ্যপ, তুলা, দেবারি, 42+, MCA, অবিবাহিতা। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9475744349. (C/122488)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ২৭, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েতে চাকরিরতা। শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত রাজবংশী পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122941)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রীর বয়স ২৫+, শিক্ষিতা, কলিকাতা-তে ব্যাংকে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। (M) 9749393655. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, MBA পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্র কাম্য। লোকেশন নো বার। (M) 9874206159. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, সুন্দরী, বর্তমানে ICDS সুপারভাইজার পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/122941)

■ ফর্সা, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা, 26 বছর বয়সি, বাঙালি ব্রাহ্মণ কন্যা, B.Tech. করা। সচ্ছল ও ভদ্র পরিবার থেকে শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালি পাত্র চাই। caste no bar. (080-69141300). (C/122941)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ২৬+, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে আসামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/122941)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", M.A. (Eng.), বনেদি পরিবারের পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734485015. (C/122941)

■ শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পরিবার, পাত্রী MBBS ডাক্তার, সরকারি চাকরি, 38/5'-4", Slim., শান্ত ও সাংসারিক। 40-42'এর মধ্যে 5'-6"-র ঊর্ধ্বে নেশাহীন, উপার্জনশীল, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিকতাসম্পন্ন যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734423527. (C/122941)

■ সাহা, 29+/5'-6", M.Sc., B.Ed., শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র চাই। 9402560246. (C/122941)

■ জন্ম ১৯৯৭, নামমাত্র ডিভোর্সি, GNM পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী ও সরকারি নার্স। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/122941)

■ ২৭+, M.Sc. & B.Ed. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী কন্যা, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বর্তমানে প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি পাত্রী, ৩৬+, গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/122941)

■ সুমুখশ্রী, কায়স্থ, 5'-2"/43, Ph.D., সরকারি চাকরিরতা, Divorce পাত্রীর 44-50'এর মধ্যে Divorce বা বিপত্নীক পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/122943)

■ 26/5'-2", M.Sc., B.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রফেসর পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/122943)

■ ডিভোর্সি, 34/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, রাজবংশী, B.A.(H)/LLM, কোচবিহার আদালতের আইনজীবী। নেশাহীন সুচরিত্র, শিক্ষিত, সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, স্ববর্ণ/অসবর্ণ, কোচবিহার শহর/সংলগ্ন এলাকার পাত্র কাম্য। যোগাযোগ- 7363012670. (C/122620)

■ কায়স্থ, 34/5'-1", M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 8116031627. (C/123069)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৭, M.Sc., B.Ed., স্টেট গভর্নমেন্ট চাকরিরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/123071)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৩, B.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/123071)

■ M.Tech., MBA, 27 Yrs., 5'-4", Noida MNC-তে কর্মরতা, সুশ্রী, রাজবংশী ক্ষত্রিয় পাত্রীর জন্য MBA, ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। Caste no bar. (M) 9647821246. (D/S)

■ উঃ বঃ নিবাসী, M.Com. (H), 34+, SBI Officer পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। Ph.No. 8768390805. (B/S)

■ কায়স্থ, 33/5'-1", M.A., B.Ed., কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9932774181. (C/122625)

পাত্রী চাই

■ জলঃ নিবাসী, কায়স্থ, বয়স 40/5'-6", নিজস্ব ব্যবসা আছে, পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9749011363. (C/113866)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, FCI অফিসার, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 9382435745. (C/123071)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/123071)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭, Ph.D., সরকারি কলেজে প্রফেসর, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8637896519. (C/123071)

■ 5'-3"/1992, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। M.No. 8617017625. (C/122087)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, 35+/5'-7", M.Sc. Math (H), B.Ed., D.Pharm, নিজ ওষুধের দোকান পাত্রের ২৮-এর মধ্যে ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। স্বঃ/অসবর্ণ চলবে। (M) 9679742497. (S/M)

■ M.Tech. যোগ্যতাসম্পন্ন, Govt. Bank-এ কর্মরত, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ঘোষ পরিবারের একমাত্র সন্তানের (৩৫ বছর, ৫'-৭") জন্য সুন্দরী ও সুশিক্ষিত পাত্রী চাই। 9083065544. (C/123084)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 37+/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, IT Sector, Noida উচ্চপদে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 9434087760. (B/B)

■ বৈদ্য, 33+/6'-1", B.Tech+MBA, নামী কর্পোরেটে কর্মরত, 30 বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ : 7908445055. (C/123070)

■ কোচবিহার নিবাসী, পূঃ বঃ, SC, 1992/5'-6", অধ্যাপক, (মুর্শিদাবাদ-এ কর্মরত), সুন্দর পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7001667221. (C/122622)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, ৩৬, M.Tech., PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, ইস্যু গ্রহণযোগ্য। 9382435745. (C/123071)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, সাহা, ৩৩+, নিজস্ব তিনতলা বাড়ি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 8918843867, 9875561422. (C/123087)

■ ব্রাহ্মণ, COB, 1991, 5'-10", Self-Employed IT Pro. in Software Testing & QA. (Work from Home), শিক্ষিত, সুউপায়ী, সুন্দর, ভদ্র, নেশাহীন ও সচ্ছল আভিজাত্য পরিবারের একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী, ভদ্র ও স্লিম, অনূর্ধ্ব 28 পাত্রী কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। (M) 8348519441. (C/122624)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ৩১/৫'-৬", সৎ, শিক্ষিত, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি শিলিগুড়ি, কর্পোরেশনে Contractual হিসাবে ভালো পদে চাকরি করে, কোনও চাহিদা নেই। সত্বর বিবাহ। (M) 8509418117. (C/113872)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, উচ্চপ্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণ, সুদর্শন, ৩২ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৮, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 8240770737. (C/123203)

■ ৩২/৬', B.Tech. Eng., কলকাতায় বেসঃ চাকরিরত, সুদর্শন, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী, কায়স্থ পাত্রী চাই। জলপাইগুড়িতে পিতার দ্বিতল বাড়ি এবং চালের গদি আছে। মোঃ 9832063025, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/123091)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকার কায়স্থ বিপত্নীক ও ডিভোর্সি ও ইস্যুযুক্ত ৫২+/৫'-৬" সুদর্শন শিক্ষক, M.Sc., B.Ed., পাত্রের জন্য ৪২+, সুশ্রী, ভদ্র, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্রের বাড়ি ও গাড়ি আছে। মোঃ 7865046966. (C/122937)

■ EB দাস, কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, 32/5'-5", B.Tech., IT Sector, 15 LPA, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি বা আশপাশের চাকরিরত, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 7004616510. (C/122937)

■ পাত্র WB বারুজীবী, 29/5'-10", MBBS ডাক্তার, স্থায়ী সঃ চাকরি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, ১ মাত্র পুত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26, সুশ্রী, 5'-2"+বারুজীবী/কায়স্থ পাত্রী চাই, উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। প্রকৃত সুন্দরী কাম্য। M/W : 9332217573. (K)

■ হিন্দু, কায়স্থ পাত্র, বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫'-৫", অবিবাহিত, এমএ, বিএড, স্বনামধন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুপ্রতিষ্ঠিত। ২৫-৩১ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, বাঙালি পাত্রীর সন্ধান। যোগাযোগ : ৯৮৫১৮৩৮১৮৩, ৯৫৬৩২৭০৫৮৩, ই-মেল: saurodeepnxb@gmail.com, ঠিকানা : নকশালবাড়ি। (K)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 29 বছর, BDS, MDS, নিজস্ব চেম্বার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7478203371. (C/123095)

■ সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, MBBS, সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297245926. (C/123095)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯ বছর বয়স, MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পিতা ও মাতার একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7047934466. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, B.Tech., সরকারি দপ্তরে FCI-এ কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩১, B.Tech., সরকারি দপ্তর PWD-এ কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/123095)

■ 38/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, বাবা পেনশনধারী, মাহিষ্য, M.Com., MBA, Gen. Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9609915880. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩৫, M.Tech., PHE-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/123095)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩২, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123095)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫ বছর, M.Tech., রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার-এ উচ্চপদে কর্মরত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/123095)

■ রাজবংশী, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৪ বছর, M.Tech., PWD-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/123095)

■ Kundu, 5'-11"/30, B.Tech., Hardware ব্যবসা, 5'-3" উপরে ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 9046851312. (K)

■ বয়স ৩১ বছর, উচ্চতা ৫'-৬", সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারি ঠিকাদার, ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি, কায়স্থ পরিবারের সুপাত্রের জন্য ২১-২৮ বছর বয়সি, সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুশীলা ও সংসারী সুপাত্রী চাই। যোগাযোগ-(M) 7872811685, 7479227467. (C/123069)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব Auction ব্যবসা, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 35 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/123097)

■ Ph.D., Post Doc., Scientist in UK, চক্রবর্তী, 38/5'-7", পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুন্দরী পাত্রী চাই। 6295211722. (C/123100)

■ শিলিগুড়ি, 39, সুদর্শন, 60000 মাসিক, 26 থেকে 36, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9475342240 (6-10 P.M.). (C/123204)

■ 37/5'-8", রেলে কর্মরত, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের ঘরোয়া বা কর্মরতা পাত্রী কাম্য। যৌতুকহীন রেজিস্ট্রি বিবাহে আগ্রহী। উঃ বঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ- 9339977655.

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, বয়স 45, অবিবাহিত, উচ্চতা 5'-8", অনূর্ধ্ব 38 পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি। (M) 9242542940. (C/123207)

■ OBC, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, বয়স ৩৬, BBA পাশ, উচ্চতা ৫'-৯", পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। নমশূদ্র বাদে যে কোনও কাস্ট চলবে। 9547271587. (C/122939)

■ পাল, 30+/5'-2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, হাটে নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (শীঘ্র বিবাহ), পাত্রীর ছবি সহ WhatsApp করুন : 8337813342. (C/122939)

■ শিলিগুড়ি, 34/5'-9", B.Tech., MBA, ব্যাঙ্গালোর-36 লাখ P.A., পাত্রের জন্য সমমানের সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 8240925404. (C/122940)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাত্র কায়স্থ, ৩৩/৫'-৯", কেন্দ্রীয় সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মী, একমাত্র পুত্র। এইরূপ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। ঘটক/ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। সরাসরি যোগাযোগ নম্বর-6294978571(M). (C/113867)

■ জেঃ, 36/5'-10", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য 32-এর মধ্যে স্নাতক পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। Mb.: 9735939325. (C/122490)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মজুমদার (কর্মকার), একমাত্র পুত্র, ২৯ বছর/৫'-২", (M.Com.), শিলং-এ কেন্দ্রীয় সংস্থায় কর্মরত (FCI), পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক, এইরূপ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬ বছর, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া (চাকরিরতাও চলিবে) পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের নম্বর-9436719601 (6 P.M. to 8 P.M.). (C/122940)

■ ক্ষত্রিয়, 33/5'-7", সুদর্শন, বিটেক, Police Officer, একমাত্র সন্তান। মাতুল বংশ ব্রাহ্মণ। শিক্ষিতা, সুশ্রী, রুচিশীল, ভদ্র পরিবারের পাত্রী (25-28 বৎঃ) কাম্য। চাকরিরতায় আপত্তি নাই। No Caste bar. (M) 9641572084. (C/122489)

■ ব্যানার্জী, 33/5'-3", মাধ্যমিক পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য গরিব ঘরের পাত্রী চাই। (M) 7407664797. (C/122491)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ৪৩+, বর্তমানে ব্যাংকে ম্যানেজার পদে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9749393655. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১+, রাজবংশী, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9749393655. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্র, ৩১+, শিক্ষিত, কলিকাতায় সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 9749393655. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২+, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে কর্মরত। গ্রহণযোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন নো বার। (M) 9874206159. (C/122941)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২+, B.Tech. ও বর্তমানে রেলওয়েতে আসামে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। গ্রহণযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 40+, WB Govt.-এ কর্মরত। প্রতিষ্ঠিত সুদর্শন বিপত্নীক পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (080-69103112). (C/122941)

■ ১৯৯৪ সালে জন্ম, বাঙালি, কায়স্থ পাত্র, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, Sr. Software Engineer (৭৫ LPA)। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (080-69141300). (C/122941)

■ বাঙালি, ডিভোর্সি, সুপাত্র, জন্ম ১৯৯৩, উচ্চতা ৫'-১০", জেনারেল কাস্ট, ভারতীয় রেলওয়েতে সম্মানজনক পদে কর্মরত। ভদ্র ও শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (080-69103014). (C/122941)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩৮ বছর বয়সি, MBBS/MS ডাক্তার, স্বনামধন্য হাসপাতালে সার্জন হিসেবে কর্মরত। ভদ্র, শিক্ষিত ও পরিপাটি স্বভাবের। শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। (080-69075217). (C/122941)

■ ব্রাহ্মণ, ৪৮/৫'-৮", হোমিও ডাক্তার পাত্রের পাত্রী চাই। ঘটক, ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। ৯৭৪৯০৪৫৬৭৫ (মোঃ)। (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech. 31, Govt. Bank-এ Asst. ম্যানেজার, পাত্রের জন্য একটা ভালো, সুন্দরী, শিক্ষিত, শান্ত স্বভাবের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/122941)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Cent. Govt.-এর উচ্চপদে কর্মরত, নেশাহীন ছোট পরিবারের পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 9836935367. (C/122941)

■ কায়স্থ, ৩১/৫'-৬", একমাত্র পুত্র, সরকারি হাসপাতালে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। (M) 9800676103. (C/122941)

■ কোচবিহার নিবাসী, ব্রাহ্মণ পাত্র। পাত্র উচ্চশিক্ষিত, সরকারি হাসপাতালে ক্লার্ক পদে (Permanent) কর্মরতা। মাসিক আয় (45,000/-), পাত্রের বয়স 31/5'-8", পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 25-27 বছর (5'-2"- 5'-5"), অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। পাত্রী চাকরিরতা হলে কোচবিহার সংলগ্ন চলবে। Mob : 9679959276. (C/122627)

■ পাত্র ৩৩/৫'-৩", নমশূদ্র, সরকারি ব্যাংকে অফিসার, শিলিগুড়ি ও কলকাতা নিবাসী, ডান হাতে নিউরোজনিত সমস্যায় চিকিৎসাধীন। সুশ্রী, অনূর্ধ্বা ২৮, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9903469799. (C/122941)

■ ৩৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech. পাশ করে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 7596994108. (C/122941)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, শিক্ষিত, ভদ্র, Central গভঃ-এর FCI কর্মরত পাত্রের জন্য ভদ্র পরিবারের পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। (M) 9242295120. (C/122941)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, MBA পাশ ও গভঃ ব্যাংক-এ ডেপুটি ম্যানেজার পদে কর্মরত। শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/122941)

■ বণিক, Gen., 39/5'-7", শ্যামলা, সরকারি চাকরি পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ঘটক বাদে, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলা সন্নিহিত অগ্রগণ্য। (M) +91 7810982809. (C/122942)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র পুত্র, তিলি কুণ্ডু, ৩২, B.Tech. Civil Engineer, প্রাইভেটে কর্মরত। এছাড়া অন্য আয়ের ব্যবস্থা আছে। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। Mob : 9093517851, 9434745029. (C/122943)

■ রাজবংশী, 32/5'-7", B.Tech., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য উপযুক্ত রাজবংশী পাত্রী কাম্য। 8172097658. (C/122943)

■ কুলীন কায়স্থ, 34/5'-10", Central Govt.-এর Class-I, Gazzetted Officer, B.Tech., 1st class 1st, Divorce পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 32, অবিবাহিত/Divorce পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/122943)

■ কায়স্থ, কোচবিহার, 35/5'-4", MBBS, MD, MJN Medical College. উপযুক্ত শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9933990813. (S/M)

■ কুণ্ডু, 27/5'-3", মেষ, দেবগণ, Engg., সেন্ট্রাল গভঃ (UP) কর্মরত পাত্রের জন্য সঃ চাঃ/ঘরোয়া, শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9830428599. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান, সুদর্শন, ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", স্বকর্মে নিযুক্ত, দাবিহীন, নেশাহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ম্যাট্রিমনি নহে। M.No. 7478175480. (C/123056)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 37/5'-8", দেবগণ, M.Sc., B.Ed., CBSE Math Teacher, ঘরোয়া, সুশ্রী যোগ্য পাত্রী কাম্য। Ph. 7365034581 (5 P.M. to 10 P.M.). (C/123052)

■ 45+, ডিভোর্সি, হাইস্কুল শিক্ষক (PG), শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি। 9733451763. (C/123059)

■ ব্রাহ্মণ, জন্ম ১৯৮৭, শাণ্ডিল্য গোত্র, ৫'-৮", B.Sc. DRD (PG) D.Pharm., নামী বেঃ সঃ হসপিটালে কর্মরত পাত্রের জন্য ৩০-৩৬ বঃ ও ৫'-৩/৪", শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। 8101722020. (C/123061)

■ বারুজীবী, ৩২/৫'-৫", জাপানের তাইওয়ানে গবেষণারত, M.Sc. Ph.D., পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। যোগাযোগে বিস্তারিত জানা যাবে, সরাসরি যোগাযোগ করুন : 9434601373. (C/123047)

■ সাহা পাত্র, 37+/5'-6", বিকম, ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য ৩২-এর মধ্যে। মোঃ 9475046694. (C/122794)

■ হলদিবাড়ি, উঃ বঃ নিবাসী, 31+/5'-3", Post Doctoral Researcher, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রের জন্য 26-29, M.Sc. অগ্রগণ্য, রাজবংশী পাত্রী কাম্য। (M) 8250520991. (C/123057)

■ বৈশ্য সাহা, ৩২, ফর্সা, ৫'-৪", বিএসসি, বিএড, ফার্মাসিস্ট কর্মরত, একমাত্র সন্তান, মা স্কুল শিক্ষিকা, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য সুশ্রী ও শিক্ষিকা পাত্রী চাই। কোচবিহার। (M) 9339773831. (C/122617)

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'-6", উত্তরবঙ্গ, কাশ্যপ, দেবারি, সিংহ রাশি, মাঙ্গলিক, M. Pharma (Ph.D. Running), Associate Professor, Pharmacy College, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 29, সুশ্রী, সুশিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। Contact Time : 9 A.M. - 10 A.M., 9 P.M. - 10 P.M. (M) 7319560062, 9475903110. (C/122618)

■ রাজবংশী, শিলিগুড়ি, ৩১, সরকারি ডাক্তার, বিয়েতে ইচ্ছুক অনূর্ধ্ব ২৭, শিক্ষিত, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পাত্রী খোঁজ। সরাসরি যোঃ 8250627818. (C/123060)

■ 29/5'-8", Brahmin, MBA, Govt., Delhi, Flat at Kolkata. Wanted within 25, min. Graduate, any caste homely girl. 9832464763, 9073104779 (W). (K)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন=বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/122291)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার। কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, দুর্গাপুর। সম্পূর্ণ অফলাইন ম্যাট্রিমনি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9239500117. (C/122910)

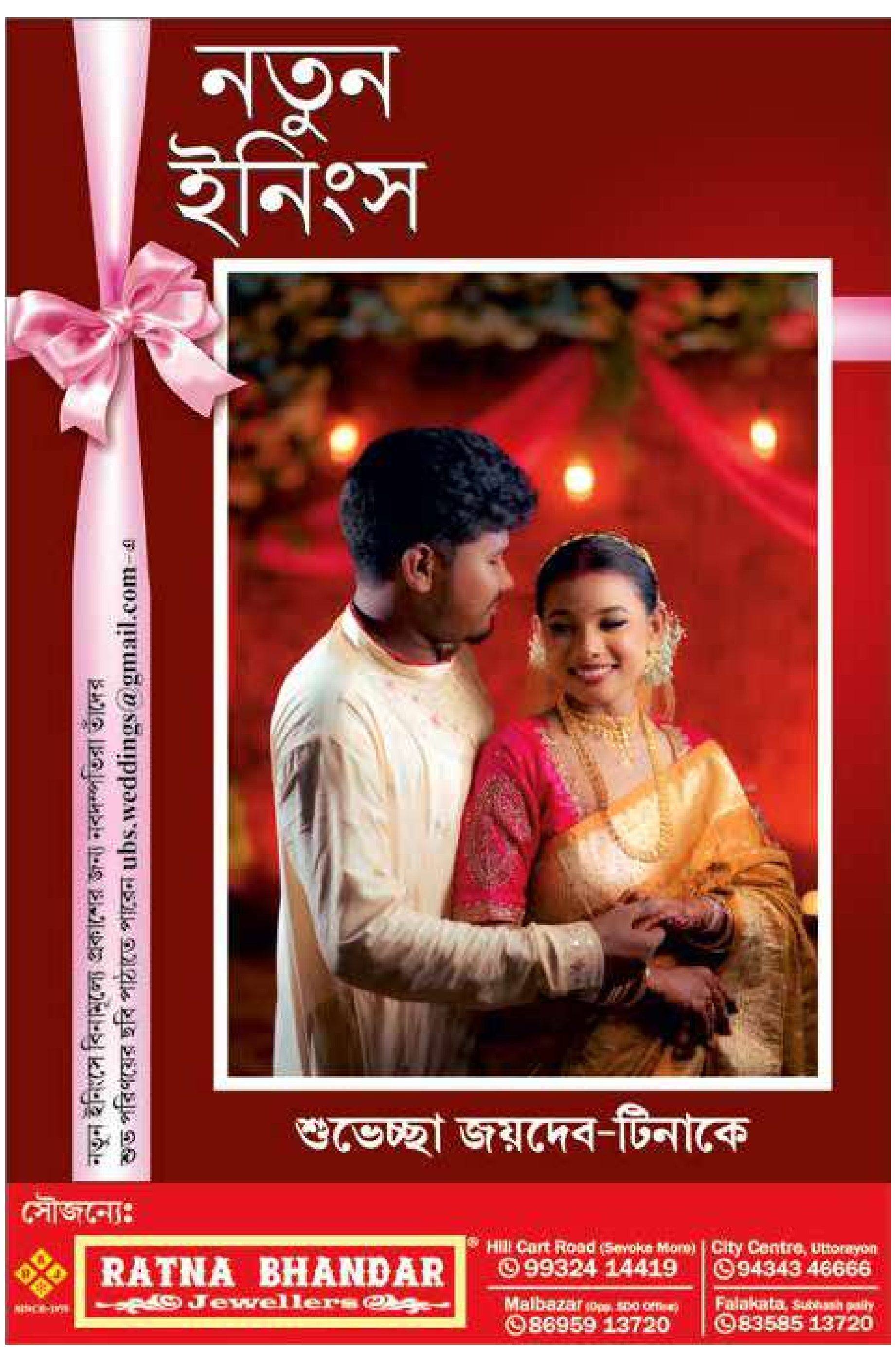

■ B.Tech., MNC মহারাষ্ট্রে কর্মরত, গন্ধবণিক, ৩০+/৫'-৫", পাত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মরতা, অন্য রাজ্যে যেতে আগ্রহী পাত্রী কাম্য। শুধু অভিভাবক-৯৪৭৪৩৬০৩৪৬. (C/123080)

■ নাপিত, ২৮/৫'-৫", বিটেক (গভঃ), একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়ি নিবাসী, (পার্টনারশীপ ফার্মের পার্টনার) পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণের অনূর্ধ্ব ২৫ পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। (M) 9832348348. (S/M)

■ কর্মকার, ৩৩/৫'-৯", ডিভোর্সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ঘরোয়া, ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী চাই। (M) 8670073497. (C/122941)

■ ঘোষ, 37/5'-8", M.A., B.Ed., শিলিগুড়ি নিজস্ব কোচিন সেন্টার, তিনতলা বাড়ি, বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, দাদা সরকারি শিক্ষক, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9064850789. (C/113868)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 41+/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 35 পাত্রী চাই। (M) 8653852285. (C/113870)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬+, ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংক-এ Assistant Manager পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। লোকেশন, কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/122941)

■ 34+/5'-6", MBA, কায়স্থ, HDFC-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। মা পেনশনভোগী। 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ, 31/5'-6", সুদর্শন, M.R, একমাত্র পুত্র, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9641595142. (C/122628)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, গন্ধবণিক, ৫'-৯"/২৯, কলকাতা MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি মধ্যে অগ্রগণ্য সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ-(M) 8638003192. (C/122941)

সুড়ঙ্গে ভবিষ্যতের পথ

তিস্তাগর্ভে রাস্তা! বিকল্পের খোঁজ

বর্ষা এলেই উত্তরবঙ্গের মানচিত্র থেকে যেন ছিটকে যায় পাহাড়ের একটা বড় অংশ। সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, যা সিকিম এবং কালিম্পংয়ের লাইফলাইন, তা আজ আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। বারবার ধস, রাস্তা বসে যাওয়া এবং হাইওয়ের একটা বড় অংশ তিস্তাগর্ভে বিলীন হওয়াটা এখন আর কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক ভয়ংকর বার্ষিক রুটিন। দিনের পর দিন রাস্তা বন্ধ থাকায় চরম সংকটে পড়ছে রাজ্যের পর্যটন শিল্প। এই অচলাবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধুমাত্র পরিকাঠামোর ত্রুটি বা প্রশাসনের ব্যর্থতার দিকে আঙুল তুলে দায়িত্ব সারতে চায় না। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি পাহাড়প্রমাণ সমস্যারই একটি বিজ্ঞানসম্মত সমাধান রয়েছে। তাই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে শহরের বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) ইঞ্জিনিয়ার এবং বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের (বিআরও) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। লক্ষ্য একটাই- পাহাড়ের বিকল্প এবং অল-ওয়েদার লাইফলাইনের একটি বাস্তবসম্মত ‘টেকনো-ইকনমিক ব্লু-প্রিন্ট’ বা রূপরেখা তৈরি করা।

ভূতত্ত্ববিদদের সতর্কবার্তা

বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে প্রথম যে নির্মম সত্যটি উঠে এসেছে তা হল, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের অ্যালাইনমেন্ট বা রূপরেখার আর কোনও ভূতাত্ত্বিক ভবিষ্যৎ নেই। এর নেপথ্যে রয়েছে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ।

১ হিমালয় একটি নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা। এখানকার মাটি অত্যন্ত আলগা এবং পাথরের স্তরগুলি অত্যন্ত ভঙ্গুর। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত পাহাড়ের ঢাল এতটাই খাড়াই যে, সামান্য কম্পন বা বৃষ্টিতেই স্লিপ প্লেন বরাবর মাটি ও পাথর হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে।

২ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এখন বৃষ্টির ধরন পালটে গিয়েছে। সারাদিন ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টির বদলে এখন অত্যন্ত অল্প সময়ে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এর জেরে তিস্তার গতিপথ ও নাব্যতা ভয়াবহভাবে বদলাচ্ছে। নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে থাকা রাস্তার ভিত কেটে দিচ্ছে।

৩ পাহাড়ের গা ঘেঁষে থাকা বর্তমান জাতীয় সড়কটি ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে এগোচ্ছে। নদীর পাড় বাঁধানো বা ধসপ্রবণ এলাকায় গার্ডওয়াল দেওয়ার মতো ‘তাপ্পি মারা’ কাজ করে আর যাই হোক কোনও স্থায়ী সমাধান হবে না।

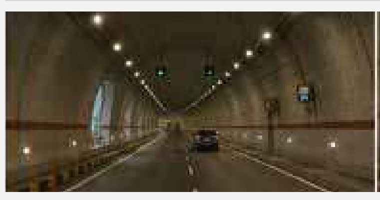

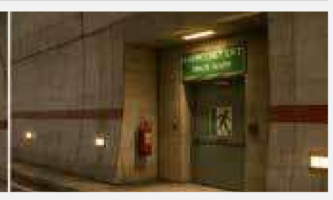

বিকল্প রুটের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা

বর্তমান ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চাপ কমাতে একটি বিকল্প পথের কথা বারবার উঠে আসে। সেটি হল গরুবাথান হয়ে লাভা এবং আলগাড়া দিয়ে সিকিম বা কালিম্পং পৌঁছানোর রুট। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়াররা এই রুটটিকে একটি উন্নতমানের দ্বিতীয় লাইফলাইন হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন।

সবচেয়ে বড় সুবিধা : এই রাস্তাটি নদীখাত থেকে অনেকটাই উঁচুতে অবস্থিত। ফলে তিস্তায় হড়পা বা ফ্লাশ ফ্লাডের কোনও ভয় এখানে নেই। বন্যার জেরে রাস্তা ধুয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এই রুটে প্রায় শূন্য।

ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা : সমস্যা হল পাহাড়ের খাড়াই বা গ্রেডিয়েন্ট এবং রাস্তার বাঁক। এখানকার হেয়ারপিন বেন্ডগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ভারী পণ্যবাহী ট্রাক, ১৮ চাকার লরি বা মাল্টি-অ্যাক্সেল গাড়ি, যা সিকিমের মতো রাজ্যের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বা সামরিক সরঞ্জাম বহনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলির পক্ষে এই বাঁকগুলো পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

পরিবেশগত লাল সংকেত : এই রুটটিকে মূল লাইফলাইনে পরিণত করতে গেলে রাস্তার আমূল সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কিন্তু লাভা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা নেওড়াভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের ইকো সেনসিটিভ জোনের অন্তর্গত। পাহাড় কেটে রাস্তা আরও চওড়া করতে গেলে ব্যাপক মাত্রায় জঙ্গল কাটতে হবে, যা পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে এক বিরাট আইনি ও বাস্তুতান্ত্রিক বাধা তৈরি করবে।

বিশেষজ্ঞদের মত : এই রুটটিকে ভারী যানবাহনের জন্য মূল হাইওয়ে হিসেবে ব্যবহার করা অবাস্তব। তবে, এটিকে প্রশস্ত করে শুধুমাত্র যাত্রীবাহী যান, ছোট বাস, পর্যটকদের গাড়ি এবং হালকা বাণিজ্যিক পণ্যের জন্য একটি ডেডিকেটেড অল-ওয়েদার প্যাসেঞ্জার রুট হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।

টানেলেই পথ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা

গরুবাথান রুট যদি ভারী লরি বা সামরিক রসদের জন্য উপযুক্ত না হয়, তবে উপায় কী? বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের (বিআরও) বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পাহাড়ের গায়ে রাস্তা বানানোর চেয়ে পাহাড়ের বুক চিরে সুড়ঙ্গ তৈরি করাকে অনেক বেশি সুরক্ষিত, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব বলে মনে করা হচ্ছে।

বাইপাস টানেলিংয়ের ধারণা : ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পুরো ৯২ কিলোমিটার অংশজুড়ে সুড়ঙ্গ করার প্রয়োজন নেই। বিআরও-র বিশেষজ্ঞদের মতে, লিকুভির, ২৯ মাইল, শ্বেতিঝোরা, সেবক কালীবাড়ি কিংবা পাগলাঝোরা— যেখানে ধসের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি এবং যে পয়েন্টগুলোতে হাইওয়ে বারবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেই নির্দিষ্ট পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা না নিয়ে গিয়ে, ওই বিপজ্জনক অংশটুকুর পেছনে থাকা পাহাড়ের নিরেট পাথরের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট ‘বাইপাস টানেল’ তৈরি করতে হবে।

প্রযুক্তির ব্যবহার : হিমাচলপ্রদেশের অটল টানেল বা কাশ্মীরের পীরপঞ্জাল সুড়ঙ্গপথ যদি সফল হতে পারে, তবে দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড়ে তা অসম্ভব হওয়ার কোনও কারণ নেই। আধুনিক টানেল বোরিং মেশিন (টিবিএম) এবং ড্রিল-অ্যান্ড-ব্লাস্ট প্রযুক্তির সাহায্যে মাটির তলার শক্ত পাথর ভেদ করে সুড়ঙ্গ তৈরি করলে তা বাইরের ধস বা তিস্তার জলোচ্ছ্বাস থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে।

পরিবেশের ক্ষতি হ্রাস : পাহাড়ের ওপরের স্তরে গাছ কেটে বা ডিনামাইট ফাটিয়ে রাস্তা বানালে বাস্তুতন্ত্রের যে ক্ষতি হয়, সুড়ঙ্গপথে তার লেশমাত্র প্রভাব পড়ে না। ওপরের জঙ্গল বা বন্যপ্রাণের রুটিন অক্ষুণ্ণ রেখেই নীচ দিয়ে মসৃণভাবে গাড়ি চলাচল করতে পারে।

স্বপ্নার সিদ্ধান্তে হতাশ কোচ

চেষ্টা করলে হয়তো পদক আসত, আক্ষেপ সুভাষের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১ অগাস্ট : জীবনের ট্র্যাকে বহু বাধা তিনি পার করেছেন অদম্য জেদ নিয়ে। চরম শারীরিক যন্ত্রণা আর চোট-আঘাতকে সঙ্গী করেই দেশকে এনে দিয়েছিলেন এশিয়াডে সোনা। কিন্তু রাজনীতির ময়দানের সমীকরণটা যে খেলার মাঠের চেয়ে একেবারেই আলাদা, তা হয়তো এখন হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন সোনার মেয়ে স্বপ্না বর্মন। গত ৩১ জুলাই, শুক্রবার নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় চোটের কারণ দেখিয়ে অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসরের ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু তাঁর প্রাক্তন কোচ সুভাষ সরকার মনে করছেন, চোটের জন্য অবসর নিলেও আগের মতো চেষ্টা করলে স্বপ্না ফের একটি পদক পেতে পারতেন।

কোচ সুভাষ সরকারের সঙ্গে স্বপ্না বর্মন। -ফাইল চিত্র

চোট স্বপ্নার কাছে নতুন কিছু নয়। ২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসে (এশিয়াড) হেপ্টাথলনে সোনাজয়ী এই অ্যাথলিটের শরীরে আগে থেকেই মারাত্মক চোট ছিল। সেসময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও প্রচুর ইনজেকশন নিয়ে তবেই খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকরা এই পুরোনো চোটের কারণে তাঁকে অনেক আগেই খেলা ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বপ্নার অদম্য জেদ এবং কোচ সুভাষ সরকারের তত্ত্বাবধানে তিনি সেই চোট সারিয়ে ২০১৮-র এশিয়াডে সোনা জেতেন। ময়দানের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মতে, স্বপ্না চাইলে এবারও উপযুক্ত চিকিৎসা ও প্রস্তুতি নিয়ে অনায়াসেই জাপানে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে পারতেন। কিন্তু রাজনীতিতে পা দিয়ে তিনি নিজের হাতেই মাঠে ফেরার সেই সম্ভাবনা নষ্ট করেছেন।

খেলার জগৎ ছেড়ে রাজনীতিতে আসার পর, গত জানুয়ারি মাস থেকেই খেলার সঙ্গে স্বপ্নার দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করে। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে সুযোগ পেতে গেলে স্বপ্নাকে মধ্যপ্রদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হত। কিন্তু গত বছরের শেষ দিক থেকে রাজনীতির আঙিনায় সময় দেওয়ায় মধ্যপ্রদেশের রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নিতে পারেননি। এমনকি, রাজনীতিতে এসে ভোটে লড়ার কারণে তাঁকে তাঁর রেলের চাকরিও খোয়াতে হয়। ফলে রেলের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগও তাঁর হাতছাড়া হয়। রাজ্য, আন্তঃরাজ্য ও জাতীয়— কোনও স্তরের প্রতিযোগিতাতেই অংশ না নিতে পারায় স্বাভাবিকভাবেই ২০২৬-এর এশিয়ান গেমসের দরজাও তাঁর জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে কলকাতার সাই ক্যাম্পে সুভাষ সরকারের অধীনে তিনি প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। প্রিয় ছাত্রীর এই পরিণতিতে হতাশ কোচ। ফোনে সুভাষ বলেন, ‘স্বপ্নার মধ্যে অনেক দক্ষতা ও স্বপ্ন ছিল। চোটের কারণে খেলা ছাড়তে হলে ডাক্তারের পরামর্শে অনেক আগেই ছাড়া উচিত ছিল। তবে ময়দান থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত স্বপ্নার একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু আগের মতো চেষ্টা করলে আবার একটি পদক আসত, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।’

রাজনীতির কারণে কেরিয়ারে এই পতন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আপাতত কোনও ব্যাখ্যায় যেতে চাইছেন না স্বপ্না। তাঁর স্পষ্ট দাবি, রাজনীতি নয়, চোট সংক্রান্ত কারণেই তিনি অ্যাথলেটিক্স থেকে সরে দাঁড়ানোর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আহত চালকের পাশে শিখা

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : অন্য ছবি দেখল শহর। শনিবার শিলিগুড়ির ভারতনগর এলাকায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি বাইক। বাইক সহ রাস্তায় ছিটকে পড়েন চালক। তবে দুর্ঘটনার পর ক্ষমতার দাপট দেখানো বা মেজাজ হারানোর বদলে, গাড়ি থেকে নেমে নিজেই আহত বাইকচালককে উদ্ধার করলেন বিধায়ক।

এদিন এনজেপির দিক থেকে ডাবগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন শিখা। ফুলেশ্বরী রেলগেটের কাছে বাঁক নেওয়ার সময় উলটো দিক থেকে আসা একটি বাইক তাঁর গাড়িতে মুখোমুখি ধাক্কা মারে। বাইক সহ রাস্তায় ছিটকে পড়ে হাতে চোট পান বাইকচালক। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার পর কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। সেসময় বিধায়ক নিজেই গাড়ি থেকে নেমে আসেন। আহত তরুণকে রাস্তা থেকে তুলে নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে তাঁর গায়ের ধুলো মুছে দেন শিখা। বিধায়ক বলেন, ‘হঠাৎ করে বাইকটি গাড়ির সামনে এসে যায়। ছেলেটি আমার বিধানসভা এলাকারই বাসিন্দা। ওই সময় ওর পাশে দাঁড়ানোই আমার কর্তব্য ছিল।’ আহত তরুণের কথায়, ‘বিধায়কের গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটায় প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। তবে সম্পূর্ণ ভুল যে আমার ছিল, এমনটাও নয়। তবে বিধায়কের আচরণে মাতৃস্নেহ অনুভব করেছি। তিনি আমাকে পরে দেখা করতে বলেছেন।’

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

Cash For Gold!
সোনা ও রূপা না গলিয়ে নগদ অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়
আদ্যামা গোল্ড জুয়েলারী
শিলিগুড়ি - সেবক রোড
Call - 9830330111
www.adyamagold.com

টোটো চালিয়ে স্বপ্নপূরণের পথে কিশোরী

শালকুমারহাট, ১ অগাস্ট : বয়স মাত্র পনেরো, সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা। তবে স্কুল থেকে ফিরে বইখাতা রেখে, টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের এক কিশোরী। নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাতে এবং সংসারের হাল ধরতে এই ছকভাঙা লড়াই চালাচ্ছে সে। তাই বলে পড়াশোনায় কোনও গাফিলতি নেই তার। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে পড়তে বসে সে।

কিশোরীর বাবা আগে দিনমজুরি করলেও বর্তমানে টোটোচালক। বাবার থেকে টোটো চালানো শিখেছে সে। মা বাড়িতে থাকেন। পাঁচ বোনের সংসারে ওই কিশোরী চতুর্থ। পাঁচ বোনের মধ্যে এই কিশোরী ছোটবেলা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী। সম্প্রতি কিশোরীর বাবা আরেকটি টোটো কিনেছেন। সেই নতুন টোটোটি চালায় সে।

রোজ স্কুল থেকে ফিরে গ্রামের রাস্তায় টোটো চালিয়ে দিনে ২০০-৩০০ টাকা রোজগার হয় তার। সেই টাকা দিয়ে নিজের খাতা-কলম ও টিউশনের খরচ মেটায় কিশোরী। বাড়তি টাকা বাবার হাতে তুলে দেয়। কিশোরীর বাবা জানান, প্রথমে আপত্তি করলেও মেয়ের জেদ ও পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে এখন আর তাঁরা বাধা দেন না।

কিশোরীর মায়ের কথায়, ‘বাবার কষ্ট দেখে মেয়ে টোটো চালাতে শিখেছে। তবে টোটো নিয়ে ও খুব বেশি দূরে যায় না। আমরা মেয়েকে কখনও টোটো চালাতে জোর করি না। ও নিজের ইচ্ছেতে চালায়। কোনও দিন স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হলে আর টোটো নিয়ে বেরোয় না।’

এই পরিশ্রমের মাঝেও পড়াশোনায় কোনও ব্যাঘাত ঘটতে দেয়নি কিশোরী। রোজ নিয়ম করে পড়তে বসে সে। সকালে টিউশন পড়তে যায়। বড় হয়ে পুলিশ হওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। কিশোরীর কথায়, ‘বাবা আমাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। বাবাকে দেখে টোটো চালানো শিখেছি। টোটো চালাই বলে পড়াশোনায় কোনও খামতি রাখি না। বড় হয়ে আমি পুলিশের চাকরি করতে চাই। এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য।’

ছাত্রীর এই অদম্য জেদকে কুর্নিশ জানিয়েছেন তার স্কুলের শিক্ষকরাও। কিশোরীর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ‘মেয়েটির লড়াইয়ের কথা শুনেছি। ওর মতো অদম্য ইচ্ছেশক্তি সচরাচর দেখা যায় না। মেয়েরা আজকাল কোনও কিছুতেই পিছিয়ে নেই। পারিবারিক কারণে টোটো চালালেও ওকে পড়াশোনাটা মন দিয়ে করতে হবে। আমরা সাধ্যমতো ওর পাশে থাকার চেষ্টা করব।’

ফের দার্জিলিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : দার্জিলিংয়ে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। চলতি মাসের শেষ অথবা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি দার্জিলিংয়ে আসবেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট শনিবার শিলিগুড়িতে এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র কাজ করছে। পাহাড় নিয়ে নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী পঙ্কজকুমার সিং দু’-তিনদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন।’

IISWBM
First B-School of India
73 years of excellence in management education in India
Excellent placement record
Admission Going on
Session: 2026-2028
20 LPA HIGHEST PLACEMENT PACKAGE
MBA-PS
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - PUBLIC SYSTEMS
DEGREE AWARDED BY CALCUTTA UNIVERSITY
Eligibility: 3 years Bachelor's degree or Honours degree or any degree with minimum 50% marks from any University recognised by University of Calcutta
AMIE/BE, ATMA/GATE/CAT/MAT CANDIDATES ARE WELCOME
Specialisations in MBA-PS:
• Energy Management
• Environment Management
• Healthcare & Hospital management
• Transportation & Logistic Management
https://www.iiswbm.edu/information/admission-update/
The last date for receiving applications has been extended till 10th August 2026
Hosting PSM Leadership Infra Summit in association with Climate24 on August 4, 2026
SPOT ADMISSION ON 5th, 6th & 7th AUGUST 2026 AT 11 AM ONWARDS
GD&PI IN ROOM 107, IISWBM
For details visit: www.iiswbm.edu
INDIAN INSTITUTE OF SOCIAL WELFARE AND BUSINESS MANAGEMENT
Management House, College Square West, Kolkata-700073

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা সঞ্জয় সরকার - কে 30.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 78L 65358 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতে আমি আমার জীবনে আর্থিক স্থিতিশীলতার সন্তুষ্টি পেয়েছি। এটি আমার বাকি জীবনে কী করতে পারে তা একটি আকর্ষণীয় বিষয় হবে এবং আমি আমার সুখ ও আর্থিক সহয়তার জন্য ডিয়ার লটারির কাছে ঋণী।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হাইকোর্টের নির্দেশে চেক জমা

রণজিৎ ঘোষ ও সোয়েব আজম

শিলিগুড়ি ও লংভিউ, ১ অগাস্ট : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকার একাংশ জমা দিল মালিকপক্ষ। শুক্রবার মালিকপক্ষের তরফে ২ কোটি টাকার একটি চেক জমা দেওয়া হয়েছে। তবে, বকেয়া ১২ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২ কোটি জমা পড়ায় শ্রমিকরা মোটেও সন্তুষ্ট নন। বাকি টাকা কবে মিলবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা না মেলায় ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে। এর মধ্যে শনিবার লংভিউ চা বাগানের শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন ১০০ দিনে পা দিল। এদিন বাগানে একজোট হয়ে আন্দোলনে শামিল হন শ্রমিকরা। হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সম্পাদক সুমেন্দ্র তামাং বলেন, ‘আদালতের নির্দেশ আমাদের আন্দোলনের একটা বড় জয়। তবে শ্রমিকদের মুখে তা এখনও হাসি ফোটাতে পারছে না, কারণ প্রচুর বকেয়া রয়েছে। শ্রমিকরা ভীষণ খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিন পার করছেন। দাবি আদায়ের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে রবিবার বাগানে একটি জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখানে আন্দোলন সমর্থনকারী অন্য সংগঠন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখান থেকেই পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

লংভিউয়ে আন্দোলনের ১০০ দিন

লংভিউ চা বাগানে আন্দোলনরত শ্রমিকরা। শনিবার।

শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে লংভিউ চা বাগান মামলার শুনানি ছিল। আদালত অবিলম্বে পিএফের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এরপরই শ্রমিকদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া টাকার মধ্যে ২ কোটি টাকা সরকারের কাছে জমা দেয় মালিকপক্ষ। শ্রমিকদের বেতন থেকে কাটা বাকি ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭৩৬ টাকা আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুমেন্দ্র জানান, মালিকপক্ষের নিজস্ব পিএফের অংশ মেটানোর বিষয়ে পিএফ দপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

বর্তমানে ৭২ ঘণ্টার রিলে অনশন চালাচ্ছেন শ্রমিকরা। অনশন মঞ্চে মহাত্মা গান্ধি, বিরসা মুন্ডা ও ভগৎ সিংয়ের ছবি টাঙানো। চারপাশে রয়েছে দাবিদাওয়া সংবলিত প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার। শ্রমিক বিন্দিয়া থাপার কথায়, ‘অনশনের ফলে বকেয়া ছয় মাসের মাইনে মিলেছে। তবে সম্পূর্ণ পাওনা না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই থামবে না।’ অন্যদিকে, বিষয়টি বিচারাধীন হওয়ায় শ্রম দপ্তর ও দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

দাদ হাজা চুলকানি ফাটাগোড়ালি থেকে মুক্তির সেরা প্রতিকার
সেলিকল
SALICAL STRONG RINGWORM OINTMENT
Available in : 5g, 10g, 15g Pot, 25g Tube 15ml Lotion
Also Available on : Flipkart amazon
FOR TRADE ENQUIRIES 9804688185
SD PHARMA

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Gazole Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online percentage rate e-tender for two nos. works under e-NIT No. 03 of AE/GHSD of 2026-27. Sl no.(1) "Repairing and maintenance work over the damage surface at Malda-Bulbulchandi Road (from ch. 10.00 km to 14.50 km in stretches) under Malda (Sadar) Highway Section under Malda Highway Division in the district of Malda during the year 2026-2027." Rs. 4,69,785.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5017720_1. Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 07.08.2026 up to 2:00 PM, Time of Opening of the Bid Doc. 10.08.2026 at 2:30 PM (online). Details of e-N.I.T and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, GHSD, PWRD. ICA-T14042(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-27/2026-27 (Tender ID: 2026_WBPWD_5017664_1) WBPWD/EE/CED/eNIT-29/2026-27 (Tender ID: 2026_WBPWD_5017694_1)
EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) SITC of Air conditioning system at Ejlash and Judges Chamber at Mathabhanga Sub Divisional Court Cooch Behar. (2) SITC of AC Machine at different Ejlash and Judicial Magistrate Officer Chamber at Mekhliganj Sub-Divisional Court Mekhliganj in the district of Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 07.08.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 19.08.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 21.08.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division. ICA-T14040(3)/2026

কাটিহার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২০ তারিখঃ ৩০-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ আলুয়াবাড়ি রোড-আমবাড়ি ফালাকাটার এবিএস খণ্ডে তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে রেলওয়ের নিজস্ব ২×২৪ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ৬৬,৫০,২৩৩.৮০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৩৩,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ২১-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের গ্রাহক পরিষেবায়"

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের ভূমিকায় প্রশ্ন

চাহিদা থাকলেও অমিল স্মারক মুদ্রা

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১ অগাস্ট : কয়েক বছর হল শেষ হয়ে গিয়েছে মদনমোহন দেবের মূর্তির ছবি দেওয়া রুপোর স্মারক মুদ্রা। ২০১৩ সালের ১৭ জুলাই তিন ধরনের স্মারক মুদ্রা বের করেছিল দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। মুদ্রার ব্যাপক চাহিদা থাকায় কয়েক বছর পর ফের তা তৈরি করতে হয়। কিন্তু সেই মুদ্রাগুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা পুনরায় প্রকাশের কোনও উদ্যোগ নেয়নি ট্রাস্ট বোর্ড। ফলে কোচবিহারবাসী সহ বহু পর্যটক মুদ্রা সংগ্রহ করতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরছেন।

মদনমোহনবাড়িতে ভক্তরা সোনা-রুপোর অলংকার দান করেন। সেগুলি সিন্দুকে জমা থাকে। পরিমাণ বাড়লে সেই সোনা-রুপো গলিয়ে বিক্রি করে টাকা ট্রাস্ট বোর্ডে জমা করা হয়। তবে এর জন্য জেলা জজের অনুমতি নিতে হয়। প্রথম যেবার মদনমোহনের স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করবে বলে স্থির করা হয়েছিল সেই সময় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তৎকালীন জেলা শাসক মোহন গান্ধি জেলা জজের অনুমতির জন্য চিঠি করেছিলেন। অনুমতির পর মদনমোহনবাড়ির প্রাঙ্গণেই রুপো গলিয়ে ২০, ১০ এবং ৬ গ্রামের মুদ্রা বের করা হয়। মুদ্রার একপিঠে ছিল মদনমোহনবাড়ির ছবি, অন্যদিকে মদনমোহন বিগ্রহ। একটিতে দক্ষিণাকালীর মূর্তিও ছিল।

পরবর্তীতেও একই নিয়ম মানা হয়েছিল। ২০২৪-এ মুদ্রা বের করার জন্য জেলা জজের কাছে চিঠি পাঠানো হলেও কোনও উত্তর আসেনি। তারপর আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এতে ট্রাস্ট বোর্ডের বড় আয়ের পথও বন্ধ রয়েছে। বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি দেবের কথায়, 'অনুমতির জন্য একবার চিঠি দিয়ে দায় না এড়িয়ে আরও চিঠি দেওয়ার দরকার ছিল।'

সূত্রের খবর, মদনমোহনবাড়িতে প্রচুর রুপো জমেছে। তা দিয়ে

- দীর্ঘদিন ধরে অমিল মদনমোহন দেবের রুপোর স্মারক মুদ্রা, নিরাশ হয়ে ফিরছেন পর্যটক ও ভক্তরা
- দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের উদাসীনতায় বন্ধ নিশ্চিত আয়ের পথ, জজের অনুমতির অভাবে আটকে রয়েছে প্রক্রিয়া
- প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হলেও মুদ্রা পুনরায় চালুর বিষয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে, আশ্বাস ডিএমের

অনায়াসেই মুদ্রা তৈরি সম্ভব। ট্রাস্ট বোর্ডের দোকানে রুপোর কয়েনের খোঁজ করছিলেন বেলঘরিয়ার বাসিন্দা আবির চৌধুরী। তিনি বলেন, 'অনেক বছর পর কোচবিহারে এসেছি। মদনমোহনের রুপোর কয়েনের কথা শুনেছি। তাই ভাবলাম একটা কিনে নিয়ে যাই। কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না বলছে।'

কবে ফের মিলবে এই মুদ্রা? এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জেলা শাসক জিতিন যাদব বলেন, 'এটি একটি লম্বা প্রক্রিয়া। আমরা রুপোর কয়েনের বিষয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছি। আলোচনা করে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

CORRIGENDUM NOTICE NO. [MAL SDH/2623; Tender ID : 2026 HFW_1034366_1]
Extension of bid submission date for the e-tender for the Supply of Canteen Services vide **Memo No. MAL SDH/2792** & tender ID : **2026_HFW_1034366_2** upto 07/08/2026 till 05:00 pm.
Sd/- Superintendent
Mal S.D. Hospital, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D. (S.S), N.B.M.C Sub-Division, invites e-Tender for one no of repairing works (Building) under this sub-Division. NIT No. 06 of 2026-2027. Tender Id : **2026_WBPWD_5017728_1.** Bid submission start date (online) 06.08.26. from 09.00 A.M. Bid submission closing date (online) 17.08.2026. upto 10:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D (SS), N.B.M.C Sub-Division. ICA-T14055(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
E-tenders are invited from Interested Bonafide bidders / Govt. contractors for one time Canal Cleaning works within Siliguri Municipal Corporation belonging Tender IDs: 2026_MAD_5017141_1 to 4, Last date of submission: 17.08.2026 upto 17:00 hrs. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/ Sd/- EE, Siliguri Division, M.E.Dte. ICA-T14019(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Notice Inviting e-Tender for Supply of cooked Diet for indoor patients at Bipara State General Hospital vide memo no- CMOH/APD/2216 dt :. 29/07/2026, e-tender id : 2026_HFW_1035156_1. For details website: https://wbtenders.gov.in http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Alipurduar. ICA-T14023(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Notice Inviting e-Tender for Supply of cooked Diet for indoor patients at Alipurduar District Hospital vide memo no- CMOH/APD/2216 dt : 29/07/2026, e-tender Id : 2026_HFW_1035095_1. For details website: https://wbtenders.gov.in http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Alipurduar. ICA T-14022(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Notice Inviting e-Tender for Supply of cooked Diet for indoor patients at Falakata Super Speciality Hospital vide memo no- CMOH/APD/2216 dt :. 29/07/2026, e-tender Id : 2026_HFW_1035159_1. For details website: https://wbtenders.gov.in http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Alipurduar. ICA-T14024(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NIT No. 03 of 2026-27 by the of A.E./ Lakshmikantapur Highway Sub-Division
AE, Lakshmikantapur Hwy Sub-Div, Karbala, Purba bishnupur, Pin-743395 invites online item rate e-tender whose ID No. 2026_WBPWD_5017590_1. The details can be obtained from the website https://tenders.wb.gov.in & office notice board. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website previously mentioned. Documents download end date (online) & Bid submission end date (online) will be 08.08.2026 upto 14:00 Hrs. Sd/- AE, Lakshmikantapur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate, Govt. of W.B. ICA-T14035(2)/2026

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে লামডিং মণ্ডল থেকে যাত্রা প্রারম্ভ হওয়া রেলসমূহে এসএলআর লিজিঙের জন্যে ই-নিলাম ঠিকা। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (নিম্ন কম্পার্টমেন্ট), **রেট ইউনিটঃ** প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অক্সন ক্যাটালগ নং. লিজ-এলএমজি-২৮-২৬

এন্ট্রিজ নং.	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	৫৫৬৬৯-এসএলআর-এফ১-এসসিএল-এসএএনজি-২৬-৫ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৮৩
এএ/২	১৫৬২১-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এএনভিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭
এএ/৩	১৫৬০৩-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-লিতু-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ২-জিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৫	১৫১২৬-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-কেওএএ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৬	১৫৬১০-এসএলআর-এফ১-এসএএনজি-জিএইচওয়াই-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১২৫০৩-এসএলআর-এফ১-কেওয়াইকিউ-এএনভিভি-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৬১৭-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-ডিএলসিআর-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৯	২২৪৪৯-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এনডিএলএস-২৬-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/১০	১৫৬১৩-এসএলআর-এফ১-জিএইচওয়াই-এমজেডএস-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১১	১৫১৮২-এসএলআর-এফ১-এসএইচটিটি-কেওএএ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১৫৭

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৮-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১৩.১০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

রিটার্ন অফ দ্য ড্রাগন রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড, স্টার গোল্ড এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ জিও কাকা, দুপুর ১.০০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.১৫ আবার বিবাহ অভিযান, সন্ধে ৬.৪৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.০০ বরুণবাবুর বন্ধু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১৩.০ আওয়ারা, বিকেল ৪.৩০ বিদ্রোহ, রাত ৮.০০ দুই পৃথিবী, ১১.০০ রোমিও ভার্সাস জুলিয়েট
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ তুমি যে আমার, বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.০০ পূজা, বিকেল ৫.০০ পরিণাম, রাত ৮.০০ বদনাম, ১১.০০ মানুষ কেন বেইমান
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চৌধুরী পরিবার, সন্ধে ৭.৩০ ইন্দ্রজিৎ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.২০ কিং কং, দুপুর ২.১০ গডসে, বিকেল ৫.১৯ রাজমহল, সন্ধে ৭.৫৫ ইলেভেন, রাত ১০.৪৬ এমসিকে
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.৪০ ইজ্জত, দুপুর ১২.৩৮ শক্তি, বিকেল ৪.১৯ দো অনজানে, সন্ধে ৭.৫০ ইয়ারানা, রাত ১০.৫০ ডিস্কো ড্যান্সার

কিষনা রাত ৯.০৫
ডিসকভারি কিডজ

ডেজার্ট ডায়নোসরাস
রাত ১০.৪৬ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

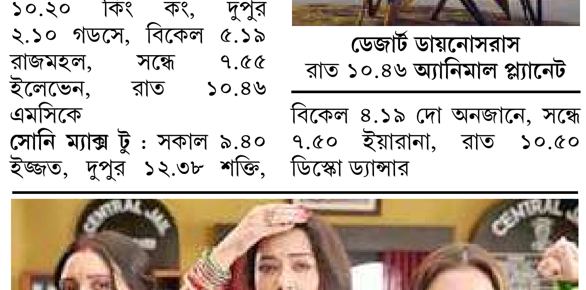

আবার বিবাহ অভিযান বিকেল ৪.১৫ জলসা মুভিজ

ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২১; তারিখ : ৩০-০৭-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে টিভিইউ>৫০,০০০ বিশিষ্ট চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার মূল্য : ৩,৮৬,৩১,১৪৮.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৭,৭২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারনথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D TENDER NOTICE
Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-26/2026-27 (Tender ID: 2026_WBPWD_5017634_1) WBPWD/EE/CED/eNIT-28/2026-27 (Tender ID: 2026_WBPWD_5017685_1)
EE, CED, P.W. Dte. invite online e-tender for the following work : (1) Annual Comprehensive Maintenance of Unitary AC machines and maintenance of 8.5 Tr 11 Tr Ductable Split type AC machine and 22 Tr DX AHU type AC machines installed at different buildings of Alipurduar District Hospital Alipurduar. (2) Annual maintenance of electrical works of different Government building under the Jurisdiction of Junior Engineer Electrical I P.W.D of Alipurduar Electrical Sub-Division. Bid Submission Start Date : 06.08.2026 at 09:00 A.M. Bid submission Closing Date : 12.08.2026 at 12:00 P.M. Bid Opening Date: 14.08.2026 after 01:00 P.M. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur, Executive Engineer, P.W.D, Cooch Behar Electrical Division. ICA-T14037(2)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৮০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১৮১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881
PEDDI	SHOW TIME 10.20 AM HINDI (U/A)
COCKTAIL 2	SHOW TIME 01.35 PM, 07.00 PM HINDI (A)
আমার অর্ধাঙ্গিনী	SHOW TIME 04.30 PM BENGALI (U/A)

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে। কোনও মূল্যবান হারানো দ্রব্য খুঁজে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে রাশ টানুন। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুর অপচেষ্টা রুখে দিতে সক্ষম হবেন।
বৃষ : মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। অযথা উত্তেজিত হয়ে আসা কাজ পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। বাবা ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও নামী প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রাপ্তির যোগ। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে মানসিক তৃপ্তি পাবেন।
মিথুন : বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তি লাভ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। কর্মব্যস্ততার মধ্যে সারা সপ্তাহ কাটবে। অনামী কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করবেন না।
কর্কট : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন। পুরোনো রোগ ফিরে আসার কারণে মানসিক অশান্তি। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হলে অবশ্যই পড়শির সঙ্গে কথা বলে নেবেন। সন্তানের বিয়ে স্থির হওয়ায় নিশ্চিন্ত। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগিতে খুব বুদ্ধি করে কথা বলুন। বুধবারের পর থেকে ব্যবসায় ভালো ফল আশা করতে পারেন।
সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে সমস্যায়। পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ হতে পারে। আপনার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হবে। একাধিক সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।
কন্যা : আলস্য ত্যাগ করুন। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কোনও কাজে আপনার সাহসী পদক্ষেপে সহকর্মীরা খুশি হবেন। কোনও দুষ্ট ব্যক্তির কারণে দাম্পত্যে সমস্যা তৈরি করতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার চেষ্টা করুন। আগুন ব্যবহারে সাবধান থাকুন। নতুন কোনও ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সাধারণ কোনও কাজও এ সপ্তাহে কঠিন হয়ে উঠবে। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।
তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তার অবসান। কেউ আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রচুর টাকা নয়ছয় করতে পারেন। সামান্য কারণেই দাম্পত্যে বনিবনার অভাব দেখা দিতে পারে। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখুন। স্ত্রীর সূত্রে জমি, বাড়ি বা অর্থকরী প্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি বাড়বে।
বৃশ্চিক : সামান্য কোনও ব্যাপারে অকারণ মাথা ঘামিয়ে অশান্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক এ সপ্তাহে পুনরায় গড়ে উঠতে পারে। কারও সঙ্গে সামান্য মজা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে মানসিক কষ্ট। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। জমি, বাড়ি কেনার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন।
ধনু : ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক এ সপ্তাহে জোড়া লাগবে। সংসারের প্রয়োজনে অর্থব্যয় হলেও তা মেনে নিয়ে মানসিক স্বস্তি লাভ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও অচেনা ব্যক্তি তার স্বার্থের কারণে আপনাকে ব্যবহার করতে পারে। কর্মক্ষেত্রের সমস্যা মিটে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি। পুরোনো দিনের কোনও সুখস্মৃতি মনকে শান্ত করবে। বাড়িতে পূজার্চনায় শান্তিলাভ। এ সপ্তাহে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন।
মকর : প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল না বুঝে, তাঁর কাছে আপনার মনোভাবনা সম্পূর্ণ প্রকাশ করুন। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশে মানসিক দুশ্চিন্তা দূরে হবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের অবসান হবে। পেটের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। সপ্তাহের শেষদিকে অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। অজানা, অচেনা ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ : মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তি লাভ। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। শরীরের দিকে নজর রাখুন। সামান্য সমস্যাকে উপেক্ষা করলে সমস্যা বাড়তে পারে। রাজনীতিক সাংগঠনিক কাজে সাফল্য পাবেন। বিশেষ কারণে কর্মসংস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা সফল হবে।
মীন : ওষুধ, মজুতদারি ব্যবসায় ভালো অর্থাগম হবে। প্রবাসে বাসরত প্রিয়জনের সুসংবাদে দুশ্চিন্তা দূর হবে। কোনও গুণীজনের সঙ্গে কথা বলে মানসিক আনন্দ। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ। অতিভোজনের কারণে শরীর খারাপ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের কারণে প্রচুর ঋণ নিতে হতে পারে। ঘরে বাইরে চলাফেরায় একটু সতর্ক থাকুন।

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122939)

আচার্য্য শ্রী দেবাশিষ মুখার্জী
■ বাস্তু, জ্যোতিষ, হস্তরেখাবিদ, তন্ত্রসম্রাট, আপনারা পাবেন 5/8- কোচবিহার, 6/8 জলপাইগুড়ি, 7/8 শিলিগুড়ি, M : 6289558988. (K)

প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিশারদ
আচার্য অরিন্দম ভারতী
যোগাযোগ
কলকাতা- 62971 53813
শিলিগুড়ি- 78118 14400

LL.B ভর্তি

■ Uttarayan College of Law, Madhupur, Coochbehar এ LL.B কোর্সে সীমিত আসন ফাঁকা আছে। যোগ্যতা-B.A/B.Com/B.Sc. যোগাযোগ- 9593678888. (C/A)

স্পোকেন ইংলিশ

■ এক মাসের গাইডেন্স নিয়ে খুব সহজে স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব কোর্স। M : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/122941)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Kakoli Bhuimali, W/O. Dulal Bhuimali, ঠিকানা: গ্রাম : দৌলতপুর, পো: নালাগোলা, থানা : বামনগোলা, জেলা : মালদা। আমার Postal Life Insurance নথিতে আমার নাম ভুল থাকায় 30.06.26 তারিখে মালদা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kakoli Bhuimali & Ms. Geeta Bhuimali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/123201)

■ আমি Nitu Das, W/O Bipul Das, গ্রাম- পুড়াটুলি বাঁধ রোড, থানা- ইংরেজ বাজার, পো+জেলা - মালদা, পিন - 732101 আমার ভোটার কার্ডে (যার নং JVR 3027463) নাম ভুল থাকায় গত 23/07/26 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kulfi Das থেকে Nitu Das করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123085)

■ আমি Smt. Chanu Kar Sen, স্বামী - Ratan Sen, গ্রাম : পূর্ব কাঠালবাড়ি, পো: শিলবাড়িহাট, থানা ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক নাম Smt. Chanu Kar Sen, স্বামী-Ratan Sen যা আমার নতুন ভোটার (No : RIY2545796) প্যান ও আধার কার্ডে উল্লেখ আছে। কিন্তু পুরনো ভোটার কার্ডে (No : WB/02/013/468005) ভুলবশত আমার নাম Smt. Ratna Sen নথিভুক্ত হয়েছিল। তাই ২৭/৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করছি যে, Smt. Chanu Kar Sen, স্বামী-Ratan Sen এবং Smt. Ratna Sen, স্বামী-Ratan Sen একইব্যক্তি। (C/122091)

ভাড়া

■ Shop Rent, Ashrampara, near Panitanki more 150 sq.ft. M : 8116203723. (C/123054)

ভাড়া

■ 2 BHK বড় ঘর ভাড়া দেওয়া হবে, ডাইনিং ড্রয়িং ২ বাথরুম বারান্দা SMC জল খোলামেলা পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লি শিলিগুড়ি। M : 6290999197. (123094)

■ Rent, 2 BHK furnished flat 3rd floor, Arobindo Pally Siliguri- 9434050112. (C/123099)

■ যে কোনও ধরনের অফিস, শোরুম, ব্যাংক ও গোডাউনের জন্য উপযুক্ত রায়গঞ্জ- হেমতাবাদ জাতীয় সড়কের পাশে B.S.F. ক্যাম্পের নিকট দোকান 2000 sq.ft ও 2000 sq.ft ওয়ার্কশপ ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9593903449. (C/123210)

■দোকান ভাড়া হইবে Commercial, 250 sq.ft, ডাবগ্রাম মাঠের পাশে, সূর্যনগর, M : 7908674005. (C/123202)

চিকিৎসা

UNICLINIC
■ ডঃ অনন্যা চৌধুরী MD. DM হেমাটোলজি। এখন বসছেন। যোগাযোগ- 9054009651. (P/R)

কিডনি চাই

■ O+ কিডনী দাতা চাই এক সহৃদয় ব্যক্তি সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন বয়স 30-45 এর মধ্যে। M : 8597584843. (K)

লিভার চাই

■ কোচবিহার জেলার বয়স ৫৫+ লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে B+ ব্লাড গ্রুপের লিভার দাতার প্রয়োজন (শর্তসাপেক্ষে)। সহৃদয় ব্যক্তিগণের অবিলম্বে যোগাযোগ করার জন্য আবেদন রইল। M : 9064288718,9126103117. (C/122629)

বিক্রয়

■ Urgent গঙ্গারামপুরের দুর্গাপুর এলাকায় ২১ শতক জমি বিক্রয় করা হবে। ফোন - 7908534049. (C/122943)

■ বাড়ি সহ 3 কাঠা জমি বিক্রয়। হায়দরপাড়া মেইন রাস্তার ধারে। M : 76029-45422, 76029-21332. (C/122341)

■ 3 BHK পুরোনো ফ্ল্যাট বিক্রি। শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ স্কুলের পাশে। ১ম তল। No Garrage. M : 9434889392. (C/113871)

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে পৌনে দু-কাঠা জমিতে দু-তলা বাড়ি সহ বিক্রয়। M : 98325-00980/7602160980. (C/122940)

■ শিলিগুড়ি ফুলেশ্বরী রেলগেটের কাছে -4 কাঠার বেশি বাস্তু জমি বিক্রয়। ফ্রন্ট-32 ফুট, মেইন রাস্তার উপরে। M : 9382586208/ 8637865007. (C/122909)

■ 2 BHK Flat sale near Central Bank, Bhaktinagar, NJP. M : 9851086250. (C/123068)

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়াতে ৩ কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয়। 9883256699. (C/123083)

■ ডুয়ার্সে কুমারগ্রাম থানার সন্নিকটে ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে রায়ডাক নদীর তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে 10 (১০) শতক জমি সহ একটি দোতলা বাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ :- মোবাইল নং ৯০৭৩৫১৮৩২৫. (C/122123)

■ কোচবিহারের বাণেশ্বরে আনন্দ মার্গ স্কুলের সামনে ৩.৫ কাঠা বাড়ির প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ -8131090365. (C/123088)

■ জলপাইগুড়ি কামারপাড়া কালীবাড়ির গলিতে একতলা বাড়ি (দোতলার ছাদ আছে) বিক্রয়। মোট জমির পরিমাণ দুই কাঠার সামান্য বেশি। M : 8637373217. (C/123092)

বিক্রয়

■ House for sale Siliguri. Rabindranagar No broker. 9475781447. (C/113835)

LAND FOR SALE
■ 22 Katha Land (Bastu Land) for sale with 32Ft Highroad on one side and 14ft road on another side, at Rangia Shivmandir, beside North Bengal University Gate No. 2. All Papers are Ok. Ph : 9609701056. (P/R)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেজ (জলপাইগুড়ি)
■ কেদার বদ্রি (২ ধাম) : 01/10, স্পিতি ভ্যালি : 20/09, কেরালা 17/10, 28/10, 18/12, রাজস্থান 17/10, অরুণাচল- কাজিরাঙা 13/11, কাশ্মীর 27/10, গুজরাট 23/11, 21/12, থাইল্যান্ড 29/10, ভিয়েতনাম, 23/11. M : 9733373530 (জলপাইগুড়ি), 9474797330. (শিলিগুড়ি)। (C/122493)

পেয়িং গেস্ট

■ নার্স, Working Woman, ছাত্রীদের জন্য Girls PG এখন শিলিগুড়ির প্রধাননগরে। সাথে Wifi, ঘরোয়া healthy খাওয়ার, 24*7 CCTV এর নিরাপত্তা রয়েছে। M : 7479143315. (C/122940)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য মালবাজার, শিলিগুড়ি, সিতাই, ময়নাগুড়িতে ডিস্ট্রিবিউটার ও বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

কর্মখালি

■ জলপাইগুড়িতে হোটেলের জন্য ম্যানেজার, কুক, ওয়েটার প্রয়োজন। M : 9333073883, 9434044186. (C/122492)

■ প্রখ্যাত ব্র্যান্ডের ইলেকট্রনিক্স ডিস্ট্রিবিউশন হাউস চাইছে মালদা জেলার জন্য স্মার্ট, কর্মঠ, উদ্যমী মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ। শিক্ষাগত যোগ্যতা H.S. পাশ। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। পূর্বের অভিজ্ঞতা থাকলে এবং মালদা জেলার অধিবাসী হলে অগ্রাধিকার। বয়স 22+ চলবে। ফোটো, বায়োডাটা, ফোন নং এবং ই-মেইল সহ আবেদন করুন :- ই-মেইল : asish 010680@gmail.com. (P/R)

■ শিলিগুড়িতে রান্নার কাজের লোক চাই। মাসিক 7,000/-. Contact - 6294080409. (C/122941)

■ Sales Executive for milk & milk products. CV : 8900776633. (C/123205)

■ Urgent Recruitment. B.Tech/ Diploma in Civil & Mechanical Engineer (Experienced/Fresher). Male/Female Computer operator knowing Tally. Site Supervisor/ Manager (Experienced/Fresher). Side Night Guard. Site- North Bengal & Sourth Bengal. Email- engineers0077@gmail.com (C/123209)

■ One of the leading Business House located in Siliguri is looking for an Accountant (Well-versed with Tally & basic Computer knowledge), salary is 15K. Please submit your resume by email :-biswajitsales@ gmail.com (P/R)

WANTED TEACHER
■ Himalayan Academy (different branches) Banka, Bihar. Jr. Section (Nur. to V)- Female. Sr. Section (VI to X)- Male/Female. (Handsome Salary, Food and lodging). Cont- 62062 16842. (C/122941)

কর্মখালি

■শিলিগুড়ির শান্তিনগরে ব্রাশ ফ্যাক্টরির জন্য কর্মী চাই। Salary-7000, Salesman-15000 (পুরুষ)। Ph. 9474028554. (C/123086)

■ অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজের জন্য দক্ষ নির্ভরশীল কর্মী প্রয়োজন। এথেলবাড়ি, বীরপাড়া। M : 8653693555. (C/122939)

VACANCY
Daga Auto Distributors, Siliguri
Leading automobile spares distribution house requires:
1.Sales Executive
2. Store Incharge
3. Material Picker /Packers
4. Back-Office Executive cum Accountant
Exp. in Automobile industry preferred.
Email CV with photo:
dagavorspares@gmail.com
call @ 9831094983

কর্মখালি

■ Wanted Experienced Sales Executive for Cooch Behar, Alipurduar and Jalpaiguri District for Pre School Franchisee business. Send CV to kensikidz@gmail.com (C/A)

■ অফিস এবং সাইট এর কাজের জন্য উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েট (অনূর্ধ্ব ২৫ প্রার্থী) চাই। banapalas. sorcar@gmail. com

WE ARE HIRING
LEADS Overseas Pvt. Ltd.
A Leading Brand in Kitchen Chimneys & Water Purifiers
Positions:
* Digital Marketing Head – 5+ Years Experience,
Must Have good knowledge in - Meta Ads, Landing Page Lead Generation, Meta Pixel, Retargeting, Knowledge of Google Ads, YouTube Ads & LinkedIn Ads will be an added advantage.
Location: Siliguri
Benefits: Attractive Salary, PF, Medical Benefits, Car Loan & Other Facilities.
Address - Darshan Plaza, 1st floor, Sevoke road, Siliguri
Apply: hr@leadsindia.net
Call: +91 94340 56065,
www.leadsindia.net

VACANCY
Applications invited Indian Institute of Legal Studies, Siliguri, District – Darjeeling – 734 002, through email: iilsappointment@gmail.com within 7 days for the following posts as per UGC/State Government norms.

Sl.No.	Name of the Posts
01	Assistant Professor of Economics-As per UGC Norms
02	Accountant
03	Students Councilor
04	Junior Clerk
05	Peon
06	Driver for Darjeeling

Sl.No.2, Graduate having adequate knowledge in accounting software and basic computer with minimum 5 years experience including return filing of GST, PF, ESIC, PT, TDS, IT etc.
Sl.No.3, Graduate with experience in educational Institute, fluent in English.
Sl.No.4, Graduate with experience in office work in educational Institute.
Sl.No.5, Higher Secondary with relevant experience.
Sl.No.6, Experience in light/heavy motor vehicle driving in hill areas.
Adv. No. ESTT-07/608
Dated: 27.07.2026
Principal-In-Charge
Indian Institute of Legal Studies
Phone No. +91 62969 03460

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

১০০ কোটি

গ্যাস বুকিংয়ের পর পাসবই আপডেট করতে গিয়ে অ্যাকাউন্টে প্রায় ১০০ কোটি টাকা দেখে হতবাক কুলতলির এক গৃহবধূ। ঘটনার পর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন বন্ধ হয়েছে তাঁর। ব্যাংকে জানিয়েও সুরাহা হয়নি।

অতিথিদের জরিমানা

বিবাহবার্ষিকীর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় অতিথিদের ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য করলেন চুঁচুড়ার এক ব্যক্তি। পোস্টার সাঁটিয়ে তিনি জানালেন, জরিমানা সহ বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ করে আসতে হবে।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

বীরভূমের নানুরের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি ডাবল-ব্যারেল আগ্নেয়াস্ত্র ও ১৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার পুলিশের। ঘটনায় গ্রেপ্তার বাড়ির মালিক আলাউদ্দিন শেখ। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

নাইট বাস

শনিবার রাত থেকে কলকাতার একাধিক রুটে রাত পর্যন্ত বাস পরিষেবা মিলবে। হাসপাতালমুখী যাত্রী, রোগী ও তাঁদের পরিজনের সুবিধায় বাসের সময় বাড়িয়েছে পরিবহণ দপ্তর।

গঠিত হল না বিধানসভার ৪১টি কমিটি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ অগাস্ট : বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রায় আড়াই মাস কেটে গেলেও রাজ্য বিধানসভার স্থায়ী কমিটিসহ ৪১টি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এখনও গঠিত হয়নি। রাজ্য বাজেটের দুটি অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও কমিটিগুলো না গঠিত হওয়ায় শাসক ও বিরোধী—উভয় শিবিরের বিধায়কদের মধ্যেই ক্ষোভ জমছে। এই বিলম্বের পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দল।

বিধানসভার এই স্থায়ী কমিটিগুলোতে শাসক ও বিরোধী উভয় দলের বিধায়কদের সদস্য করা হয়। প্রশাসনিক কাজকর্মের পর্যালোচনা, নীতি নির্ধারণ এবং আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নজরে আনার ক্ষেত্রে এসব কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এর মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি-ও রয়েছে।

কমিটিগুলো গঠিত না হওয়ায় যেমন প্রশাসনিক ও নীতি নির্ধারণী কাজ আটকে রয়েছে, তেমনই আর্থিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন বিধায়করা। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, কমিটিগুলোর বৈঠকের দিন উপস্থিত থাকলে সদস্যরা দৈনিক ২,০০০ টাকা করে ভাতা পান।

বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শাসক দল বিজেপির পরিষদীয় দল তাদের বিধায়কদের তালিকা তৈরি রাখলেও, মূল জটিলতা তৈরি হয়েছে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ঘিরে। তৃণমূলের পরিষদীয় দল অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিভক্ত থাকায় তারা এখনও দলের বিধায়কদের নাম চূড়ান্ত করতে পারেনি। উভয় শিবিরের তালিকা হাতে না পাওয়ায় স্পিকারও কমিটিগুলোর নাম ঘোষণা করতে পারছেন না। ফলে এই সার্বিক অচলাবস্থা নিয়ে দুই শিবিরের অন্দরেই চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

উদ্ধার নাবালিকা

স্বরূপনগর, ১ অগাস্ট : বাংলাদেশের এক নাবালিকাকে পশ্চিমবঙ্গের স্বরূপনগর সীমান্ত থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। শনিবার তারালি এলাকায় অচৈতন্য অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। বয়স ১৩-১৪ বছরের আশপাশে। জ্ঞান ফিরলে সে জানায়, তার বাড়ি ঢাকায়। বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় পিসির বাড়ি যাওয়ার পথে দুই পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয় তার। তাদের দেওয়া জল খাওয়ার পর আর কিছু মনে নেই বলে জানিয়েছে সে। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। ঘটনায় একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

ইসকনের মিড-ডে মিলে পেটপুজো পড়ুয়াদের। শনিবার কলকাতায়। -পিটিআই

মিড-ডে মিলেও নিশানা বিরোধীদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ অগাস্ট : পরিবর্তন শুধু ঝান্ডার নয়, পরিবর্তন হয়েছে ব্যবস্থার। কলকাতার সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে ইসকনের মিড-ডে মিলের উদ্বোধন করে বাম ও তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার আলিপুরের তারাতলায় মিড-মিলের লক্ষ্যে তৈরি ইসকনের মেগা কিচেনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন স্কুলশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী দীপক বর্মন।

কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় সরকার ও সরকার পোষিত প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি স্কুলে মিড-ডে মিল সরবরাহের দায়িত্ব স্বনির্ভরগোষ্ঠীর হাত থেকে কেড়ে ইসকনকে দেওয়ায় বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়েছিল সরকার। মিড-ডে মিলে ডিম বা আমিষ আহারের বদলে ইসকনের নিরামিষ আহারের মেনু নিয়ে নানা মহলে বিতর্ক হয়। ক্ষমতায় এসে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। সেই সমালোচনার চাপে শেষমেশ স্কুলপড়ুয়াদের জন্য আলাদা করে ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছে সরকারকে। এই আবহে এদিন বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দিতে ইসকনের মিড-ডে মিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চকেই বেছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম ও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'যারা ৩৪ প্লাস আর ১৫ বছর ধরে শুধু রাজনীতি আর চুরি করেছে তাদের বলব, আজ যে খাবারটা আমরা ৪৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে দিলাম সোমবার একবার গিয়ে তার স্বাদ নিয়ে আসবেন। তাহলেই বুঝবেন পরিবর্তনটা শুধু ঝান্ডার হয়নি, পরিবর্তনটা শুধু দলের হয়নি, পরিবর্তনটা শুধু মুখের হয়নি, পরিবর্তনটা ব্যবস্থারও হয়েছে।'

বিরোধীদের ডিম সমালোচনার জবাবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা ডিম ডিম করে হইচই করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের বলব, আজকের দিনটা একটু চুপ থাকুন। আর মনের হিংসা রিপুটাকে সংযত রাখুন।'

গোড়া থেকেই নিজেদের নিরামিষ খাবারের পদ নিয়ে অনড় থেকেছে ইসকন। বারবার দাবি করা

> **যারা ডিম ডিম করে হইহই করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদের বলব, আজকের দিনটা একটু চুপ থাকুন। আর মনের হিংসা রিপুটাকে সংযত রাখুন।**
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

হয়েছে, আমিষ আহারের বদলে তাদের নিরামিষ আহারে পুষ্টির কোনও ঘাটতি হবে না। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশেও কোনও সমস্যা হবে না। এদিন ইসকনের সেই দাবিকে কার্যত সমর্থন করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ওঁরা নিরামিষ, সাত্ত্বিক, শুদ্ধ, আহারই পরিবেশন করেন এবং তার গুণমান যথেষ্টই ভালো। আমরাও ওঁদের মেনু বদলাতে বলিনি। এদিন ইসকনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে মিড-ডে মিলের যে মেনু দেওয়া হয়েছে তাতে রয়েছে ভাত / পোলাও /খিচুড়ি, পনির / ছানা, সয়াবিন / মরশুমি সবজি / বাদাম এবং মরশুমি ফল বা মিষ্টি থাকছে। আর এর সঙ্গেই সপ্তাহে ২ দিন পড়ুয়াদের খাবারে যোগ হবে সিদ্ধ ডিম। যা সরবরাহ করবে সরকারের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি।

এদিন কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মোট ৫০০ সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলের ৪৪ হাজার পড়ুয়াকে ইসকনের তৈরি মিড-ডে মিল দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার এ ধরনের মোট ১৮০০ প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি স্কুলে দেড় লক্ষ মিড-ডে মিল প্যাকেট সরবরাহ করবে ইসকন। ইসকনের দাবি, বর্তমানে তারা দেড় লক্ষ পড়ুয়াকে খাবার সরবরাহ করবে। যদিও মিড-ডে মিল প্রস্তুতকারী সংস্থা অন্নামৃত ফাউন্ডেশন (ইসকনের)-এর দাবি, এদিন যে মেগা কিচেনের উদ্বোধন হয়েছে তাতে ২ লক্ষ মিড-ডে মিল তৈরির ক্ষমতা আছে। গত ৮ বছর ধরে ইসকনের উত্তর কলকাতার বাগবাজার ইউনিটের মাধ্যমে উত্তর ও মধ্য কলকাতার তিনশো স্কুলের ১৮ হাজার পড়ুয়াকে সাফল্যের সঙ্গে মিড-ডে মিল সরবরাহ করে চলেছে তারা। ভবিষ্যতে এই বাগবাজার ও তারাতলার নতুন কিচেনের মাধ্যমে কেএমসি এলাকার সব স্কুলের মিড-ডে মিল সরবরাহ নিশ্চিত করবে ইসকন।

আবেদন বন্ধ অন্নপূর্ণার

পোর্টালে দেখা যাচ্ছে না স্ট্যাটাস, বিপাকে বহু মহিলা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ অগাস্ট : আবেদনের বিপুল চাপ সামলাতে অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন আবেদন গ্রহণ ও পোর্টালের উপভোক্তা উইন্ডো সাময়িকভাবে বন্ধ করল রাজ্য সরকার। ফলে নতুন আবেদন করা তো যাচ্ছেই না, যাঁরা আগে আবেদন করেছেন, তাঁরাও পোর্টালে নিজেদের আবেদনের বর্তমান অবস্থা (স্ট্যাটাস) দেখতে পারছেন না।

শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একথা জানিয়েছেন নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী মালতী রাভা রায়। তিনি জানান, অসংখ্য নতুন আবেদন জমা পড়েছে। সেগুলো খতিয়ে না দেখে নতুন আবেদন নেওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ আবেদনের ভেরিফিকেশন চলছে এবং নতুন করে আরও প্রায় ২ কোটি আবেদন জমা পড়েছে। আপাতত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন আবেদন জমা নেওয়া স্থগিত থাকবে।' তবে তিনি আশ্বস্ত করে জানান, যোগ্য

মহিলারা সরকার ঘোষিত ৩ হাজার টাকা অবশ্যই পাবেন।

আগামী ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত এই যোজনায় আবেদন গ্রহণের সময়সীমা নির্ধারিত ছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই আচমকা আবেদন প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন রাজ্যের বহু মহিলা। সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনও স্পষ্ট উত্তর মিলছে না।

কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, ৩০ অগাস্টের মধ্যে যোগ্য মহিলারা এই সুবিধা পাবেন। হঠাৎ করেই নতুন আবেদন নেওয়া বন্ধ করে দিল সরকার। শুধু তাই নয়, আগে সোশ্যাল সিকিউরিটি পোর্টালে সাধারণ আবেদনকারীরা লগ ইন করে যে স্ট্যাটাস দেখতে পারতেন, সেই উইন্ডোটি তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন কেবল সরকারি আধিকারিকদের ব্যবহারের জন্য পোর্টাল খোলা রাখা হয়েছে। এর ফলে মহিলাদের মধ্যে চরম উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, আবেদনপত্র বাছাই ও আপডেটের কাজ শেষ হলে আবারও আবেদন গ্রহণ চালু হতে পারে। তবে নির্ধারিত সময়ের আগে পোর্টাল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাঁদের আবেদন করা বাকি ছিল, তাঁরা আদৌ সুযোগ পাবেন কি না তা নিয়ে বড়সড়ো সংশয় দেখা দিয়েছে।

তসলিমার হাতে বিশেষ স্মারক তুলে দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার রবীন্দ্র সদনে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

স্মারক-বঙ্কিমের ছবি দিয়ে অভ্যর্থনা তসলিমাকে

'অভিমান আছে, আছে ভালোবাসাও'

কলকাতা, ১ অগাস্ট : পাক্কা ১৯ বছরের নির্বাসনের অলিখিত শিকল ছিঁড়ে নিজের প্রিয় ভাষার শহরে ফিরলেন তসলিমা নাসরিন। চোখে জল আর মনে অভিমান নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে, যেখানে ইতিহাস আর বর্তমান মিলেমিশে একাকার। নির্বাসিত জীবনের যন্ত্রণা ও ঠিকানা হারানোর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি, এই একটি বাক্য উচ্চারণ করতে আমার ১৯ বছর লেগে গেল। প্রতিদিন একটি করে ঠিকানা হারানোর যন্ত্রণা অনুভব করেছি আমি।'

শনিবার দুপুরের পর থেকেই রবীন্দ্র সদন চত্বর কার্যত এক দুর্ভেদ্য দুর্গের চেহারা নিয়েছিল। নন্দন চত্বরে পদে পদে ব্যারিকেড, মেটাল ডিটেক্টর আর পরিচয়পত্র পরীক্ষার কড়াকড়ি বলে দিচ্ছিল, আজকের বিকালটা সাধারণ নয়। প্রায় দু'দশক পর 'লজ্জা' বা 'দ্বিখণ্ডিত'-র লেখিকাকে একবার চোখের দেখা দেখতে প্রেক্ষাগৃহ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ২০ বছর আগে মৌলবাদের চোখরাঙানির কাছে মাথা নত করে তৎকালীন বাম সরকার তাঁকে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সেই রুদ্ধদ্বার খোলার মুহূর্তকে সাক্ষী রাখতে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী তসলিমাকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছবি এবং 'বন্দে মাতরম্'-এর বিশেষ স্মারক তুলে দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। লেখিকার সুরক্ষার যাবতীয় দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে যাবতীয় নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

> **১৯ বছর কেউ আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু এই দরজা খোলা প্রমাণ করে অন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, চিরস্থায়ী নয়।**
>
> **তসলিমা নাসরিন**

তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। আপনি যখনই চাইবেন, যতবার চাইবেন, ততবারই নিঃসংকোচে এই বাংলায় আসতে পারেন।' বিগত জমানার অলিখিত নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'আজকের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত, নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। 'দেখে নেব' বা 'ধমক-চমক' সংস্কৃতি এখন অতীত।'

তবে অনুষ্ঠান চলাকালীন সামান্য অনভিপ্রেত বিশৃঙ্খলাও ঘটে। তসলিমা তাঁর দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী কবি জয় গোস্বামীকে মঞ্চে আহ্বান জানালে দর্শকাসনের একাংশ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তসলিমাকে নিয়ে কবির দীর্ঘদিনের 'নীরবতা' এবং পূর্ববর্তী শাসকের প্রতি তাঁর ঘনিষ্ঠতাই সম্ভবত এই জনরোষের কারণ ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে জয় মঞ্চ ছেড়ে নেমে গিয়ে নিজের আসনে বসতে বাধ্য হন। অনুষ্ঠান ব্যাহত হতে দেখে লেখিকা নিজেই মাইক হাতে নিয়ে দর্শকদের শান্ত করেন।

এরপর শুরু হয় তসলিমার সেই বহু প্রতীক্ষিত কবিতা ও ভাষ্য। অগাস্ট মাসকে নিজের জন্ম, নির্বাসন এবং প্রত্যাবর্তনের মাস হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'যে শহর আমাকে কাঁদিয়েছে, সেই শহরই আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। ১৯ বছর কেউ আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু এই দরজা খোলা প্রমাণ করে অন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, চিরস্থায়ী নয়।' তসলিমা বলেন, 'ইতিহাস সব মনে রাখে। ইতিহাস এটাও মনে রাখবে যে, কারা তাঁর জন্য দরজা বন্ধ করেছিল, আর কারা তা খুলেছিল।' তসলিমার বাক্য শেষ হতে না হতেই গোটা প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ে করতালির ধ্বনিতে। যদিও এটা এদিন বারবারই ঘটছিল। লেখিকাকে নিয়ে দর্শকদের উচ্ছ্বাস আর আবেগ ছিল চোখে পড়ার মতো।

জনগণনাতেও বাদ পড়তে পারেন ২৭ লক্ষ

অরূপ দত্ত

কলকাতা ১ অগাস্ট : এসআইআর-এ বিচারাধীন ২০ লক্ষের জনগণনাতে অন্তর্ভুক্তি নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীই সেই ধোঁয়াশার কথা জানিয়েছেন। জনগণনা কর্মসূচির উদ্বোধনে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা স্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিধাননগরে এক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর এনুমারেশন জমার মধ্য দিয়ে রাজ্যে শুরু হল জনগণনার কাজ। এদিকে, শনিবারই রাজ্যের শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের শংসাপত্র বিলির এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত রাজ্যে সিএএ-তে আবেদনকারীর সংখ্যা ২ লাখ ৩০ হাজার ৬০৫। শংসাপত্র দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্র রাজ্যকে দিলে আমরা ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করে শংসাপত্র দিয়ে দেব। আর তারপরেই ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে। তার দায়িত্ব এই মুখ্যমন্ত্রীই নেবে।'

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনে এ রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণনার কাজ শুরু হতে যথেষ্ট দেরি হয়েছে। এদিন বিগত সরকারকে দুষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সব অংশের মানুষের জন্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে জনগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ নানা কারণে সেই

সিএএ-তে জোর রাজ্যের

কাজ সময়মতো শুরু না করায়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার শরিক হতে পিছিয়ে পড়েছি আমরা।' জনগণনায় এবার যে বিপুল তথ্য চাওয়া হয়েছে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা নানা আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন। বিরোধীদের সেই উসকানিতে কান না দিয়ে জনগণনার কাজে সরকারি কর্মীদের সহায়তা করতে এদিন আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'আপনার দেওয়া পারিবারিক তথ্য পুরোপুরি গোপনীয় ও সুরক্ষিত থাকবে। সরকারের সমাজকল্যাণ ও নানা উন্নয়ন পরিকল্পনায় তা ব্যবহার হবে।'

অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে আয়ুষ্মান, রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুত প্রকল্প পেতে প্রতিক্ষেত্রেই তথ্যের জোগান দিতে জেরবার রাজ্যবাসী। তার ওপর আবার জনগণনায় ৩৪ দফা তথ্য দিতে হবে প্রতিটি পরিবারকে। এর ফলে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। তা লক্ষ্য করে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই, 'আমরা এবার জনগণনায় আগের চেয়ে একটু বেশি তথ্য জানতে চেয়েছি। তার কারণ, যাতে মানুষকে বারবার এই তথ্যের হ্যাপা পোয়াতে না হয়। ভবিষ্যতে এই তথ্যভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়েই সমাজকল্যাণে সরকারের নানা প্রকল্পে তারা সহজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।'

কিন্তু, এসআইআর-এ রাজ্যের যে ২৭ লক্ষ এখনও ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন, তাদের কী হবে? শনিবারই নিউটাউনে সিএএ শংসাপত্র বিলির এক অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গও মুখ্যমন্ত্রী কার্যত এড়িয়ে গিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কবুল করেছেন, 'বিচারাধীন ২৭ লাখের মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছেন। কিন্তু বাকি ২০ লক্ষ নিজেরাই আবেদন করেননি। এখন তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তোলার দাবি না জানানোর পর, নাগরিক হিসাবে দাবি করেন কি না সেটা বোঝা যাবে জনগণনার কাজ শেষ হলে।'

চকবাজার থেকে ধৃত টুলুর ভাগ্নে

রামপুরহাট, ১ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ থেকে গ্রেপ্তার করা হল টুলু মণ্ডলের ভাগ্নে শেখ ওয়াসিমকে। তার বাড়ি সিউড়ির চুরিপাড়া এলাকায়। শুক্রবার ওয়াসিমকে দার্জিলিং জেলার চকবাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে নিয়ে আসা হয় বীরভূমের রামপুরহাট থানায়। শনিবার তাঁকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশ ১০ দিনের হেপাজতের আবেদন জানায়। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত।

বুধবার বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার ডেউচা গ্রামে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা ও ১৫ কেজি সোনা। বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনা উদ্ধারের পর তদন্তে নেমে ওয়াসিমের নাম প্রকাশ্যে আসে। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে বীরভূম জেলা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২৫ সালের ৬ অক্টোবর পাথর খাদানের অবৈধ ব্যবসা চালানোর অভিযোগ ছিল। পুরোনো মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারি আইনজীবী সৌকত হাতি জানান, অবৈধ পাথর খাদান মামলায় ওয়াসিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে টুলু মণ্ডলের ব্যবসার কোনও যোগ রয়েছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখবে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওয়াসিম শিলিগুড়ি হয়ে নেপাল পালানোর ছক কষেছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

এদিকে মিনার পুলিশি জেরায় দাবি করেছেন, টুলু তাঁকে নিজের সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ টাকা এবং সোনার উৎস কী, পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তবে টুলুর খোঁজ মেলেনি। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।

বিএড কোর্সের নামে ব্যবসা

কলকাতা, ১ অগাস্ট : বিএড কোর্স করানোর নামে রাজ্যজুড়ে রমরমিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বেসরকারি কলেজগুলি। ডিগ্রি পাওয়ার পরেও শেষে চাকরি না পেয়ে নামতে হচ্ছে রাস্তায়। এবার পড়াশোনার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার দীর্ঘদিন পরেও ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। এদিকে প্রথম সিমেস্টারে ন্যূনতম ১০০ দিন ক্লাস না করায় নতুন পরীক্ষার্থীদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। এই সংক্রান্ত অভিযোগ উঠতেই বেশ কয়েকটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে তদন্তের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। উপযুক্ত আধিকারিকদের নিয়ে তদন্তকারী দল গঠন করে বেসরকারি কলেজগুলির কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বলল আদালত।

বিচারপতি ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, 'কীসের জন্য টাকা দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা? এত এত টাকা খরচ করে কোর্স করবে অথচ চাকরি পাবে না? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে? বিশ্ববিদ্যালয়, এনসিটিই'র কোনও নজরদারি নেই?' ঘটনার সূত্রপাত বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ একটি কলেজে ২০২৫-২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া দুই পরীক্ষার্থীর মামলাকে কেন্দ্র করে। চলতি বছরের মে মাসে তারা ভর্তি হলেও ১০০ দিন ক্লাস না হওয়ায় পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি।

মৃত ২ পড়ুয়া সহ বাবা

কলকাতা, ১ অগাস্ট : কলকাতায় সাতসকালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই স্কুল পড়ুয়ার। শনিবার বিটি রোডে বরাহনগরের কাছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মারা গিয়েছেন দুই পড়ুয়ার বাবাও। পুলিশ জানিয়েছে, অভিষেক সাউ এবং তাঁর দুই সন্তান আরভ সাউ (৫) এবং আরাধ্যা সাউ(৭) দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। অভিষেকবাবু দুই সন্তানকে নিয়ে স্কুটারে করে ডানলপের একটি বেসরকারি স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে । পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সিনেমা হল সংলগ্ন বিটি রোডে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা খোয়ার ঢিবি এড়াতে গিয়ে স্কুটিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরির ধাক্কায় তিন জনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ২ শিশুর। গুরুতর জখম অবস্থায় অভিষেককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। পুলিশ জানিয়েছে, কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার ধারে এক শ্রেণির প্রোমোটারদের বাড়বাড়ন্তের জেরে নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখে। পুলিশি নজরদারির অভাবেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ও মাঝি নাও ছাইড়া দে...

শনিবার বীরভূমের কোপাই নদীতে। -পিটিআই

হাইকোর্টের দ্বারস্থ

কলকাতা, ১ অগাস্ট : বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। এবার তদন্তকারী সংস্থার বদল চেয়ে শনিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন মানবাধিকার কর্মী সুজাত ভদ্র। বারুইপুরের সঙ্গে তেলেঙ্গানা এনকাউন্টারের সাদৃশ্য রয়েছে বলে দাবি উঠল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। এনকাউন্টার কাণ্ডে তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি। কিন্তু তাদের তদন্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হল জনস্বার্থ মামলায়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। চারটি মামলার ১৮ অগাস্ট একসঙ্গে শুনানি হবে বলে জানালেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

পেট্রোলের সঙ্গে ২০ শতাংশ ইথানল মিশিয়ে বিক্রির নীতি ঘিরে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তর্কবিতর্ক। সরকারের দাবি, এতে তেল আমদানি কমবে, কৃষকের আয় বাড়বে এবং পরিবেশের সুরক্ষা জোরদার হবে। অন্যদিকে বহু গাড়ি ব্যবহারকারীর আশঙ্কা, মাইলেজ, ইঞ্জিনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নতুন প্রশ্ন তুলছে। পরিবেশবান্ধব নীতির লক্ষ্য এবং সাধারণ নাগরিকের বাস্তব অভিজ্ঞতার এই টানাপোড়েন নিয়েই আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদন।

ইথানলের ইতিকথা

জ্বালানি স্বনির্ভরতার নতুন দিশা

শিশির রায়নাথ

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রক ১ এপ্রিল থেকে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পেট্রোলের সঙ্গে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণ এবং ন্যূনতম 'রিসার্চ অক্টেন নম্বর' (আরওএন) ৯৫-সহ পেট্রোল বিক্রি বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ জারি করেছে। এই নির্দেশকে ঘিরে পেট্রোল ব্যবহারকারীদের একাংশ সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন, আবার অন্য অংশ নানা প্রশ্ন তুলে এর বিরোধিতা করছেন। ফলে বিষয়টি এখন স্পষ্টভাবেই পক্ষে ও বিপক্ষে দুই শিবিরে বিভক্ত।

ইথানল, যা ইথাইল অ্যালকোহল নামেও পরিচিত, এক ধরনের উদ্বায়ী, দাহ্য ও বর্ণহীন জৈব রাসায়নিক যৌগ, যা বিভিন্ন মদ জাতীয় পানীয়ের সক্রিয় উপাদান। আখ, ভুট্টা, চাল, গম সহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য থেকে সহজেই ইথানল উৎপাদন করা যায়। সেই কারণেই বিশ্বের বহু দেশ দীর্ঘদিন ধরেই পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মিশিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করছে।

১৯৩১ সালে ব্রাজিল প্রথম সরকারিভাবে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মিশ্রণ চালু করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের ওপর নির্ভরতা কমানো, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের ধাক্কা সামলানো এবং দেশের আখনির্ভর শিল্পকে অর্থনৈতিক সমর্থন দেওয়া। বর্তমানে ষাটেরও বেশি দেশ বিভিন্ন মাত্রায় ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে। অধিকাংশ দেশ E5 বা E10 মান অনুসরণ করলেও ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়ার মতো কয়েকটি দেশে E20 বা তার বেশি মাত্রার মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়।

ভারতে ২০০১ সালে E5-কে কেন্দ্র করে পাইলট প্রকল্প শুরু হয় এবং ২০০৩ সালে তার আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন হয়। কিন্তু ২০১৪ সাল পর্যন্ত ইথানল মিশ্রণের হার দেড় শতাংশের বেশি বাড়ানো যায়নি। এর অন্যতম কারণ ছিল শুধুমাত্র আখ থেকে পর্যাপ্ত ইথানল উৎপাদন সম্ভব না হওয়া। ২০১৮ সালের মে মাসে জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতিতে সংশোধন এনে ভুট্টা এবং উদ্বৃত্ত শস্য থেকেও ইথানল উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ বাড়ে। জুন ২০২২ সালে E10 লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে E20-তে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল, তা ২০২৫ সালেই অর্জিত হওয়ায় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে।

এই বিতর্কে বিরোধীদের প্রধান যুক্তি, ইথানলের অনুপাত বাড়লে পেট্রোলের তাপনমূল্য কিছুটা কমে যায়। ফলে মাইলেজ কমতে পারে, জ্বালানির ব্যবহার বাড়তে পারে এবং ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিশেষ করে ২০২৩ সালের আগে তৈরি অধিকাংশ গাড়ি E10 বা তার কম মাত্রার ইথানল সমৃদ্ধ জ্বালানির উপযোগী করে তৈরি হয়েছে। সেইসব গাড়িতে E20 ব্যবহারে ইঞ্জিন ও তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। ইথানলের জলাকর্ষী বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশের আর্দ্রতা থেকে জল শোষিত হয়ে ইঞ্জিনে পৌঁছাতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলেও সমালোচকদের আশঙ্কা। পাশাপাশি পুরোনো গাড়ির সম্ভাব্য ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমা সংস্থাগুলির অবস্থানও এখনও স্পষ্ট নয়। সমালোচকদের একাংশের আরও অভিযোগ, লক্ষ্যমাত্রা দ্রুত অর্জনের জন্য ইথানল উৎপাদন বৃদ্ধির পিছনে কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক স্বার্থও থাকতে পারে।

এই পটভূমিতে ইথানল মিশ্রণের পক্ষের বক্তব্য হল, ল্যাবরেটরি পরীক্ষা বা বাস্তব ব্যবহারে ব্যাপক হারে কোনও ইঞ্জিন বিকল হওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখনও মেলেনি। দেশের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় গাড়ি নির্মাতা সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে, E10 থেকে E20-তে যাওয়ার ফলে তাপনমূল্য সামান্য কম হওয়ায় মাইলেজ গড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে, তার বেশি নয়। পাশাপাশি তাদের দাবি, ২০২৩ সালের আগে তৈরি গাড়িগুলির ক্ষেত্রেও এখনও পর্যন্ত E20 ব্যবহারের কারণে যন্ত্রাংশে অস্বাভাবিক ক্ষয় বা আচরণের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নির্মাতা সংস্থাগুলির এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রকের অবস্থানকে সমর্থন জোগাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ভারতে ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচির সূচনা হয় অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ২০০১ সালে। ইউপিএ সরকারের সময় E5 কর্মসূচির সম্প্রসারণ ঘটে এবং ২০১৮ সালে বর্তমান সরকার জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতিতে সংশোধন এনে ইথানল উৎপাদনের কাঁচামালের পরিধি বাড়ায়। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি এই কর্মসূচি কোনও একক সরকারের উদ্যোগ নয়; বিভিন্ন সরকারের ধারাবাহিক নীতিরই ফল। সেই কারণে একে কেবল কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প বলে দেখার সুযোগ খুবই সীমিত।

এখন প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্মসূচিকে এত দ্রুত ও জোরালোভাবে কার্যকর করতে চাইছে কেন। এ প্রসঙ্গে সরকারের প্রধান যুক্তিগুলি হল—

প্রথমত, পরিবেশগত লাভ। ইথানল পেট্রোলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্নভাবে দহন হয়। ফলে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বনের মতো ক্ষতিকর নির্গমন কমতে পারে এবং দেশের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাসে সহায়তা করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, উন্নত ইঞ্জিন কর্মক্ষমতা। ইথানলের উচ্চ অক্টেন রেটিং ইঞ্জিনের দহন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করতে সাহায্য করে। এর ফলে ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা ও পিকআপ উন্নত হতে পারে বলে সরকারের দাবি।

তৃতীয়ত, পরিচ্ছন্ন ইঞ্জিন। ইথানল ইঞ্জিনের ভেতরে কার্বন জমা কমাতে সাহায্য করে, ফলে দীর্ঘমেয়াদে ইঞ্জিন পরিষ্কার রাখতেও এর ভূমিকা থাকতে পারে।

চতুর্থত, জ্বালানি নিরাপত্তা। উদ্বৃত্ত আখ, ভুট্টা এবং অন্যান্য কৃষিজ শস্য থেকে দেশীয়ভাবে ইথানল উৎপাদন সম্ভব হলে অপরিশোধিত তেলের আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির অস্থিরতার প্রভাবও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

পঞ্চমত, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়। অপরিশোধিত তেল কম আমদানি করতে হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে, যা দেশের অর্থনীতির পক্ষে ইতিবাচক।

ষষ্ঠত, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি। আখ, ভুট্টা ও উদ্বৃত্ত শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।

সরকারের দাবি, ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচির মাধ্যমে ভারত ইতিমধ্যেই তেল আমদানির ক্ষেত্রে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে। একইসঙ্গে প্রায় ১.১৮ লক্ষ কোটি টাকা কৃষক ও ইথানল শিল্পের কাছে পৌঁছেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই কর্মসূচির ফলে প্রায় ৫৪ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনও হ্রাস পেয়েছে।

এই পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে সরকারের ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচিকে একটি শক্ত ভিত্তি দেয়। একইসঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের ইতিবাচক সম্ভাবনাও তুলে ধরে। তবে এত বড় নীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণ গাড়িচালকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, পুরোনো গাড়ির দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উদ্বেগ নিয়েও সমান গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা ও তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন। তবেই এই কর্মসূচি নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তার অনেকটাই দূর হবে।

পরিবেশ সুরক্ষা, জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং আমদানিনির্ভরতা কমানো, এই চারটি লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কেন্দ্র ইথানল মিশ্রণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সরকারের দাবি, দীর্ঘমেয়াদে এই নীতি দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ, উভয়ের পক্ষেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। সেই দাবি বাস্তবে কতটা সফল হয়, তা অবশ্যই সময়ই বলবে।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক আধিকারিক।)

> ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল শুধু জ্বালানির বিকল্প নয়, দেশের জ্বালানি স্বনির্ভরতারও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আমদানিনির্ভরতা কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, একসঙ্গে একাধিক ক্ষেত্রে এর সুফল মিলতে পারে। উৎপাদনে দেশীয় কৃষিজ কাঁচামালের ব্যবহার গ্রামীণ অর্থনীতিকেও দিতে পারে নতুন গতি। পুরোনো গাড়ির মাইলেজ ও ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব নিয়ে যে সংশয় রয়েছে, তার উত্তর খুঁজতে গবেষণা ও তথ্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তবে সামগ্রিক বিচারে ইথানল মিশ্রণ ভারতের জ্বালানি ভবিষ্যৎকে আরও নিরাপদ ও স্বনির্ভর করে তুলতে পারে।

ই-২০ জনতা পার্টি

পেট্রোলের সঙ্গে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণ বাধ্যতামূলক হওয়ার পর দেশজুড়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, তারই নতুন মুখ 'ই-২০ জনতা পার্টি'। রাজনৈতিক দলের নামের আদল থাকলেও এটি আসলে একটি ডিজিটাল নাগরিক উদ্যোগ, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গাড়ির মালিকদের উদ্বেগ এবং উপভোক্তার পছন্দের অধিকার।

সংগঠনের মূল বক্তব্য, পরিবেশবান্ধব জ্বালানির বিরোধিতা নয়; আপত্তি একমাত্র তখনই, যখন বিকল্পের পথ বন্ধ করে একটি নির্দিষ্ট ধরনের জ্বালানিকে বাধ্যতামূলক করা হয়। তাই ইথানলমিশ্রিত পেট্রোলের পাশাপাশি সাধারণ পেট্রোলও বাজারে রাখার দাবি তুলেছে তারা, যাতে গাড়ির বয়স, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও ব্যবহার অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন গ্রাহকরা। ৫ জুলাই দিল্লির যন্তরমন্তরে 'হামারি গাড়ি, হামারা অধিকার' কর্মসূচিতে একই দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

তবে এই সংগঠনের প্রকৃত শক্তি আপাতত রাজপথের চেয়ে বেশি ডিজিটাল পরিসরে। 'ককরোচ জনতা পার্টি'র জনপ্রিয়তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মপ্রকাশের পরই এক্স-এ তাদের প্রচার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাত্র দু'দিনের মধ্যেই এক্স-এ তাদের ফলোয়ারের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ই-২০ নীতি নিয়ে আলোচনা, মতবিনিময় এবং গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই নামটি দ্রুত পরিচিতি পেয়েছে। যদিও এখনও এটি মূলত অনলাইনভিত্তিক গোষ্ঠী, তবু জ্বালানি নীতি নিয়ে নাগরিক অসন্তোষকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি ইতিমধ্যেই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এই উদ্যোগের তাৎপর্য অবশ্য কেবল একটি নতুন নামের আবির্ভাবে সীমাবদ্ধ নয়। জ্বালানি নীতির মতো বৃহৎ কোনও সিদ্ধান্ত যখন সরাসরি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, তখন তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। গাড়ি কারও কাছে নিছক যাতায়াতের মাধ্যম, আবার কারও কাছে দীর্ঘ সঞ্চয়ের পর কেনা পরিবারের সম্পদ। ফলে জ্বালানির ধরন বদলের সিদ্ধান্তে সেই সম্পদের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং ব্যবহারকারীর নিজস্ব পছন্দের প্রশ্নও সামনে আসে। ই-২০ জনতা পার্টি সেই সংশয়কেই ডিজিটাল পরিসরে কণ্ঠ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই দাবি কতটা যুক্তিসংগত, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে; কিন্তু নীতিনির্ধারণের আলোচনায় সাধারণ ভোক্তার অভিজ্ঞতা ও মতামতকে সামনে আনার প্রবণতাটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিকল্পের অধিকারও থাকুক অটুট

মৈনাক ভট্টাচার্য

রকের আড্ডায় এই মুহূর্তে নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' কিংবা ক্রিস্টোফার নোলানের 'দ্য ওডিসি' যতটা আলোচনায়, তার চেয়েও বেশি চর্চিত হয়ে উঠেছে 'ই-২০' বা ২০ শতাংশ ইথানলমিশ্রিত পেট্রোল। 'ফোর-টোয়েন্টি', 'জি-টোয়েন্টি' কিংবা 'টি-টোয়েন্টি'র সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে 'ই-টোয়েন্টি'। যাঁরা এতদিন ইথানল কী, তা নিয়েও বিশেষ ভাবেননি, তাঁরাও এখন এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন। এর কারণ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রকের নতুন সিদ্ধান্ত। চলতি অর্থবর্ষ থেকে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২০ শতাংশ ইথানল এবং ন্যূনতম 'রিসার্চ অক্টেন নম্বর' (আরওএন) ৯৫ সহ পেট্রোল বিক্রি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সরকারের দাবি, ২০১৩-'১৪ অর্থবর্ষে পেট্রোলে ইথানলের পরিমাণ ছিল মাত্র ১.৫৩ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে ২০ শতাংশ হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এর ফলে তেল আমদানির ক্ষেত্রে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে, কৃষকদের আয় বেড়েছে প্রায় ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন কমেছে ৯৫২ লক্ষ টন। এই সাফল্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে আরও বেশি ইথানল সমৃদ্ধ জ্বালানি, এমনকি E85 চালুর দিকেও সরকার এগোতে চাইছে। তবে এই পরিসংখ্যান সরকারকে যতটা আশ্বস্ত করছে, গাড়ির ব্যবহারকারীদের একাংশকে ততটা নিশ্চিন্ত করতে পারেনি। তাঁদের মূল প্রশ্ন, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে গাড়ির ইঞ্জিন কতটা নিরাপদ থাকবে।

সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আপাতত উপায় নেই। কিন্তু মেনে নিলেই যে সকলের সংশয় দূর হবে, এমনটাও নয়। সেই কারণেই গাড়ির মালিকদের একাংশ 'ই-২০ জনতা পার্টি' নামে একটি ডিজিটাল নাগরিক মঞ্চ তৈরি করেছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে দিল্লির যন্তরমন্তরে 'হামারি গাড়ি, হামারা অধিকার' মঞ্চের ব্যানারে তাঁরা একত্রিত হয়ে সরকারের কাছে নীতিটি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির বিরোধিতা নয়, কিন্তু পর্যাপ্ত বিকল্পের ব্যবস্থা ছাড়াই E20 বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপভোক্তার নিজের পছন্দমতো জ্বালানি বেছে নেওয়ার অধিকার থাকা উচিত।

এই বিতর্কে রাজনৈতিক বিরোধীরা কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। কারণ, তাঁর পরিবারের সঙ্গে ইথানল-সংক্রান্ত ব্যবসার যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তবে এই যুক্তি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। পেট্রোলের সঙ্গে মিশ্রণের বাইরেও ইথানল বা ইথাইল অ্যালকোহল জীবাণুনাশক, জ্বালানি, বিভিন্ন কাশির সিরাপ, টনিক ও তরল ওষুধে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক শিল্প, সুগন্ধি, প্রসাধনী, রং, বার্নিশ, কালি, সাবান, আঠা এবং গবেষণাগারের নানা কাজেও ইথানলের ব্যবহার দীর্ঘদিনের। ফলে কেবল পেট্রোলের সঙ্গে এর সংযোগ থেকেই ইথানলের সামগ্রিক ব্যবহারকে বিচার করা যায় না।

একজন মানুষ কোনওভাবেই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না। তাই তাঁকে নির্ভর করতে হয় প্রচার, তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর। কিন্তু ই-২০ জ্বালানিকে ঘিরে সাধারণ মানুষ একেবারেই বিপরীতধর্মী বার্তার মুখোমুখি। একদিকে সরকারি প্রচারে বলা হচ্ছে, ইথানল মিশ্রিত জ্বালানিতে গাড়ির কোনও ক্ষতি হয় না, মাইলেজেরও উল্লেখযোগ্য হেরফের হয় না। 'ইন্ডিয়ান সুগার অ্যান্ড বায়ো এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন'-ও দাবি করছে, এই জ্বালানি সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্যদিকে, পরিবহণ ও পেট্রোলিয়ামমন্ত্রকের বক্তব্যেই স্বীকার করা হয়েছে, ই-২০ ব্যবহারে গাড়ির ধরন অনুযায়ী মাইলেজ কিছুটা কমতে পারে। এই পরস্পরবিরোধী বার্তাই সাধারণ ভোক্তার বিভ্রান্তির প্রধান কারণ।

এই প্রসঙ্গে একটি টুথপেস্ট প্রস্তুতকারী সংস্থার বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে। এক সময় তারা চারকোল দিয়ে দাঁত মাজাকে ক্ষতিকর বলে প্রচার করত। পরে বাজারের চাহিদা বদলাতেই সেই সংস্থাই চারকোলযুক্ত টুথপেস্টের উপকারিতা তুলে ধরতে শুরু করে। বাজার অর্থনীতিতে এ ধরনের পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। ব্যক্তিগত মালিকানা, অবাধ প্রতিযোগিতা, মুনাফার আকাঙ্ক্ষা এবং বিপণনের কৌশল মিলিয়ে প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি প্রায়ই নিজেদের সুবিধামতো প্রচার চালায়। ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত তথ্য বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে। ই-২০ বিতর্কেও সেই বিভ্রান্তির ছাপ স্পষ্ট। অনেকের অবস্থাই যেন অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো।

ইথানল আখ, ভুট্টা ও ধানের মতো বায়োমাস থেকে উৎপাদিত হয়। সেই কারণেই আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের উপর নির্ভরতা কমানো এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে পেট্রোলের সঙ্গে এটি মেশানো হচ্ছে। কিন্তু ইথানলের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হল, এটি সহজেই জল আকর্ষণ করে এবং ইঞ্জিনে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘদিন গাড়ি ব্যবহার না হলে ট্যাংকে আর্দ্রতা জমার সম্ভাবনা বাড়ে। কয়েকটি তেল বিপণন সংস্থাও এই বিষয়ে ব্যবহারকারীদের সতর্ক করেছে।

অটোমোটিভ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এআরএআই)-র পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যেসব গাড়ি মূলত E10-উপযোগী, সেগুলিতে দীর্ঘদিন E20 ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে ফুয়েল সিস্টেমের রাবারের কিছু অংশ, যেমন হোস, গ্যাসকেট, সিল এবং ও-রিং প্রভাবিত হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এক্সহস্ট ভালভে তাপজনিত ও যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনাও উল্লেখ করা হয়েছে। একইসঙ্গে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, E10-এর তুলনায় E20 ব্যবহারে জ্বালানির খরচ গাড়ি ভেদে প্রায় ২ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। সম্প্রতি কেন্দ্রও স্বীকার করেছে, ২০১৬ সালের আগে তৈরি কিছু বিএস-৩ গাড়ির রাবারের অংশ ও গ্যাসকেটে এর প্রভাব পড়তে পারে।

অন্যদিকে, ইথানল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির বক্তব্য, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ইথানল পাতন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। এতে কোনও অবশিষ্ট চিনি থাকে না। প্রয়োজনীয় ডিন্যাচারেন্ট মেশানো থাকে এবং সাধারণ পেট্রোলের তুলনায় এটি কম বাষ্প উৎপন্ন করে। তবে ইথানল সহজেই জল টেনে নেয় বলেই দীর্ঘদিন গাড়ি না চালালে কোল্ড স্টার্ট, ট্যাংকে মরচে বা আর্দ্রতাজনিত সমস্যার আশঙ্কা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এখানেই মধ্যবিত্ত গাড়ির মালিকদের বাস্তব সমস্যার কথা সামনে আসে। ভারতের বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিগত পেট্রোলচালিত গাড়ির মালিক চাকরিজীবী বা পেনশনভোগী। তাঁদের অনেকেই প্রতিদিন গাড়ি ব্যবহার করেন না। সপ্তাহে এক-দু'দিন পরিবারকে নিয়ে বেরোনোই তাঁদের প্রধান ব্যবহার। গাড়ি চালাতে জানলেও যান্ত্রিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে সার্ভিস সেন্টারের উপর নির্ভরশীল। ফলে দীর্ঘদিন গাড়ি না চালানোর কারণে কোল্ড স্টার্ট, ট্যাংকে আর্দ্রতা, অতিরিক্ত কার্বন নির্গমন বা মরচে পড়ার মতো সমস্যা তাঁদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা দিতে পারে।

ইথানল মিশ্রিত জ্বালানির উদ্দেশ্য নিয়ে আপত্তি নাও থাকতে পারে। পরিবেশ রক্ষা, তেল আমদানি কমানো কিংবা কৃষকের আয় বৃদ্ধি, সবই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে যদি বহু মধ্যবিত্ত গাড়ির মালিকের ব্যবহারগত বাস্তবতা উপেক্ষিত হয়, তবে সমস্যাও তৈরি হবে। তাই ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের পাশাপাশি ইথানলমুক্ত পেট্রোলেরও সীমিত পরিসরে বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হলে উপভোক্তার পছন্দের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং অযথা সংশয়ও অনেকটাই দূর হবে। এটাই সম্ভবত এই বিতর্কের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সমাধান।

(লেখক ভাস্কর এবং বাস্তুকার)

> ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য নিয়ে আপত্তি নেই, আপত্তি বাধ্যতামূলক ব্যবহারে। পরিবেশ রক্ষা, তেল আমদানি কমানো কিংবা কৃষকের আয় বৃদ্ধি জরুরি, কিন্তু সেই পথে গিয়ে গাড়ির মালিকের পছন্দের অধিকার খর্ব করা কতটা যুক্তিসংগত, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিশেষত পুরোনো গাড়ি, অনিয়মিত ব্যবহার এবং ই-২০'র সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে সংশয় এখনও কাটেনি। তাই ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে ইথানলমুক্ত জ্বালানির সুযোগ থাকুক। নীতি হোক পরিবেশবান্ধব, কিন্তু উপভোক্তার অধিকারও অটুট থাকুক।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পর্যটনমন্ত্রীর বাড়ি থেকে জনগণনা শুরু

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগরে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বাড়ি থেকে শনিবার জনগণনা কর্মসূচির সূচনা হল। পুরসভার প্রতিনিধি ও তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীরা মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে মন্ত্রী নিজেই 'সেল্ফ এনুমারেশন' ফর্ম পূরণ করেন। শংকর বলেন, 'এটি অত্যন্ত সহজ একটি পদ্ধতি। যে নির্দিষ্ট তথ্যগুলো চাওয়া হয়েছে, তা আমি সঠিকভাবে জমা দিয়েছি। আজকাল শহর থেকে গ্রাম, সব জায়গাতেই অধিকাংশ মানুষ স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। আমি বিশেষ করে ছাত্র ও যুবসমাজকে আহ্বান জানাব, তারা যেন এই কাজে এগিয়ে আসে এবং সাধারণ মানুষকে সাহায্য করে।' তিনি আরও বলেন, 'এখানে খুব সাধারণ কিছু তথ্য চাওয়া হচ্ছে। এই তথ্যগুলো সরকারের কাছে থাকলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করতে সুবিধা হবে।'

ডিজিটাল জনগণনার জন্য 'সেল্ফ এনুমারেশন'-এর সুযোগ রয়েছে। নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিবারের প্রাথমিক তথ্য জমা দিয়ে 'ইউনিক আইডি' তৈরি করা যায়। পরে পুরসভার কর্মীরা বাড়িতে এলে সেই আইডি দেখালে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে। প্রথম ধাপের হাউস লিস্টিংয়ে আবাসন ও জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত তথ্য নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত নথি বা আর্থিক তথ্য চাওয়া হচ্ছে না। প্রশাসন সূত্রে খবর, দুটি ধাপে জনগণনা হবে। প্রথমে বাড়ি তালিকাভুক্তকরণ বা হাউস লিস্টিং হবে। এরপর মূল ব্যক্তিভিত্তিক জনগণনা হবে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা বা আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। তাঁদের মতে, আগে থেকেই আরও সচেতনতামূলক প্রচার প্রয়োজন ছিল। প্রশাসনের আধিকারিকরা অবশ্য জানিয়েছেন, বিভ্রান্তি দূর করতে প্রচারে জোর দেওয়া হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

- শনিবার শিলিগুড়িতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বাড়ি থেকে জনগণনা কর্মসূচির সূচনা
- বাগডোগরাতেও জনগণনা কর্মসূচির সূচনা হয়, ইসলামপুরে প্রশিক্ষণ শিবির
- প্রথমে বাড়ি তালিকাভুক্তকরণ বা হাউস লিস্টিং হবে, এরপর মূল ব্যক্তিভিত্তিক জনগণনা

রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন এদিন মাটিগাড়া ব্লকে জনগণনা কর্মসূচির সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপক ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ রায় এবং আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পতাকা দেখিয়ে মন্ত্রী প্রচার গাড়িরও সূচনা করেন। ইসলামপুর বিডিও অফিসে মহকুমা শাসক রুশালি ক্লেরের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ শিবির হয়।

প্রশ্নের মুখে শিলিগুড়ি পুরনিগম

বহাল তবিয়তে বেআইনি নির্মাণ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ডের অবসানের পর শিলিগুড়ি পুরনিগম এখন প্রশাসকের দায়িত্বে। তবে তাতেও শহরে বেআইনি নির্মাণে লাগাম পরানো যায়নি। বরং অতীতে পুরনিগমের তরফে যে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি ফের স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, স্টেশন ফিডার রোডে সেই চিত্র ধরা পড়েছে। প্রশাসক বসার পর পুর কমিশনার যেভাবে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করেছিলেন, তা হঠাৎ কেন থমকে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী।

শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে একটি বহু পুরোনো বসতবাড়িকে রাতারাতি বাণিজ্যিক রূপ দিয়ে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার অভিযোগ উঠেছিল। পরে ২০২৪ সালের ২৭ জুন তৎকালীন মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগ ওই অবৈধ নির্মাণের একাংশ ভেঙে দেয়। বাকি অংশ ভেঙে ফেলার জন্য মালিকপক্ষকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, পুরনিগমের তৎকালীন এক শীর্ষ তৃণমূল পদাধিকারী এবং এক বিজেপি নেতা প্রায় তিন কোটি টাকার বিনিময়ে ওই নির্মাণকাজের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। বিষয়টি জানতে পেরেই মেয়র তা ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত থাকার পর সম্প্রতি ফের সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় দু'মাস ধরে রাতের অন্ধকারে কাজ করে নীচতলার দোকানগুলিতে লোহার শাটারও বসানো হয়েছে। সরকার বদলের পর মালিকপক্ষ নতুন করে প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এই কাজ করছে বলে অভিযোগ। দ্রুত এই অবৈধ কারবার বন্ধের আর্জি জানিয়ে সম্প্রতি শেঠ শ্রীলাল মার্কেটেরই এক ব্যবসায়ী পুরনিগমে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

দমকলকেন্দ্র সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর বেআইনি নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সরকারি জায়গা ও নিকাশিনালা দখল করে সেখানে ম্যাট পেতে চেয়ার-টেবিল বসিয়ে ব্যবসা করার অভিযোগ ছিল এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এক মাস কাটতে না কাটতেই রেস্তোরাঁটি ফের পুরোনো ছন্দে ফিরেছে। ভেঙে দেওয়া অংশ মেরামত করে দিব্যি ব্যবসা চলছে সেখানে।

শহর শিলিগুড়িতে ফের অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মেয়র গৌতমের বক্তব্য, 'বেআইনি নির্মাণ ছিল বলেই ওই ভবনটি ভেঙে দিয়েছিলাম। আবার নির্মাণের ঔদ্ধত্য তারা কোথা থেকে পাচ্ছে? পুরনিগমের বর্তমান প্রশাসকের বিষয়টি দেখা উচিত।'

অন্যদিকে, প্রশাসক বোর্ড বসার পর গত ১১ জুলাই পুর কমিশনারের উপস্থিতিতে স্টেশন ফিডার রোডের সবকিছু জেনেও পুরনিগম বা পুর প্রশাসক কিংবা কমিশনার কেন নীরব, তা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এই রহস্যজনক নীরবতার কারণ জানতে পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা এবং পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা কেউ ফোন ধরেননি। ফলে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডাম্পার বাজেয়াপ্ত

নকশালবাড়ি, ১ অগাস্ট : বোল্ডার পাচারের অভিযোগে শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ি সাতভাইয়া টোল প্লাজায় একটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককে। ধৃত মহেশ শাহ কালচিনির নিন্তির বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে বোল্ডারবোঝাই ডাম্পারটি নকশালবাড়ি হয়ে খড়িবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় সেটি আটক করে নথি দেখতে চাওয়া হয়। চালক বোল্ডার নিয়ে যাওয়ার কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় ডাম্পারটি বাজেয়াপ্ত করার পাশপাশি চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : নাবালিকার আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও তুলে তা ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম আদিত্য রায়। তিনি ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। শনিবার নাবালিকার পরিবার আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে পুলিশ এদিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : পোড়াঝাড়ে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগাওয়ার মেগা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শনিবার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। এদিন পোড়াঝাড় এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ৫০০টিরও বেশি চারাগাছ লাগানো হয়।

সব খেলার সেরা... আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগর মাঠে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

শিল্পতালুকের সভায় আশ্বাস পর্যটনমন্ত্রীর

শিল্পে বিনিয়োগে নতুন নীতি

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : শিল্পে সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি ও ফাইল আটকে রাখার প্রবণতা আর বরদাস্ত করা হবে না। শনিবার ডাবগ্রাম শিল্পতালুকে জলপাইগুড়ি ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শিল্পপতিদের এই বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'আপনারা শুধু আইন মেনে সমস্ত কাজ করুন। বাকি কেউ কোথাও থেকে বিরক্ত করার চেষ্টা করলে আমাকে জানান। সে যেই হোন না কেন, আমি তাঁর এমন হাল করব যে আর কোনওদিন এসব করার সাহস পাবে না।'

সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি নিয়ে বার্তা

আগের ১৫ বছরের সরকারের আমলে শিল্পক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলে শংকর দাবি করেন। শিল্পের বেহাল অবস্থার জন্য সেই সময়ের বেআইনি কার্যকলাপকেই তিনি দায়ী করেন। পাশাপাশি, রাজ্যে নতুন শিল্পনীতি তৈরি হচ্ছে এবং শীঘ্রই তা ঘোষণা করা হবে বলে জানান। তার আগে উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিদের মতামত নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য, নয়া শিল্পনীতি সব পক্ষকেই খুশি করবে।

সভায় শিল্পপতিদের তরফে শিল্প স্থাপনে এক জানলা ব্যবস্থা চালু, শিল্পতালুকে নির্মীয়মাণ ফেজ ৩, ৪ এবং ৫-এর কাজ দ্রুত শেষ করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

- শিল্পে সিন্ডিকেটরাজ বন্ধে কড়া বার্তা দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ
- উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিদের মতামত নিয়েই নতুন শিল্পনীতি তৈরি হবে
- ফাইল আটকে রাখা বন্ধ করে বিনিয়োগে সহযোগিতার আশ্বাস মন্ত্রীর

শিল্প স্থাপনের আবেদন করার পর দীর্ঘদিন ফাইল পড়ে থাকায় শিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে বলেও তাঁরা মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। প্রথম থেকেই শিল্পপতিদের নির্ভয়ে বিনিয়োগে শংকর আহ্বান জানান।

পূর্বতন সরকারের শিল্পনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বিগত সরকারের শিল্প স্থাপনের ইচ্ছাশক্তি ছিল না। শুধু শিল্প সম্মেলন, সিনার্জির নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, মউ চুক্তি হয়েছে। কিন্তু শিল্প আসেনি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' বর্তমান সরকার শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করছে বলেও তিনি দাবি করেন। দক্ষিণবঙ্গে জমির সমস্যা থাকলেও উত্তরবঙ্গে প্রচুর জমি রয়েছে। এখানে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি গাড়ি প্রস্তুতকারী শিল্পও হতে পারে বলে মন্ত্রী জানান।

শিল্পপতিদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'রুল অফ ল' বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা শুধু আইন মেনে শিল্পে বিনিয়োগ করুন। কোনও ফাইল আর পড়ে থাকবে না।' শিল্পপতিদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, জমি, বিদ্যুৎ, এক জানলা ব্যবস্থা, উৎসাহ ভাতা সহ বিভিন্ন বিষয় মিলিয়ে নতুন নীতি তৈরি হচ্ছে। আগামী পাঁচ বছরে ডাবল ইঞ্জিন সরকার উত্তরবঙ্গের সমস্ত চাহিদা পূরণ করবে বলেও তিনি দাবি করেন। সভায় সংগঠনের সভাপতি মোহন দেবনাথ, সহ সভাপতি রতন বিহানি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসপি'র দপ্তরে আইনজীবীরা

ইসলামপুর, ১ অগাস্ট : বেসরকারি নার্সিংহোমে এক প্রসূতির মৃত্যুর পর দশদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই অভিযোগে শনিবার আদালত ছেড়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপারের দপ্তরে হাজির হলেন ইসলামপুর কোর্টের আইনজীবীরা। মৃতার বোন পেশায় আইনজীবী হওয়ায় এদিন বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সরাসরি পুলিশ সুপারের দপ্তরে গিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানান।

গত ২১ জুলাই ইসলামপুরের চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে বন্যা দত্তশর্মা (৩৭) নামে ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পরদিন ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতার পরিবার। মৃতার বোন ইতি শর্মা বিষয়টি ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনেও জানান। আইনজীবীদের অভিযোগ, থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর এতদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশের তরফে এখনও কোনও মামলা রুজু করা হয়নি।

ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ জানান, ইসলামপুর থানার আইসি-কে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে শনিবার তাঁরা এসপি-র সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। তবে, এদিন পুলিশ সুপার দপ্তরে না থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপার সঙ্গে দেখা করে তাঁরা যাবতীয় অভিযোগ জানান।

অন্যদিকে এই বিষয়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী সরাসরি কোনও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এভাবে মামলা রুজু করা যায় না।' তিনি আরও জানান, বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যেই সিএমওএইচ-কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সিএমওএইচ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। সেই কমিটির তদন্ত রিপোর্টে কারও গাফিলতি প্রমাণিত হলে তবেই নিয়ম মেনে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কোনটা যে কিনি... বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

অভিযান

খড়িবাড়ি, ১ অগাস্ট : বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় চোলাইয়ের বিরুদ্ধে শনিবার অভিযান চালায় পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে হাতিডোবা গ্রামের ৪টি বাড়িতে চোলাইয়ের ঠেকে হানা দেয় পুলিশের একটি দল। অভিযানে প্রায় ১০০০ লিটার চোলাই ও চোলাই তৈরির সামগ্রী নষ্ট করা হয়েছে। যদিও পুলিশের অভিযানের আগে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় মূল অভিযুক্তরা।

লরির তাণ্ডবে মৃত্যু, আহত ৭

উত্তেজিত জনতার হাতে নিগৃহীত পুলিশ ও দমকলকর্মী

রায়গঞ্জ, ১ অগাস্ট : অনিয়ন্ত্রিত গতি আর ট্রাফিক নজরদারির চরম গাফিলতিতে ফের রক্তাক্ত হল জাতীয় সড়ক। একটি বালিবোঝাই লরির বেপরোয়া তাণ্ডবে প্রাণ হারালেন এক টোটোযাত্রী। গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অন্তত সাতজন। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ থানার বারদুয়ারি এলাকার পুরোনো ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। উত্তেজিত জনতা ঘাতক লরিটিতে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি চালককে বেধড়ক মারধর করে। ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে পরিস্থিতি সামলাতে আসা পুলিশ ও দমকলকর্মীদের ওপর। উত্তেজিত ভিড়ের হাতে একাধিক পুলিশ ও দমকলকর্মী নিগৃহীত হন বলে অভিযোগ।

এদিন সন্ধ্যায় একটি বালিবোঝাই লরি প্রচণ্ড গতিতে রায়গঞ্জের দিকে আসছিল। বারদুয়ারি এলাকায় পৌঁছাতেই লরিটি পর পর তিনটি টোটো এবং একটি বাইককে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সংঘর্ষের তীব্রতায় টোটো তিনটি দুমড়ে-মুচড়ে সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুর্লভ বর্মন বলেন, 'চোখের নিমেষে তিনটি টোটো ও একটি বাইককে পিষে দিয়ে লরিটি চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করছিল। আমরা তাড়া করে ৫০০ মিটার দূরে ঘাতক গাড়িটিকে ধরে ফেলি।'

দুর্ঘটনার পরপরই আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা এক ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দীপক ধর (৫০)। তিনি কলকাতার টালিগঞ্জের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের বন্দর এলাকায় মামার বাড়িতে একটি পারিবারিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। মৃতের স্ত্রী রূপা ধর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'রবিবার বাড়িতে মৎস্যমুখের অনুষ্ঠান ছিল। বাজার করতেই আমরা টোটোতে চেপে বারদুয়ারি হাটের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু লরিটি বেপরোয়া গতি নিমেষের মধ্যে সব শেষ করে দিল।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলে পুলিশ ও আহতদের পরিজনরা। শনিবার।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, আহত সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় জখম অন্তত দশজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করার জরুরি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সরকারি হাসপাতালে পরিষেবায় বিতর্ক

উত্তরের সব মেডিকেলে সেবা ভারতী

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী সহায়তাকেন্দ্র খোলার উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) শাখা সংগঠন উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি নির্দিষ্ট ঘর ব্যবহার করে এই পরিষেবা শুরু করেছে তারা। সংগঠনের দাবি, রোগী হয়রানি এবং দালালচক্র রুখতেই তাদের এই উদ্যোগ। তবে সংগঠনের তরফে সেবামূলক কাজের কথা বলা হলেও, সরকারি হাসপাতালে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনকে এভাবে জায়গা দেওয়া নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

সেবা ভারতীর দাবি, সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করাতে এসে দূরদূরান্তের রোগীরা প্রায়শই দালালদের খপ্পরে পড়েন। অনেক সময় দালালদের টাকাও দিতে হয় রোগীর আত্মীয়দের। এই হয়রানি বন্ধ করতে এবং সংগঠনের সেবামূলক কাজ আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঈশোর বলছেন, 'সেবা ভারতীর তরফে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল যে, তারা স্বেচ্ছায় এবং বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের সহায়তা করতে চায়। উদ্যোগটি ভালো হওয়ায় তাদের একটি ঘর দেওয়া হয়েছে।' তবে আগামীতে অন্য কোনও সংস্থাকে এধরনের পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

> আগামীদিনে প্রত্যেক সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।
>
> **অংশু রায়** *কার্যালয় প্রমুখ, উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী*

অন্যদিকে, সেবা ভারতীর এই পদক্ষেপের নেপথ্যে আরএসএস-এর মতাদর্শ প্রচারের চেষ্টা দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ডিএসও নেতা হিরণ্ময় রায় বললেন, 'সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি সংস্থাকে কাজ চালানোর জন্য ঘর দেওয়ার আইনি বৈধতা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। রোগী সহায়তার নামে হাসপাতালে ধর্মীয় কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে তার দায় কে নেবে?' তাঁর আশঙ্কা, এর মাধ্যমে হাসপাতালে আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা হতে পারে এবং আগামীতে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী কিংবা খাবার সরবরাহের মতো নানা কাজের বরাতও তারা দাবি করতে পারে।

সংগঠনের দাবি, অতীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের বাইরে তাদের দু-একজন সদস্য সাধারণ টেবিল নিয়ে বসতেন, কোনও পোস্টারও থাকত না। তবে এবার চিত্রটা বদলেছে, হাসপাতালের ভেতরেই তারা নির্দিষ্ট ঘর পেয়েছে। বিতর্ক প্রসঙ্গে সেবা ভারতীর উত্তরবঙ্গের কার্যালয় প্রমুখ অংশু রায়ের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালরাজ চলছে, রোগীদের অনেক হয়রানি পোহাতে হয়। আমরা কেবল রোগীদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছি। আগামীদিনে প্রত্যেক সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে এই পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

রাতভর বৃষ্টিতে জলবন্দি জলপাইগুড়ি শহর

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১ অগাস্ট : শুক্রবার রাত থেকে একটানা বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় ১১টি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। দুর্ভোগের জন্য শহরের বাসিন্দারা অতিবৃষ্টির পাশাপাশি বেহাল নিকাশি ব্যবস্থাকেই দুষছেন। প্রাতঃবিভাগের স্কুল পড়ুয়ারা সব চেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টি কমলে জমা জলও নামতে শুরু করে। দুপুরের পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ ওঠে। একইভাবে অতিবৃষ্টিতে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি পুর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

শুক্রবার মধ্যরাত থেকেই জলপাইগুড়ি শহরে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়। শনিবার ভোর থেকে তা মুষলধারে নামে। কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে পান্ডাপাড়া, নয়াবস্তি, স্টেশন রোড, কদমতলা, ডিবিসি রোড, মহামায়াপাড়া, কংগ্রেসপাড়া, তিন নম্বর গুমটি, নিউটাউনপাড়া, নিউ সার্কুলার রোড, আনন্দপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকায় রাস্তায় প্রায় হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যায়। কদমতলা মোড় থেকে তিন নম্বর গুমটি হয়ে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা জমা জলের কারণে বেশ কিছু সময় কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অতিবৃষ্টির জেরে একাধিক স্কুলের প্রাতঃবিভাগে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও অন্যদিনের তুলনায় কম ছিল। যারা স্কুলে এসেছিল, তাদেরও রাস্তায় জমা জলের কারণে সমস্যায় পড়তে হয়।

পান্ডাপাড়া পার্ক মোড়ের বাসিন্দা আনন্দ মাহাতো বলেন, 'আমার ভাগ্নি সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে পড়ে। জমা জলের কারণে এদিন সকালে আমি তিন নম্বর গুমটি দিয়ে যেতে পারিনি। আমাকে ঘুরে আদরপাড়া এক নম্বর গুমটি হয়ে যেতে হয়েছে। জানি না শহরের এই জল জমার জমার সমস্যা কবে মিটবে।' জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'হঠাৎ করে একসঙ্গে বেশি

বৃষ্টি হলে কলকাতা, মুম্বইয়ের মতো শহরেও জল জমে যায়। আমাদের এখানে এখন আর আগের মতো জলনিকাশির সমস্যা নেই। সমস্ত উঁচু নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে। যে কারণে অতিবৃষ্টিতে এদিন সকালে শহরের কিছু ওয়ার্ডে জল জমলেও পরবর্তীতে সব জায়গা থেকেই জল নেমে গিয়েছে।'

অতিবৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমার সমস্যা অবশ্য দীর্ঘদিনের। একটা সময় বৃষ্টি থেমে গেলেও জল নামতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যেত। নিকাশি ব্যবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভালো হলেও সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি, শনিবার সকালের পরিস্থিতিই তার প্রমাণ।

আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়িতে ৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বললেন, 'এই মরশুমে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে ৯৫ মিলিমিটার বৃষ্টিতেই শহরের বহু এলাকায় জল জমে যায়। তবে সকাল ১১টার পর বৃষ্টি থামলে প্রধান সড়কগুলি থেকে জল নামতে শুরু করে। সেচ দপ্তর গদাধর ক্যানালের গভীরতা ৩ থেকে ৪ ফুট বাড়িয়েছে। তাই শহরের সমস্ত এলাকার জল ক্যানাল দিয়ে পাঙ্গা নদীতে চলে যাওয়ায় নিকাশিতে সুবিধা হয়েছে।'

মাঝরাতের বৃষ্টিতে ধূপগুড়ি শহরের ৩, ৯, ১০, ১৫ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু নীচু এলাকায় জল জমে। তবে দুপুরে বৃষ্টি থামার দু'ঘণ্টার মধ্যেই জল দাঁড়ানোর সমস্যা মিটে যায়। ময়নাগুড়ি শহরের ৪ এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকাতেও জল জমে। চার নম্বর ওয়ার্ডের পাওয়ার হাউস সংলগ্ন এলাকায় কয়েকটি নিকাশিনালা দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বন্ধ থাকায় ৫ থেকে ৬টি বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক প্রধান বলেন, 'কয়েক ঘণ্টা ভারী বৃষ্টিপাত হলেই এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যায়। বহুবার পুরসভা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

দুপুরের পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে, কালিঝোরার তিস্তা লো ড্যাম থেকে সকাল ৭টায় ১৭২০ কিউমেক এবং সকাল ১১টায় ১৩৫১ কিউমেক জল ছাড়া হয়। গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ থেকেও সকাল ১১টায় ১৫৭০ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছিল। তিস্তা মহানন্দা লিংক ক্যানাল থেকে ৫৫ কিউমেক জল ছাড়া হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রেলগাড়ি ঝমাঝম...
আলিপুরদুয়ারে ডিমা সেতুর ওপর মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন দিনহাটার অর্ণব দেব।

ইস্টবেঙ্গল দিবসে ছিন্নমূল প্রসঙ্গ মন্ত্রীর মুখে

কথা হল না শংকর-গৌতমের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখোমুখি হলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। তবে কেউ কারও সঙ্গে কথা বললেন না।

এমনটা ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত, তা নিয়ে চর্চা চলছে।

এবিষয়ে গৌতমের বক্তব্য, 'গাড়িতে থাকার কারণে হয়তো দেখতে পাননি। ওঁর (শংকর) বয়স কম। আগামীদিনে আরও অনেক দূরে যাবেন। ছোট শহর। মাঝে মাঝে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়। সংগঠনটির তরফে আমাকে জানানো হয়েছিল। তাই গিয়েছিলাম।' শংকরের এ প্রসঙ্গে বক্তব্য মেলেনি। দুজন যখন একে অপরকে পাশ কাটালেন, তখন অবশ্য কেউ গাড়িতে ছিলেন না।

২৯ জুলাই বাঘা যতীন পার্কের সামনে মোহনবাগান দিবসে শংকর জানিয়েছিলেন, সেই ধরনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব থাকলে তিনি খুশি হতেন। সংস্থাগুলিও যেন তাঁকে ডাকা মানে প্রাক্তন কোনও নেতা, মন্ত্রীকে ডাকা যাবে না, এমনটা না ভাবে। তবে শনিবার ইস্টবেঙ্গল দিবসে দেখা গেল অন্য ছবি। শংকর ঘোষ যখন কর্মসূচি সেরে ইস্টবেঙ্গল লেন ধরে প্রধান রাস্তায় বেরোচ্ছেন, সেসময় ওই অনুষ্ঠানে ঢোকেন গৌতম দেব। গেটে প্রায় মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই নেতা। তবে সেসময়ে শুভেচ্ছা বিনিময় তো দূর, তাঁদের একে অপরের দিকে তাকাতে দেখা যায়নি।

এদিন ইস্টবেঙ্গলের কেক কেটে, পতাকা তুলে দিনটি পালন করা হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুইমিং পুলের পাশে ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের তরফে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে শংকর ছিন্নমূলদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। দেশভাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি দলটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল, তা সমর্থকদের জানা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন। শংকরের বক্তব্য, 'কেন তৈরি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল, তা সবার জানা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গজুড়ে ছিন্নমূলদের বসতি, বড় হয়ে ওঠা, তার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। ক্লাবের ইতিহাসের সঙ্গে মাঠের লড়াইয়ে ক্লাবটি তার পরিচয় বারে বারে দিয়েছে।'

এদিকে, রবিবার শিলিগুড়িতে আসছেন রাজ্যের পুর এবং নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শংকর এদিন জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংস্কারের বিষয়ে অগ্নিমিত্রার সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্যের হাতে স্টেডিয়াম নিয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান শংকর। শংকর বলেন, 'পদ্ধতিগত কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করে এই স্টেডিয়ামকে কীভাবে আরও সুন্দর করা যায়, তা দেখব।' কাঞ্চনজঙ্ঘায় ডার্বি এবং আইএসএলের খেলা কীভাবে আনা যায়, সেই বিষয়েও বিধায়ক হিসাবে যা করণীয়, তা দেখবেন বলে জানিয়েছেন শংকর।

ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয়ে আরও কিছু কাজ করতে চাইলে তিনি বর্তমান সরকারকে তাঁর পরামর্শ দেবেন বলে জানিয়েছেন গৌতম দেব।

গৌতম দেবকে সংবর্ধনা। শনিবার শিলিগুড়িতে।

জঙ্গলে ঢেকেছে স্বপ্নের শিল্পতালুক

ফাইলবন্দি উত্তর

জঙ্গল, আগাছায় ঢেকেছে ইসলামপুরের ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুক। অথচ ১৮ বছর ধরে শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতিতে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন উদ্যোক্তারা। প্রতিশ্রুতি মিলেছে, তবে শিল্প আসেনি।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১ অগাস্ট : চারদিকে আগাছা আর জঙ্গল। মরচে ধরা পানীয় জলের পাইপ, লতাপাতায় ঢেকে থাকা ট্রান্সফর্মার, ভাঙাচোরা শৌচাগার, কার্যত অচল রাস্তা। কোথাও সাপের আনাগোনা, কোথাও বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল। এটাই ইসলামপুরের ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুকের বর্তমান চেহারা।

অথচ এই প্রকল্প ঘিরে গত ১৮ বছরে একের পর এক সরকারের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। উদ্বোধন হয়েছে দু-দু'বার। কিন্তু শিল্প আসেনি। উলটে জমি নিয়ে বসে থাকা উদ্যোক্তাদের প্রতি বছর গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ।

২০০৮ সালে শিল্পতালুকের শিলান্যাস হয়। পরে সরকার বদলের পর ফের নতুন করে উদ্বোধন হয়। দুই আমলেই শিল্পায়নের বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে শিল্পের পরিবেশ তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এক সময় শিল্পতালুকে ব্যবসার জন্য কিছু স্টল দেওয়া হয়েছিল। যদিও ক্রেতার অভাবে স্টল অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ঘরগুলির জীর্ণদশা। ইলুয়াবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শংকর কুণ্ডু জমির একপাশে দাঁড়িয়ে আঙুল উঁচিয়ে বলছিলেন, 'ওই দেখুন সাপ কীভাবে চলাচল করছে। আজও জঙ্গল সাফাই হল না। কেউ ২০ কাঠা, কেউ তারও বেশি জমি লিজে সরকারের কাছ থেকে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যবসায়ীরা জমি বাবদ সরকারকে দিয়েছেন। কিন্তু শিল্পের পরিবেশ তৈরি না হওয়ায় আমরা হতাশ।'

শুধু জমির মূল্যই নয়, প্রতি বছর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও টাকা দিতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের। অথচ ব্যাংকঋণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র সহ একাধিক সরকারি অনুমোদনের জট কাটছে না। ফলে বহু উদ্যোক্তার ক্ষুদ্র শিল্প গড়ার স্বপ্ন কাগজেই আটকে রয়েছে। শংকরের কথায়, 'নতুন সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমাদের আস্থা আছে। দেখা যাক কী হয়।'

দীর্ঘদিন জমি সংক্রান্ত জটিলতাও শিল্পতালুকের অগ্রগতিতে বড় বাধা ছিল। গত দু'বছরে জেলা শিল্পকেন্দ্রের উদ্যোগে সেই জট অনেকটাই কেটেছে। সংগঠনের দাবি, জমির পরিমাণ অনুযায়ী কেউ ২৫ লক্ষ, কেউ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি কোষাগারে জমা করেছেন। কারও লিজ ৯৯ বছরের, কারও ৩৩ বছরের। নির্দিষ্ট সময়ে টাকা জমা দিতে না পারায় অনেককে অতিরিক্ত অর্থও গুনতে হয়েছে।

বর্তমানে শিল্পতালুক ঘুরে দেখা গেল, পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। শৌচাগারের অবস্থা বেহাল। রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে। যদিও একটি সংস্থা পরিকাঠামো উন্নয়নের বরাত পেয়েছে। কিন্তু কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের দাবি, জেলা প্রশাসনের বৈঠকেও সেই অভিযোগ জানানো হয়েছে।

জেলা শিল্পকেন্দ্রের আধিকারিক সুরজিৎ দাস সমস্যার কথা অস্বীকার করেননি। তাঁর বক্তব্য, 'সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে জেলা স্তরের একটি বৈঠক হয়েছে। যে এজেন্সি কাজ করছে, তাদের কাজ নিয়ে ব্যবসায়ীরা কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন। আমরা বিষয়টি দেখছি। তবে আগের তুলনায় শিল্পতালুকের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে, এটুকু বলতে পারি। কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। শীঘ্রই সেগুলিরও সমাধান হয়ে যাবে। রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আমার কিছু জানা নেই। ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট অভিযোগ জানালে অবশ্যই খতিয়ে দেখব।'

গত ১৮ বছরে সরকার বদলেছে, শাসক বদলেছে, বদলেছে স্লোগানও। কিন্তু ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুকে শিল্পের চাকা আজও ঘোরেনি। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অপেক্ষায় থাকা উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন, প্রতিশ্রুতির শিল্পতালুক কি কোনওদিন সত্যিই শিল্পের ঠিকানা হয়ে উঠবে?

বেহাল দশা ইসলামপুর ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুকের।

ফোন হারালে জানান ব্যাংকেও

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : অনলাইন লেনদেনের সূত্রে প্রতিটি মোবাইলের সঙ্গেই এখন যুক্ত রয়েছে ব্যাংকের তথ্য। এই পরিস্থিতিতে মোবাইল হারালে অবৈধ লেনদেনের একের পর এক অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। এই নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের শীর্ষকর্তারা। ফলে, এই প্রবণতা আটকাতে নাগরিকদের সচেতন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রোপলিটান পুলিশ।

বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া মোট ৪৯ মোবাইল উদ্ধার করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। শনিবার সেগুলি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় এব্যাপারে বার্তা দেন শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রবীর দত্ত। প্রকৃত মালিকদের উদ্দেশে সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে প্রবীর বলেন, 'মোবাইল খোয়া যাওয়ার পর থানায় ডায়েরি করে গিয়েছেন প্রকৃত মালিক। পরে দেখা যায়, তার মোবাইল থেকে বেমালুম লেনদেন হয়েছে। তাই, মোবাইল হারালে ব্যাংকেও জানানো প্রয়োজন।' সাইবার ক্রাইম থানা সূত্রে খবর, প্রতিমাসে এমন অভিযোগ আসছে। এব্যাপারে আরও প্রচার বাড়ানো হবে।

পার্কিং নিয়ে মন্ত্রীকে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : অবৈধ পার্কিংয়ের অভিযোগ জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের বাংলোর সামনের এবং বিএসএনএল অফিসের পাশের বাসিন্দারা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিএসএনএল অফিসের সামনে থেকে প্রধান রাস্তার উপর অনেকেই গাড়ি পার্ক করে রাখেন। ফলে বাড়িতে ঢোকা ও বের হতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি জানালে তাঁদের বাইরের লোক বলে তোপ দাগা হয় বলেও অভিযোগ। শনিবার সুইমিং পুলের পাশে ইস্টবেঙ্গল দিবস পালনের অনুষ্ঠানে গেলে কয়েকজন মহিলা মন্ত্রীকে বিষয়টি জানান। অভিযোগ শুনেই শংকর ফোনে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন।

শ্বশুরবাড়িতে ডেকে 'খুন' জামাইকে

গোয়ালপোখর, ১ অগাস্ট : গোয়ালপোখর থানার সিগনাথ এলাকায় শনিবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় এক তরুণের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম সাব্বির আলম (১৯), বাড়ি চাকুলিয়া থানার বেলবাড়ি এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পনা করে সাব্বিরকে নৃশংসভাবে খুন করার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাত মাস আগে সিগনাথের বাসিন্দা নারিজা খাতুনের সঙ্গে সাব্বিরের বিয়ে হয়। তবে প্রথম থেকেই সংসারে অশান্তি লেগে ছিল। সাব্বিরের পরিবারের দাবি, বিয়ের দু'মাস পরই ঘুমন্ত অবস্থায় সাব্বিরকে বালিশ চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন নারিজা। এরপর সালিশি সভার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা হলেও, সাতদিন আগে তিনি ফের বাপের বাড়ি চলে যান।

- বিয়ের দু'মাস পর ঘুমন্ত অবস্থায় সাব্বিরকে বালিশ চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করায় অভিযুক্ত নারিজা
- সাব্বিরের পুরো শরীর বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল এবং গোপনাঙ্গে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে বলে দাবি
- মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে শ্বশুরবাড়ির ৮ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের

অভিযোগ, শুক্রবার সাব্বিরের শ্বশুর মাসরাইল ও শাশুড়ি নার্গিস মিলে ফোন করে জামাইকে জানান যে নারিজার শরীর খারাপ এবং ঝাড়ফুঁকের জন্য শ্বশুরবাড়ির ভিটের এক মুঠো মাটি লাগবে। শ্বশুরের কথায় বিশ্বাস করে শুক্রবার সন্ধ্যায় মাটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যান সাব্বির। এরপর রাত তিনটে নাগাদ সাব্বিরের মৃত্যুর খবর পৌঁছায় তাঁর বাড়িতে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাব্বিরের আত্মীয়রা দেখতে পান, তাঁর পরনে কোনও পোশাক ছিল না। মৃতের দাদা ফারুক আলমের অভিযোগ, ভাইয়ের পুরো শরীর বিবস্ত্র অবস্থায় ছিল এবং গোপনাঙ্গে একাধিক মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। এটি স্পষ্ট খুনের ঘটনা। সাব্বিরের মা নুরফুল খাতুন কান্নায় ভেঙে পড়েন। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে শ্বশুরবাড়ির ৮ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শ্বশুর মাসরাইল ও স্ত্রী নারিজাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তবে বাকিরা গা-ঢাকা দিয়েছেন।

মদ বাজেয়াপ্ত

বাগডোগরা, ১ অগাস্ট : বাগডোগরা থেকে মদ নিয়ে বিহারে পাচারের আগেই বাগডোগরা স্টেশন মোড়ে গ্রেপ্তার করা হয় অজিত কুমার (১৯) নামে এক মদ পাচারকারীকে। ধৃতের ব্যাগ থেকে ৮০টি পাউচ প্যাকেট মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। অজিতের বাড়ি পূর্ণিয়ায়। রবিবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হবে।

নকশালবাড়িতে হেলথ ইউনিটের উদ্বোধন

এক ছাদের তলায় ১০০ পরীক্ষার সুযোগ

নকশালবাড়ি, ১ অগাস্ট : শনিবার নকশালবাড়ি ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

তৃণমূল জমানায় কাজ শুরু হলেও ফান্ডের অভাবে দীর্ঘ আট মাস এই ইউনিটের ভবন তৈরির কাজ বন্ধ ছিল। এবার থেকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালেই বিনামূল্যে রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। কিডনি এবং লিভারের নানা পরীক্ষাও ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের ল্যাবে বিনামূল্যে করা যাবে।

রোগীর মোবাইল নম্বরেই পৌঁছে যাবে সমস্ত রিপোর্ট। তিনতলা এই ব্লক হেলথ ইউনিটে এক ছাদের তলায় একশো রকমের বিভিন্ন পরীক্ষা করা যাবে। যার জন্য কর্মী রয়েছেন মাত্র চারজন। এর মধ্যে দুজন স্থায়ী মেডিকেল টেকনলজিস্ট, আর দুজন একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সেখানে কর্মরত। শীঘ্রই আরও দুজন স্থায়ী মেডিকেল টেকনলজিস্ট নিয়োগ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

- ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের তিনতলা ভবন তৈরিতে ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে
- এখানে লিপিড প্রোফাইল থেকে সুগার, থাইরয়েড সহ রক্তের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা যাবে
- রোগীর মোবাইল নম্বরে পৌঁছে যাবে সমস্ত রিপোর্ট

এদিন নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের পাশেই এই ব্লক হেলথ ইউনিটের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ, বিডিও প্রণব চট্টরাজ, নকশালবাড়ি থানার ওসি অজয় সিং সহ অন্যরা। এদিন মন্ত্রী বলেছেন, 'আর বাইরে থেকে রোগীদের টাকা দিয়ে টেস্ট করাতে হবে না। তিনতলা ভবন তৈরিতে ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ২০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি রয়েছে এই ভবনে। লিপিড প্রোফাইল থেকে সুগার, থাইরয়েড সহ রক্তের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা হবে এখানে। আগে এত পরিমাণ রক্তের পরীক্ষা এই হাসপাতালে হত না। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যকে আরও বেশি মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার কাজ করছে। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড খুব তাড়াতাড়ি সাধারণ মানুষ পাবেন। রাজ্য বাজেট অনুযায়ী উত্তরবঙ্গে এইমস হবে।'

তিনি বলেন, 'আগে এই হাসপাতালের খাবার নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল।' যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁদের সর্তক করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

গ্রেপ্তার ২

বাগডোগরা, ১ অগাস্ট : ২৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ আইজুল, মহম্মদ সফিউল। তাঁরা ফাঁসিদেওয়ার মুন্সিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে রাঙ্গাপানির ধজুজোতের পুরোনো জলের কারখানায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে শনিবার শিলিগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থায় জমেছে জল।

প্রশাসনের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন

মহাসড়কে গর্তে জল, ভোগান্তি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১ অগাস্ট : এশিয়ান হাইওয়ে-২ ধরে এগোনোর চেষ্টা করলেই বোঝা যায় জীবনের ঝুঁকি ঠিক কতটা! বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ি পর্যন্ত দীর্ঘ সার্ভিস রোড এখন মারণফাঁদ হয়ে উঠেছে। রাস্তার পিচের চাদর উঠে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাথরকুচি। যেখানে একটু অসাবধান হলেই বাইকের চাকা পিছলে ঘটছে দুর্ঘটনা। কোথাও মস্ত গর্ত, কোথাও আবার উড়ালপুলের ভেঙে পড়া নর্দমার পাইপ বেয়ে অনবরত চুইয়ে পড়ে জল। নিকাশি ব্যবস্থা অপরিকল্পিত হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই সার্ভিস রোড নদী রূপ নেয়। তার ওপর ফুটপাথ ঢেকেছে আগাছার ঝোপঝাড়ে। ফলে বেপরোয়া গাড়ি চলাচলের মাঝেই প্রাণ হাতে করে মূল রাস্তা দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছেন স্থানীয় থেকে পথচারীরা।

সম্প্রতি এক দুর্ঘটনার চরম সাক্ষী হন গোঁসাইপুরের শিবু বর্মন। আপার বাগডোগরা থেকে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে হাসপাতাল মোড় ও বিহার মোড়ের মাঝখানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়েন তিনি। শিবুর কথায়, 'সার্ভিস রোডের পিচের চাদর উঠে গিয়ে নকুলদানার আকারের পাথরকুচি পুরো সার্ভিস রোডে থাকায় দুই চাকার বাহন নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।' একই সুর স্থানীয় ব্যবসায়ী ধীরেন দে'র গলাতেও। তিনি বললেন, 'এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।'

বৃষ্টি নামলে দুর্ভোগ আরও বাড়ে। স্থানীয় সুদীপ্ত ঘোষের কথায়, 'বৃষ্টি হলেই বিহার মোড়ে সার্ভিস রোড নদীর আকার ধারণ করে। অপরিকল্পিতভাবে এশিয়ান হাইওয়ে টু তৈরি করায় এই সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে এবিষয়ে পদক্ষেপ দাবি করছি।' আবার নকশালবাড়ির নিত্যযাত্রী অমূল্য বিশ্বাসের অভিযোগ, 'চাকরির জন্য আমাকে বাইককে প্রতিদিন শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে হয়। রাতে বৃষ্টি হলে গর্ত বোঝা যায় না। চাকা গর্তে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে দেখলাম তাপ্পি দিচ্ছে। তাতে আর কি কাজ হয়!'

এবিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের এক আধিকারিক বলছেন, 'রাস্তার বেহাল দশার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটছে। এশিয়ান হাইওয়ে টু কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দেখা দরকার।' যদিও এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার দীপকুমার সাহার বক্তব্য, 'বাগডোগরা হাসপাতাল মোড় থেকে বিহার মোড় পর্যন্ত সার্ভিস রোডে জল যে গড়ায় সেটা আমরা চিহ্নিত করেছি। বিহার মোড়ে সার্ভিস রোডে জল জমে থাকার বিষয়টি আমার জানা নেই। খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর রাস্তার বেহাল অংশ মেরামত করা হচ্ছে।'

ভোগান্তি গ্রামবাসীর

জমিজটে আটকে রাস্তার কাজ

বাগডোগরা, ১ অগাস্ট : রাস্তায় বাইক নামালে চাকা কাদায় ডুবে যাওয়ার জোগাড়। এমনকি হেঁটে যেতে গেলেও গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় ঢুকে যাবে। মাঝেমধ্যে আবার বৃষ্টির জল জমে ডোবার আকার নিয়েছে। কিন্তু ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছাতে হলে ডিগরাভিটা, বাউকালী, তারবান্ধার বাসিন্দাদের এই এবড়োখেবড়ো রাস্তাই ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর তার ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন কয়েক হাজার গ্রামবাসী। রহিমউদ্দিন নামে এক গ্রামবাসীর কথায়, 'কয়েকটি গ্রামের লাইফলাইন এই রাস্তা। বেহাল দশার এই রাস্তা দিয়ে গর্ভবতী, রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া খুবই সমস্যার।'

রাস্তা যেন চষা খেত।

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি?

বর্তমানে যেখানে বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কাজ চলছে, সেই জায়গার মধ্যে দিয়েই এই গ্রামগুলোয় যাতায়াতের রাস্তা ছিল। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জমি অধিগ্রহণ করে সীমানা প্রাচীর তুলে কাজ শুরু করায় সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য বিমানবন্দরের সীমানা প্রাচীরের পাশ দিয়ে গ্রামে যাতায়াত করার জন্য রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে পূর্ত বিভাগ। কিন্তু প্রায় ১ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বরাদ্দের এই রাস্তা অর্ধেক তৈরি করে ফেলে রাখা হয়েছে।

ডিগরাভিটার বাসিন্দা মহম্মদ বাচ্চু বলছেন, 'প্রায় চার বছর আগে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। জাতীয় সড়ক থেকে ইদগাহ পর্যন্ত রাস্তায় পাথর বিছিয়ে রাখা হয়। ইদগাহ থেকে ডিগরাভিটা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তায় জলকাদায় যাতায়াত করা যাচ্ছে না। অথচ এই রাস্তা দিয়েই ডিগরাভিটা, বাউকালী, তারবান্ধা, রাঙ্গাপানি সহ কয়েকটি গ্রামের হাজারো মানুষ প্রতিদিন বাগডোগরা, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজে যাতায়াত করেন। অন্তত কিছু বেডমিশালি ফেলে যাতায়াতের সমস্যা মেটাতে আমরা ঠিকাদার ডিসি ছেত্রীকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু কাজ হয়নি।'

হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ রায় বলছেন, 'রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা জানি। কিন্তু ওখানে জমিজটের কারণে রাস্তার কাজ থমকে আছে। জমি অধিগ্রহণ করার জন্য কয়েকটি পরিবার টাকা নিয়ে জমি দখলমুক্ত করে দিয়েছে। সম্ভবত দুটি পরিবার আপত্তি করায় জট পাকিয়ে রয়েছে।'

ঠিকাদার ডিসি ছেত্রী বলছেন, 'এখানে জমির জট কাটাতে বারবার মিটিং করা হয়েছে। তবুও জট কাটেনি। জমি ছাড়তে চাইছে না। এজন্য কাজ আটকে আছে।'

বাগডোগরা বিমানবন্দরে এক আধিকারিক বলেছেন, 'তৎকালীন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে জমি অধিগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমরা দিয়েছি। প্রথমে যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে বলে ঠিক ছিল, তা মেনে নেন সকলেই। কিন্তু কয়েকটি পরিবার বেঁকে বসেছে। তারা আরও বেশি টাকা দাবি করায় জট পাকিয়ে রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সমস্যা মেটানোর।'

নিবেদিতা রোড সম্প্রসারণে প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : রাস্তা কোথাও চওড়া, কোথাও একেবারে সরু। নিকাশিনালাও তৈরি হচ্ছে অদ্ভুত আঁকাবাঁকাভাবে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোডের এমন সম্প্রসারণ নিয়ে উঠেছে বিস্তর প্রশ্ন। অভিযোগ, কয়েকজন ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী বাসিন্দাকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিতে এই কাজ হচ্ছে। এর জেরে ভবিষ্যতে যানজট সহ নানা সমস্যা বাড়বে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

তৃণমূলের দাবি, কাজ শুরুর সময় ওই এলাকার কয়েকটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কথা ছিল। কিন্তু পরে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় সেই কাজ এগোয়নি। বিজেপির পালটা অভিযোগ, তৃণমূলের আমলেই রাস্তা সম্প্রসারণের নামে দখলদার উচ্ছেদ হয়েছিল। সেই সময় মোটা টাকার বিনিময়ে বেছে বেছে কিছু মানুষকে ছাড় দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে পূর্ত দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কোন যুক্তিতে এমন আঁকাবাঁকা নিকাশিনালা তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে সরব স্থানীয়রাই। পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ কুণ্ডুকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে দপ্তরের এক আধিকারিকের সাফাই, 'যেভাবে জমি মিলেছে সেভাবেই কাজ হচ্ছে।'

প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'ওখানে আরও কয়েকটি নির্মাণ ভাঙার কথা ছিল। কিন্তু সেটা না করে আঁকাবাঁকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে বলে শুনেছি। এটা ঠিক হচ্ছে না। তবে আমরা তো এখন আর ক্ষমতায় নেই। বর্তমান শাসকদল বিষয়টি দেখুক।'

পুরনিগমের ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়া নিবেদিতা রোডের মাঝে বেশ কিছুটা অংশ সংকুচিত। গুরুংবস্তি থেকে চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত একমুখী যান চলাচলের ব্যবস্থা থাকলেও মাঝের অংশ সরু হওয়ায় সেখানে কোনও ডিভাইডার নেই। অভিযোগ, তৃণমূলের পুর বোর্ড থাকাকালীন বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হলেও স্থানীয় কাউন্সিলার ও বোর্ডের একাংশের মদতে কয়েকটি বহুতল ও দোকান অক্ষত রাখা হয়। মা-মাটি-মানুষ সরকারের আমলেই রাজ্য সরকার এই রাস্তার বরাদ্দ দিলেও সম্প্রতি কাজ শুরু হয়েছে। ২ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশিনালা সরলরেখায় থাকলেও ৩ নম্বর ওয়ার্ডে দেশপ্রিয় সরণির সামনে থেকেই নালা রাস্তার দিকে কয়েক ফুট এগিয়ে এসেছে। গুরুংবস্তির বাঘবীর গুরুংয়ের মূর্তি পর্যন্ত পুরো নালাই এমন আঁকাবাঁকা।

স্থানীয় বাসিন্দা অমিত বসু ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে কোনও সরকারি কাজ হয় নাকি? রাস্তা কোথাও চওড়া হবে, কোথাও আবার সরু হয়ে যাবে।' ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার রামভজন মাহাতোর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'এই বিষয়ে পূর্ত দপ্তর বলতে পারবে।'

এই রাস্তা নির্মাণ নিয়ে পূর্ত দপ্তরের ভূমিকায় বিতর্ক বেধেছে।

ধর্ম জেনে গুলি চালায় জঙ্গিরা, দাবি শ্রমিক পরিবারের

কুলগামের হামলায় হত ২ পরিযায়ী

শ্রীনগর, ১ অগাস্ট : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় গুলিবিদ্ধ দ্বিতীয় পরিযায়ী শ্রমিকেরও মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর নাম ভূপেন্দ্র কুমার। শুক্রবার সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত দীপক রাতরের মতো ভূপেন্দ্রও ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা।

পরিবারের অভিযোগ, নাম ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করেই তাঁদের ওপর নৃশংস হামলা চালায় জঙ্গিরা। নিহত দীপক রাতরের (২৪) দাদা মনোজের দাবি, 'কোথা থেকে এসেছে আর ধর্ম কী, এসব জানতে চাওয়া হয়। ও হিন্দু বলতেই ওকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা।' দীপকের কাকা হলধর রাতরেরও অভিযোগ, 'জাত ও ধর্ম জেনেই বেছে বেছে এই হামলা চালানো হয়েছে।'

নিহত অন্য শ্রমিকের নাম ভূপেন্দ্র ভাইনা। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে দীপক মাস আটেক আগে কাশ্মীরের ইটভাটায় কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে স্ত্রী ও এক বছরের শিশুসন্তান রয়েছে। দীপকের বৌদি শান্তিবাঈ বলেন, 'গ্রামে সকলে অপেক্ষা করছে। আমাদের দাবি, দীপকের মরদেহ দ্রুত গ্রামে ফেরানো হোক।'[স্থানীয় প্রশাসন পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও শোকাতুর পরিবারটির ভবিষ্যৎ এখন চরম অনিশ্চয়তায়। ছত্তিশগড় সরকার ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার কেলাম এলাকার একটি ইটভাটায় অতর্কিতে হানা দেয় বন্দুকবাজরা। তাদের এলোপাতাড়ি গুলিতে ঘটনাস্থলেই দীপকের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে অনন্তনাগ জিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ভূপেন্দ্রকে। সেখান থেকে শ্রীনগরের এসকেআইএমএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। শনিবার ভোরে মৃত্যু হয় তাঁর। লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) এই নাশকতার দায় স্বীকার করেছে। প্রাথমিক তদন্তে গোয়েন্দাদের অনুমান, এই হামলার নেপথ্যে লস্কর কমান্ডার লতিফ ভাট ও তার সহযোগী ওয়ারিশ শাহের হাত রয়েছে। জনবহুল এলাকায় মিশে গিয়ে হানা দেওয়ার জন্য জঙ্গিরা একে-৪৭ নয়, বরং ছোট ক্যালিবারের পিস্তল ব্যবহার করেছে।

জঙ্গি হামলার পর নিরাপত্তাবাহিনীর তৎপরতা। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে।

হামলার খবর পেয়েই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে সেনা, সিআরপিএফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান। শনিবারও সেই অভিযান অব্যাহত। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা নিহতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিং কড়া ভাষায় এই 'কাপুরুষোচিত' হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদীদের কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না, তাদের সমূলে বিনাশ করা হবে।' পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি এই ঘটনাকে 'নিরাপত্তায় বড় গলদ' হিসাবে চিহ্নিত করে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। সিপিআই(এম) নেতা এমওয়াই তারিগামি শোকপ্রকাশ করে বলেন, পরিবারের জন্য এই শ্রমিকরা প্রাণপাত করেন, কিন্তু তাঁদের নিরাপত্তার কথা কেউ ভাবে না।

এদিকে এই হামলার 'সময়' ও 'নেপথ্য উদ্দেশ্য' নিয়ে চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন তুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আবদুল্লা। বারামুলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, যখনই আমরা রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবি তুলি, ঠিক তখনই কেন এমন ঘটনা ঘটে? এর নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।' ফারুকের সুরেই উপত্যকার উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরী ইঙ্গিত দিয়েছেন এহেন নাশকতার পিছনে অন্য কোনও 'অদৃশ্য শক্তি'র হাত থাকার।

অন্যদিকে, ফারুকের মন্তব্য ঘিরে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। দলীয় নেতা সুনীল শর্মার দাবি, পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনও যোগ নেই। ফারুকের মন্তব্যে জঙ্গিরা পরোক্ষ-মদত পাচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁর। উপত্যকার প্রধান ধর্মগুরু মিরওয়াইজ উমর ফারুকের মতে, নিরীহ শ্রমিকদের হত্যা করা ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী। অমরনাথ যাত্রা চলাকালীন মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার এই ধরনের 'টার্গেটেড কিলিং' উপত্যকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে।

মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পায় বিপর্যস্ত জম্মু

জম্মু, ১ অগাস্ট : শনিবার ভোরে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পায় বিধ্বস্ত জম্মুর কিস্তোয়ার জেলা। হড়পার তোড়ে ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কিস্তোয়ার-ছত্র-সিন্থান জাতীয় সড়ক কার্যত অবরুদ্ধ। চেনাব উপত্যকাজুড়ে জারি হয়েছে কড়া সতর্কতা।

রাত আড়াইটে নাগাদ কিস্তোয়ারের ছত্রু এলাকায় প্রথম বিপর্যয় আছড়ে পড়ে। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছে দুটি

গাড়ি, জলমগ্ন অসংখ্য দোকান ও ঘরবাড়ি। পরিস্থিতির মোকাবিলায় কিস্তোয়ার, ডোডা ও রামবন জেলার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন, চালু হয়েছে অনলাইন ক্লাস। রাস্তায় কাদা-পাথর ও পিচ্ছিল আবর্জনায় জনজীবন কার্যত স্তব্ধ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও আবাসিকদের সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর তিনি বলেন, 'বিপর্যয়ের ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি। কিস্তোয়ার ও মাচাইলে আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার জন্য আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম বসানো হয়েছে।' গত বছরের ভয়াবহ চাসোটি বিপর্যয়ের স্মৃতি উসকে দিয়ে গোটা এলাকায় উদ্ধারকাজ ও বিপর্যয় মোকাবিলা প্রস্তুতি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গোলমালের ভয়ে সমাবর্তন বন্ধ টিস-এ

মুম্বই, ১ অগাস্ট : প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের উপস্থিতিতে মুম্বইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস (টিস)-এর ৮৬ তম সমাবর্তন ঘিরে বেশ বড় মাপের জটিলতা তৈরি হয়েছে। অনুষ্ঠানে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র বিক্ষোভের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

নির্ধারিত সূচির মাত্র দু'দিন আগে অর্থাৎ ২ অগাস্টের অনুষ্ঠান বাতিলের খবর মাঝরাতে ইমেল মারফত পড়ুয়াদের জানানো হয়। ইমেলে কেবল 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি'র কথা বলা হলেও নেপথ্যে রয়েছে গোয়েন্দা সতর্কতা ও নিরাপত্তার ভয়। টিস প্রশাসনের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ এবং শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়েছেন কয়েকশো পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবার। অনেকেরই বিমান-ট্রেনের টিকিট ও হোটেলের টাকা নষ্ট হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে ক্যাম্পাসজুড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিয়ম মেনে আবেদন করলে আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া যাঁদের জরুরি ভিত্তিতে শংসাপত্র প্রয়োজন, তাঁরা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন জানিয়ে প্রভিশনাল ডিগ্রি সংগ্রহ করতে পারবেন। সমাবর্তনের নতুন দিনক্ষণ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

বন্ধু তোমায়... *শনিবার তামিলনাড়ুর নাগেরকয়েলে।*

ডিএমকে-কে নিয়ে অস্বস্তি ইন্ডিয়া-য়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : চলতি বাদল অধিবেশনে সংসদের ভিতরে ডিএমকের অবস্থান ঘিরে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের থেকে আলাদা অবস্থান নিয়ে ডিএমকে যেমন সংসদে নিজস্ব রাজনৈতিক কৌশল স্পষ্ট করেছে, তেমনই একইসঙ্গে কেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে বিষয়ভিত্তিক অবস্থান নেওয়ার পথও বেছে নিয়েছে। বিরোধীরা যখন রাম মন্দিরের চাঁদা চুরি এবং নিটকাণ্ডে বিক্ষোভ দেখানোয় ব্যস্ত, তখন ডিএমকের সাংসদরা গলায় সবুজ চাদর জড়িয়ে আঞ্চলিক ইস্যুতে সরব হয়েছিল।

রাজ্যসভায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বিলে ভোটাভুটির সময় কংগ্রেস-সহ অধিকাংশ বিরোধী দল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করলেও ডিএমকে সেই পথে হাঁটেনি। লোকসভাতেও একই বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান পরীক্ষা সংস্কার নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করলেও ছাত্র আন্দোলনের ওপর পুলিশি দমন-পীড়নের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে সরাসরি নিশানা করেননি। এমনকি বন্দেমাতরম বিল নিয়ে লোকসভায় একমাত্র ডিএমকে-ই আলোচনায় অংশ নিয়েছিল।

তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় দল ভেঙে যাওয়ার পর লোকসভায় ২২ জন সদস্য নিয়ে ডিএমকে এখন তৃতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল। রাজ্যসভায় তাদের আট সদস্য থাকায় সেখানে তারা দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী শক্তি। ফলে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সংশোধনী বিলের ক্ষেত্রে ডিএমকের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কেন্দ্র যদি সংবিধানের ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত ১৩১তম সংশোধনী বিল পাশ করানোর উদ্যোগ নেয়, তাহলে ডিএমকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সংবিধানের ১৩১তম সংশোধনী বিলে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে তারা নীতিগতভাবে প্রস্তুত। তবে তার জন্য কেন্দ্রকে ডিএমকের মূল দাবিগুলি লিখিতভাবে বিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দলের এক সাংসদ জানিয়েছেন, বিলের চূড়ান্ত খসড়ায় দক্ষিণের রাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষা এবং সংসদে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত তাদের উদ্বেগ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে হবে।

বাণিজ্যিক এলপিজির দামে ছাড়

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : মাসের শুরুতেই হোটেল, রেস্তোরাঁ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বড় স্বস্তি। ১ অগাস্ট থেকে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম একধাক্কায় অনেকটাই কমিয়েছে। মেট্রো শহরগুলিতে সিলিন্ডার পিছু দাম কমেছে সর্বোচ্চ ২০৯ টাকা পর্যন্ত। নতুন দর অনুযায়ী, দিল্লিতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ২০২ টাকা এবং কলকাতায় ২০৯ টাকা কমেছে। এর ফলে কলকাতায় প্রতি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ২,৮৭২ টাকা ৫০ পয়সা। তবে গৃহস্থের ১৪.২ কেজির রান্নার গ্যাসের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি, ফলে

কলকাতায় তা আগের মতোই ৯৬৮ টাকা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসের শুরুতেই এলপিজির দর নির্ধারণ করা হয়। দাম কমানোর কারণ হিসেবে তেল সংস্থা সূত্রের বক্তব্য, 'আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কিছুটা স্বাভাবিক হওয়া এবং হরমুজ প্রণালীর ওপর ভারতের অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানোর ফলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে।' বাজার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, গত ৯০ দিনে ভারত তেল আমদানির উৎসে বৈচিত্র্য এনেছে। পাশাপাশি খুচরো বাজারে কেনাকাটা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ওপর নির্ভরতা কমানোয় আন্তর্জাতিক বাজারে সুফল মিলছে, যার সরাসরি সুবিধা এদিন থেকে বাণিজ্যিক গ্রাহকরা পাচ্ছেন।

পরপর দু-মাস বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম কমায় রেস্তোরাঁ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে স্বস্তি ফিরলেও গৃহস্থের সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিতই রয়ে গেল।

ব্রড পিক-এ হিমবাহ ধসে মৃত পূর্জা

ইসলামাবাদ, ১ অগাস্ট : হিমালয় ও কারাকোরাম জয়ের রূপকথা লেখা পর্বতারোহী নির্মল পূর্জা আর নেই। পাকিস্তানের কারাকোরাম পর্বতশ্রেণির ৮,০৫১ মিটার উঁচু ব্রড পিক-এ মারাত্মক হিমবাহ ধসের কবলে পড়ে মারা গিয়েছেন বিশ্বখ্যাত এই নেপালি পর্বতারোহী। শনিবার এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তাঁরই পর্বতারোহণ সংস্থা 'এলিট এক্সপেড'।

সংস্থার পক্ষ থেকে ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক শোকবার্তায় বলা হয়েছে, 'আজ অত্যন্ত গভীর শোক ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা নিশ্চিত করছি যে, ব্রড পিক-এ হিমবাহ ধসের পর নির্মল 'নিমসদাই' পূর্জা মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই অভিযাত্রী দলের অন্যান্য সদস্যরাও যে আর বেঁচে নেই, তা-ও নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।' দুর্ঘটনায় পূর্জার দীর্ঘদিনের সহকর্মী পুর বাহাদুর গুরুং (যুক্তা) এবং নিমা শেরপাও প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন গোর্খা সেনা ও স্পেশাল ফোর্সের জওয়ান নির্মল পূর্জা ২০১৯ সালে মাত্র ১৮৯ দিনে বিশ্বের ১৪টি আট হাজারি (৮০০০ মিটারের বেশি উঁচু) শৃঙ্গ জয় করে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন। যা পরবর্তীকালে বিখ্যাত নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি '১৪ পিকস : নাথিং ইজ ইমপসিবল'-এ তুলে ধরা হয়।

পাকিস্তান সেনার হেলিকপ্টার ও উদ্ধারকারী দল গত দু'দিন ধরে অভিযান চালিয়ে ওমানের নাধিরা আল হারথি ও আমেরিকার ম্যালোরি গাইসের দেহ উদ্ধার করেছিল। চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ও সাম্প্রতিক ভারী তুষারপাতের জেরে এই বিপর্যয় ঘটে বলে খবর। পূর্জার অকালপ্রয়াণে বিশ্ব পর্বতারোহণ জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

ইজরায়েলি হামলায় প্যালেস্তাইনের বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তা ঘুরে দেখছেন বাসিন্দারা। শনিবার।

বরফের বুকে ড্রোনের দাপট

এভারেস্ট দখলে চিন-আমেরিকার নতুন স্নায়ুযুদ্ধ

বেজিং, ১ অগাস্ট : ভাবুন তো, এভারেস্টের মতো দুর্গম আর বরফে মোড়া পাহাড়েও যদি ডেলিভারি বয় হিসেবে ড্রোন কাজ করে, তবে কেমন হয়? হ্যাঁ, ঠিক এটাই এখন বাস্তবে ঘটছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই মাউন্ট এভারেস্টের বুকে শুরু হয়ে গিয়েছে আমেরিকা এবং চিনের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রযুক্তিগত স্নায়ুযুদ্ধ। লক্ষ্য একটাই— পর্বতারোহণের দুনিয়ায় ড্রোনের রাজত্বে কে কার থেকে এগিয়ে থাকবে!

পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার চেয়েও কঠিন কাজ হলো বেস ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে বা বরফঢাকা পথে অক্সিজেন সিলিন্ডার, খাবার বা অন্যান্য জরুরি জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি অভিযাত্রীদের রেখে আসা আবর্জনা নিচে নামিয়ে আনাও এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটিকে সহজ করতেই ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। আর এখানেই চিন ইতিমধ্যেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। চিনের ড্রোন নির্মাতা সংস্থাগুলো, বিশেষ করে ডিজেআই, সম্প্রতি এভারেস্টে সফলভাবে তাদের ভারী ড্রোনের পরীক্ষা চালিয়েছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পাতলা বাতাস, বরফের ঝড় আর প্রবল ঠান্ডাকে জয় করেও তাদের ড্রোন অনায়াসে ক্যাম্প ১ বা আরও উঁচুতে মালপত্র আনা-নেওয়া করতে পারে।

কিন্তু আমেরিকাও তো চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। চিনের এই প্রাথমিক সাফল্যের পর ওয়াশিংটন এখন রীতিমতো আটঘাট বেঁধে নেমেছে। তারা চাইছে আমেরিকার ড্রোন প্রযুক্তি যেন এই প্রতিযোগিতায় কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে। মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলো এখন এভারেস্টের মতো চরম আবহাওয়ায় টিকে থাকার উপযোগী আরও উন্নত ও শক্তিশালী ড্রোন বানানোর চেষ্টায় মেতেছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হল পর্বতারোহীদের আরও নিরাপদ এবং দ্রুত পরিষেবা দেওয়া, যাতে ড্রোন বাণিজ্যের এই নতুন দিগন্তে চিনের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙা যায়।

তবে বিষয়টা শুধু কয়েকটা ড্রোন ওড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুই শক্তির বিশ্বজোড়া প্রযুক্তিগত অহংকার। একদিকে চিন চাইছে চরম পরিবেশে তাদের ড্রোন প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে, আর অন্যদিকে আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠেছে সেই দৌড়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে। আপাতত এই লড়াইয়ে এভারেস্টের বরফ ঢাকা ঢালগুলো যে নতুন এক প্রযুক্তি-যুদ্ধের ময়দান হয়ে উঠেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যমজ ভাইদের গলায় মালা পরালেন যমজ বোনেরা

গির্জায় বিয়ে দিলেন যমজ যাজক

কোট্টায়াম, ১ অগাস্ট : যমজে ছয়লাপ বিয়ের আসর। পাত্রপাত্রীরা তো যমজ বটেই, এমনকি বিয়ে যাঁরা দিলেন, সেই দুই যাজকও যমজ! কেরলের কোট্টায়ামের ওই বিয়ে যেন দর্পণের কারসাজি! যমজ পাত্রপাত্রী এবং যমজ যাজকদের বেদির সঙ্গীসাথীরাও যমজ—সব মিলিয়ে যেন যমজদের মহামিলন হল গির্জায়।

চাঙ্গানাসেরি মেট্রোপলিটান চার্চে সম্প্রতি চার হাত এক হল অখিল ও নিখিলের। মার্চেন্ট নেভির এই দুই ভাই জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নেন আইটি কর্মী যমজ বোন ম্যাগি ও মারিয়াকে। আর এই জোড়া বিয়েতে পবিত্র মন্ত্র পড়ালেন কাঞ্জিরা ডায়োসিসের যমজ ফাদার অ্যান্টো ও আজো পেঝুমকাট্টিল। এমনকি যাজকদের সাহায্য করতে বেদিতে হাজির ছিল যমজ দুই কিশোর জেরন ও জোহনও।

যদিও এই যমজ-মেলা আদৌ আকস্মিক সমাপতন ছিল না। দুই কনের ছোটবেলার স্বপ্নপূরণ করতেই এমন অভিনব আয়োজন। যমজদের সমাবেশ হওয়ার জন্য পরিচিত কোথানাল্লুরের এক গির্জা থেকেই খুঁজে আনা হয় এই যমজ পুরোহিতদের। দুই বোন আবেগতাড়িত গলায় বলেন, 'স্বপ্ন ছিল আমাদের চারপাশে যমজদের ভিড় থাকবে, ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করেছেন।'

অভিভূত যাজকরাও জানালেন, 'যমজদের বিয়ে দেওয়া সত্যিই এক বিশেষ অনুভূতি, যা আজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে। ওঁরা একসঙ্গে জন্মেছেন, এবার নতুন জীবনও শুরু করলেন একসঙ্গে।' ফোটো সেশনে যখন জোড়ায় জোড়ায় মুখগুলি পাশাপাশি দাঁড়াল, আমন্ত্রিতরাও ধাঁধায় পড়লেন, উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন, ফুলশয্যায় নবদম্পতিরা একে-অপরকে চিনে নিতে পারবেন তো!

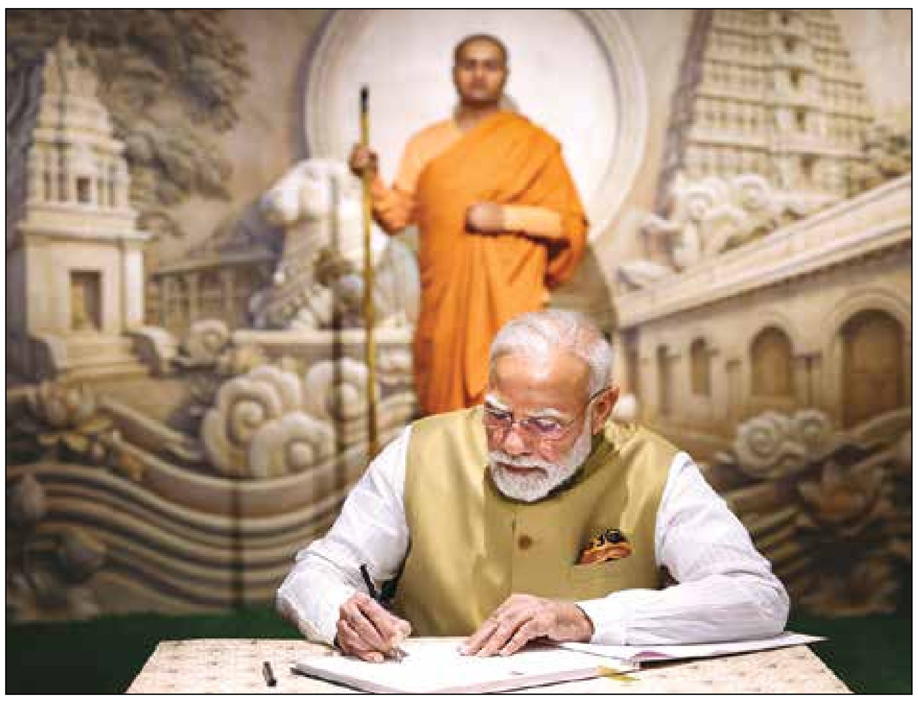

মাইসুরু রামকৃষ্ণ মিশনের ভিজিটরস বুকে সই করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার।

‘পড়ুয়াদের ক্ষমা করার প্রয়োজন নেই’

ক্ষমা চান মোদি, পালটা তির রাগার

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১ অগাস্ট : শুক্রবার রাতে এক ইনস্টাগ্রাম ভিডিওয় পড়ুয়াদের ক্ষমা করার যে বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিয়েছেন তাতে সুর নরম করতে নারাজ রাহুল গান্ধি। উলটে লোকসভার বিরোধী দলনেতা সাফ বলেছেন, ‘ভারতের পড়ুয়াদের তাঁর ক্ষমার প্রয়োজন নেই। বরং প্রধানমন্ত্রীর উচিত শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।’

শনিবার চেন্নাইয়ের কাছে মহাবলীপুরমে নিট কাণ্ডের জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া পড়ুয়াদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাহুল। তিনি জানিয়েছেন, যে বাবা-মায়ের তাঁদের সন্তানের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত সেইসমস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করাটা অত্যন্ত কষ্টের। লাগাতার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া, পরীক্ষা বাতিল হওয়াকে দেশের ভেঙে পড়া শিক্ষাব্যবস্থার ফল বলেও জানান তিনি। রাহুল সাফ জানিয়েছেন, যে শিক্ষাব্যবস্থা পড়ুয়াদের প্রতি সৎ নয় সেখানে পড়ুয়াদের কীভাবে সততার সঙ্গে কাজ করতে বলা হয়। এরপরই মোদির ওই ভিডিওবার্তার সমালোচনা করে বিরোধী দলনেতা বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে যে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তাঁদের একজনের সঙ্গেও দেখা করেননি প্রধানমন্ত্রী। তাঁরা যে দুর্ভোগ, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সেটা মানতেও নারাজ কেন্দ্র।

শুধু রাহুল নন, মোদির ভিডিও বক্তৃতা নিয়ে সরব হয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেও। তাঁর প্রশ্ন, ‘শুধু রিলেই মাফ করবেন নাকি মামলাগুলিও প্রত্যাহার করবেন?’ পড়ুয়াদের আন্দোলনের পর এক সপ্তাহে পাঁচবার ইনস্টাগ্রামে ভিডিওবার্তা দিয়েছেন মোদি। শুক্রবার রাতে পড়ুয়াদের প্রতি নিজের মহানুভবতা প্রকাশ করে মোদি সাফ জানিয়ে দেন, ‘কমবয়সে ভুল হয়। সেই ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগও থাকে।’ যদিও আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের মতে, মোদির ওই ভিডিওবার্তা একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

এদিন ডিলিমিটেশন নিয়েও বিজেপিকে নিশানা করেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে বিজেপিকে সাহায্য করছেন, তাঁরা তামিলনাড়ুর মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। ইতিহাস তাদের একবিংশ শতাব্দীর এট্টাপ্পান(বিশ্বাসঘাতক) হিসেবে মনে রাখবে।’ তিনি সব রাজনৈতিক দলকে এই বিল যাতে পাশ না করাতে পারে তার জন্য জোটবদ্ধ হওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। এদিন তামিলনাড়ু সফরে মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি তাঁর।

নিহত নিট পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। শনিবার চেন্নাইতে।

> **ভারতের পড়ুয়াদের তাঁর ক্ষমার প্রয়োজন নেই। বরং প্রধানমন্ত্রীর উচিত শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতার মানে বোঝালেন দোভাল

পুনে, ১ অগাস্ট : নিট কাণ্ডের জেরে দিল্লি সহ দেশের একাধিক প্রান্তে জেনজির তুমুল আন্দোলনের চাপে শিক্ষামন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। তার পাশাপাশি পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি বর্বরতা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শাসক শিবিরের তরফে ইতিমধ্যে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের মুখের ভাষা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার মানে কী তরুণ প্রজন্মের কাছে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) অজিত দোভাল।

শনিবার পুনেতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র হাত থেকে লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কার নেওয়ার পর তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তাই করা নয়। এখনকার তরুণরা হয়তো মনে করতে পারে ভারত সবসময় এমনই ছিল, কিংবা তারা স্বাধীনতাকে কেবল যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার বলে ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার আসল অর্থ তা নয়।’ তিলকের জীবনদর্শন ও দেশগঠনের আদর্শ থেকে জেনজিকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দোভাল বলেন, ‘দেশের স্বার্থে ব্যক্তিগত বা সংকীর্ণ মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে তরুণ সমাজকে এখন সম্পূর্ণভাবে দেশগঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।’

শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় পড়ুয়াদের ক্ষমা করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দেশগঠনে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সুরে সুর মিলিয়ে দোভালও তরুণ সমাজকে দেশের স্বার্থে কাজ করার কথা বলেছেন।

এদিন দোভালের হাতে লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কার তুলে দিতে গিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অমিত শা। তিলকের নির্ভীক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দোভালে আধুনিক জাতীয় নিরাপত্তা কাঠামোর তুলনাও টানেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জবাবে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশস্তিতে এনএসএ বলেন, ‘একটি মজবুত ভারত গঠন করতে হলে সব সংশয় দূর করে শুধুমাত্র দেশের স্বার্থেই কাজ করতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করি, তবেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারব। সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিতজির মতো নেতারা রয়েছেন।’

> **স্বাধীনতার অর্থ যা খুশি তাই করা নয়। এখনকার তরুণরা হয়তো মনে করতে পারে ভারত সবসময় এমনই ছিল কিংবা তারা স্বাধীনতাকে কেবল যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার বলে ভুল বুঝতে পারে।**
>
> **অজিত দোভাল**

নমো নিশানায় গান্ধি পরিবার

হায়দরাবাদ, ১ অগাস্ট : ভিজিয়ানগরম জেলার ভোগাপুরমে আল্লুরি সীতারামা রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধন করতে গিয়ে নাম না করে গান্ধি পরিবারকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার তিনি বলেন, অতীতে বিমানবন্দরগুলির নাম শুধুমাত্র একটি পরিবারের নামেই হত। কিন্তু এনডিএ সরকার জাতীয় মণীশিদের নামে বিমানবন্দরগুলির নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণে উত্তরপ্রদেশে বাল্মীকির নামে, পঞ্জাবে সন্ত রবিদাসের নামে এবং অন্ধ্রে আল্লুরি সীতারাম রাজুর নামে বিমানবন্দরের নামকরণ হয়েছে। পরে মাইসুরুতে অপর একটি অনুষ্ঠানে জেনজিকে সঠিক দিশা দেখানো প্রয়োজন বলে মোদি মন্তব্য করেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে যে কঠোর বিল পাশ হয়েছে সেই প্রসঙ্গও প্রধানমন্ত্রীর মুখে এদিন শোনা গিয়েছে। পড়ুয়াদের শিক্ষা এবং সুযোগের সমানাধিকার নিয়েও বার্তা দেন তিনি।

রাহুল-পাপ্পুর বিরুদ্ধে মামলা

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : সংসদ চত্বরে দানবাক্স থেকে প্রণামী চুরির পথনাটিকায় অভিনয় করে বিপাকে পড়লেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং নির্দলীয় সাংসদ পাপ্পু যাদব। হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে শুক্রবার রাতে জাহাঙ্গীরপুরী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সূর্য মৈথিল নামে জনৈক ব্যক্তি ওই অভিযোগটি দায়ের করেছেন। তাতে রাহুল, পাপ্পুর পাশাপাশি সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের স্ত্রী তথা সাংসদ ডিম্পল যাদব, অবধেশ কুমার প্রমুখেরও নাম রয়েছে। এর পাশাপাশি বারাণসীতেও একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।

অভিযোগকারীর বক্তব্য, ‘পাপ্পু যাদব গেরুয়া পোশাক এবং সনাতন ধর্মের প্রতীকের অপমান করেছেন। সংসদের বাইরে উনি যে নাটক করেছেন তাতে রাহুল গান্ধি, ডিম্পল যাদবদেরও সমর্থন রয়েছে। পাপ্পু যাদব ভগবান রামলালার ছবি পায়ের কাছে রেখেছেন। এই ঘটনায় সনাতনীদের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে।’ বিজেপিও বিরোধীদের ওই পথনাটিকার বিরোধিতা করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, ‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কংগ্রেস ও সপার মতো রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে অপমান করেছে।’ লোকসভার সচিবালয় বিষয়টি ভালো চোখে নেয়নি বলে সূত্রের খবর। তবে পাপ্পু বলেছেন, তিনি চুরির বিরুদ্ধে কিন্তু আস্থার বিরুদ্ধে নন।

‘ই-২০’ অস্ত্রে শান কেজরির

মোদির বাসভবন ঘেরাওয়ের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : নিট কাণ্ড এবং পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনায় প্রতিবাদের আগুন এখনও পুরোপুরি নেভেনি। এরইমধ্যে এবার ই-২০ পেট্রোল নীতির বিরুদ্ধে এবার মোদি সরকারের সঙ্গে সংঘাতের পথে নামলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দেশজুড়ে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল চালুর প্রতিবাদে ৪ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছেন আপ সুপ্রিমো।

শনিবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে ‘ন্যাশনাল টাউন হল’ সমাবেশে কেজরিওয়াল বলেন, ‘পুলিশের লাঠির ভয় পান না-এমন ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে সঙ্গে নিয়ে আমি এই প্রতিবাদী পদযাত্রা করব। অনলাইনের মাধ্যমে সংগৃহীত ২ লক্ষেরও বেশি সহনাগরিকের গণস্বাক্ষরিত আবেদনের প্রিন্টআউট নিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যাব।’ ঘটনাচক্রে কেজরিওয়াল যখন এই কর্মসূচির ঘোষণা করছেন তখন সভাস্থলের বাইরে র‍্যাফ, সিআরপিএফ এবং দিল্লি পুলিশের বিশাল বাহিনী মোতায়েন ছিল। এই নিয়ে সরব হয়েছেন আপ নেতৃত্ব।

এদিনের সভায় কেজরিওয়ালের বক্তব্য, ‘পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর ফলে দেশের কোটি কোটি গাড়ির মাইলেজ কমে যাচ্ছে এবং ইঞ্জিনের ক্ষতি হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে সরকারকে জনসমক্ষে তথ্য প্রকাশ করতে হবে।’ কেজরিওয়াল ইথানল নীতির সঙ্গে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তিরও যোগসূত্র টানেন। তাঁর অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইথানল আমদানি বাড়ানোর লক্ষ্যেই কেন্দ্র ই-২০ নীতিকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও এই দাবির পক্ষে তিনি কোনও প্রমাণ বা নথি উপস্থাপন করেননি।

তবে কেজরিওয়ালের এই দাবি মানতে চায়নি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। শুক্রবার এক বিবৃতিতে মন্ত্রক দাবি করেছে, ‘ই-২০ পেট্রোলের কারণে উপভোক্তারা প্রতি লিটারে প্রায় ৩০ টাকা করে সঞ্চয় করতে পেরেছেন। পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল না মেশালে দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটার পিছু ১২৫ টাকা ছুঁয়ে ফেলত। কারণ তখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১৩৫ ডলার ছুঁয়েছিল।’ পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর ফলে আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ওপর ভারতের নির্ভরতা কমিয়েছে বলেও দাবি করেছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক।

এদিন কেজরিওয়ালের সভায় উপস্থিত পরিবেশ বিজ্ঞানী, অটোমোবাইল বিশেষজ্ঞ, গাড়ির মালিক, কৃষক এবং মেকানিকরাও ই-২০ পেট্রোল নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উদ্বেগ তুলে ধরেন। পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. অনুপম সানি বলেন, ইথানল উৎপাদনের জন্য আখ চাষ বাড়ানোর ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। আইপিসিসি-র তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ‘আখ চাষে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন সার থেকে নির্গত নাইট্রাস অক্সাইডের বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতা কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় অনেক বেশি।’

এদিকে এই ইথানল বিরোধী আন্দোলনে গান্ধি স্মৃতি অভিমুখে পদযাত্রা এবং অনশন কর্মসূচির ডাক দেওয়া সমাজকর্মী তহসিন পুনাওয়ালাকে এদিন গৃহবন্দি করেছে দিল্লি পুলিশ। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘দিল্লি পুলিশের মহিলা আধিকারিক সহ একটি গোটা ব্যাটেলিয়ন আমাকে গৃহবন্দি করেছে। নীতিন গড়করি ইথানল

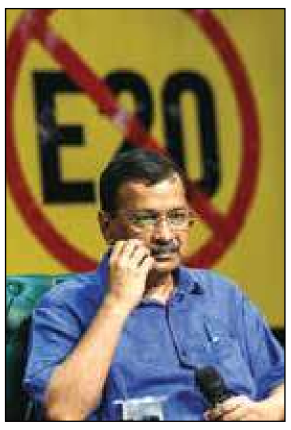

> **পুলিশের লাঠির ভয় পান না- এমন ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবীকে সঙ্গে নিয়ে আমি এই প্রতিবাদী পদযাত্রা করব।**
>
> **অরবিন্দ কেজরিওয়াল**

কাবাডি তারকার স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু

রোহতক, ১ অগাস্ট : একটি পঞ্জাবি গানের রিল পোস্ট করার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার হল আন্তর্জাতিক কাবাডি তারকা শীলু বলহারার স্ত্রী মুস্কানের দেহ। হরিয়ানার রোহতকের ঘটনা। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা ঘটনাটি আত্মহত্যা হলেও, মুস্কানের বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ তাঁকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। ‘হরিয়ানার চিতা’ নামে পরিচিত কাবাডি খেলোয়াড় শীলু ও তাঁর পরিবারকে ঘিরে ইতিমধ্যেই মুস্কানের বাপের বাড়ির লোক ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পুলিশ আপাতত দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং স্বামী শীলুকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

ভোটার তালিকায় ছাড়

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সহজ করতে বিশেষ ছাড়ের কথা ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ভোটার তথ্য যাচাই, নাম তোলা বা ভুল সংশোধনের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানো হলো দুই রাজ্যেই। তথ্য ডিজিটাইজেশনের ধীরগতি এবং ডেটা গরমিলের কারণেই এই বাড়তি সময়। ভোটের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর জন্য যেকোনো ভোটার নিজ এলাকার বিএলওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। তবে নতুন বা পরিবর্তিত নিয়মাবলী, ভোটার কার্ডের আবেদন ও সময়সূচির নির্ভুল তথ্যের জন্য কমিশনের পোর্টালে ভিজিট করা উচিত।

প্রবল বর্ষায় ডুবেছে ঘাটের অনেকাংশ। তার মধ্যেই পুজোয় ব্যস্ত সাধু। শনিবার প্রয়াগরাজে।

পাসপোর্ট শুধুই ট্রাভেল ডকুমেন্ট, জানাল কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : কোন সরকারি নথিকে ভারতীয় নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে। দেশজুড়ে এই বিতর্কের মধ্যেই সংসদে বিষয়টি নিয়ে নতুন ব্যাখ্যা দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ভারতীয় পাসপোর্ট শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদেরই দেওয়া হয়। তবে পাসপোর্ট থাকলেই তা নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ কি না, সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গেল কেন্দ্র।

রাজ্যসভায় আইইউএমএল সাংসদ পি ভি আব্দুল ওয়াহাবের এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং জানান, পাসপোর্ট আইন ১৯৬৭ অনুযায়ী পাসপোর্ট মূলত একটি ভ্রমণ নথি। নির্ধারিত নিয়ম ও পুলিশি যাচাই-বাছাইয়ের পরেই ভারতীয়দের বিদেশ ভ্রমণের জন্য এই নথি ইস্যু করা হয়।

তবে সাংসদের মূল প্রশ্ন ছিল, পাসপোর্ট থাকা মানেই কি নাগরিকত্ব ১০০% প্রমাণিত? জবাবে কেন্দ্র সরাসরি হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। ফলে সংসদীয় বক্তব্যেও ভারতীয় পাসপোর্টকে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত শংসাপত্র হিসেবে ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকল স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রক।

কেন্দ্র জানিয়েছে, ভারতে ‘দ্বৈত নাগরিকত্ব’-এর কোনও সুযোগ নেই। সংবিধানের ৯ ও ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৯ নম্বর ধারা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, কোনও ভারতীয় নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তাঁর কাছে থাকা ভারতীয় পাসপোর্টটি অবৈধ হয়ে পড়ে এবং তা সরকারের কাছে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

সরকারের এই বক্তব্যে আবারও পরিষ্কার যে, পাসপোর্ট পাওয়ার যোগ্যতা কেবল ভারতীয়দেরই রয়েছে। কিন্তু এই একক নথিটিই শেষ কথা কি না, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট আইনি ঘোষণা এখনও করল না কেন্দ্র।

ক্ষমা চেয়েও বয়স বিতর্কে ‘কিশোরী’

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কুকথা বলার দায়ে অভিযুক্ত এক তরুণী সমাজমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ক্ষমা চাইলেন ঠিকই। কিন্তু সেই বিতর্ক ছাপিয়ে গোল বেধেছে তাঁর বয়স ঘিরে। কারণ ওই ভিডিওবার্তায় তিনি নিজেকে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী বলে দাবি করেছেন। শুক্রবার রাতে সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ‘পথভ্রষ্ট ছোটদের বুকে টেনে নিয়ে রাস্তা দেখাতে হবে। আমি ওদের ক্ষমা করতে চাই।’

তাঁর ওই বার্তার পরই অভিযুক্ত তরুণী দাবি করেন, কনট প্লেস ঘোরার পর তিনি বন্ধুদের সাথে ওই বিক্ষোভে গিয়েছিলেন এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান দিয়েছিলেন। তাঁর হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ওই ভিডিওটি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

মোদিকে কুকথা

যদিও তার সত্যতা যাচাই করা যায়নি। ওই ভিডিওতে তরুণী বলেন, ‘আমি সেখানে উপস্থিত লোকজনের প্রভাবে পড়ে এই কাজ করে ফেলেছি। আমার বয়স মাত্র ১৫ বছর। আমি যা করেছি তা ক্ষমার অযোগ্য। আমি অনেক খারাপ কথা বলেছি।’ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুকথা বলাকে নিজের ‘প্রথম এবং শেষ ভুল’ উল্লেখ করে ওই তরুণী এও বলেন, ‘আমি গোটা দেশের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমি নিজের দিকে তাকাতেও পারছি না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।’

ওই তরুণী নিজেকে কিশোরী দাবি করলেও, যন্তরমন্তরের জেনজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সিজেপির অন্যতম মুখপাত্র সৌরভ দাস জানিয়েছিলেন, ওই তরুণীর বয়স ২৫ বছর। তবে পুলিশি পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন তিনি। সৌরভ দাস বলেন, ‘আপত্তিকর বা অবমাননাকর ভাষাকে কখনোই সমর্থন করা উচিত নয়, কিন্তু এই ধরনের মন্তব্যের জন্য ফৌজদারি মামলা চালানো হলে তা বাকস্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’ মোদির বিরুদ্ধে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে ২৯ জুলাই নয়ডার এক্সপ্রেসওয়ে থানায় ওই তরুণীর বিরুদ্ধে একটি জিরো এফআইআর দায়ের হয়েছিল। পরে ওই জিরো এফআইআরটি দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরছেন অভিবাসীরা

মাদ্রিদ, ১ অগাস্ট : জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উত্তাল সমুদ্র সাঁতরে বা কাঁটাতারের বেড়া টপকে পৌঁছেছিলেন স্বপ্নের গন্তব্য ‘ইউরোপে’। কিন্তু মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই স্বপ্ন ভেঙে খানখান হল। স্পেনে ঢুকে নারকীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন মরক্কো থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা। খাবার নেই, আশ্রয় নেই, উপরন্তু সেনার বুটের লাথি, সব মিলিয়ে চরম হতাশা আর ক্ষোভ নিয়ে উত্তর আফ্রিকার স্প্যানিশ ছিটমহল সেউতা ছেড়ে স্বদেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন হাজার হাজার অভিবাসী।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার প্রায় ৬০ হাজার মানুষ মরক্কো সীমান্ত পেরিয়ে সেউতায় প্রবেশ করেছিলেন, যা ওই ছোট্ট শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ! তবে শুক্রবারের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে উলটো ছবি। সীমান্ত পার হওয়া প্রায় ৪৫ হাজার মানুষ এখন স্বেচ্ছায় মরক্কোয় ফিরছেন। লারাচে থেকে আসা ২০ বছরের তরুণ আয়মান পাঁচ ঘণ্টা সাঁতরে সেউতায় পৌঁছেছিলেন। চোখে-মুখে ক্ষোভ নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওখানে কোনও খাবার ছিল না, আর স্প্যানিশ সেনা আমাদের নির্মমভাবে পিটিয়ে বের করে দিয়েছে।’ তাঞ্জানিয়ার এক তরুণ আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘কাল দুপুর থেকে পেটে একদানা খাবার পড়েনি, পকেটে টাকা থাকলেও লাভ হয়নি। কেন যে এসেছিলাম জানি না!’

হাজার হাজার তরুণের এই অনুপ্রবেশ সেউতায় চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। গৃহহীন অভিবাসীরা রাস্তায় রাত কাটানোর পর আতঙ্কিত বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দিতে সেনা নামায় প্রশাসন। স্পেনের সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়কে কাজে লাগিয়ে মানব পাচারকারীরা এই তরুণদের বিভ্রান্ত করেছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজ। তবে শেষপর্যন্ত ইউরোপে যাওয়ার স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। খিদে ও সেনার তাড়ায় বুকভরা হতাশা নিয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে অভিবাসীদের।

শুক্রবার সেউতা সফর করেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘মানব পাচারকারীরা স্পেনের সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক একটি রায় নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়েছে। আদালত জানিয়েছিল সমুদ্রপথে আসা অনিয়মিত অভিবাসীদের তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত পাঠানো যাবে না, আর এই গুজবে বিভ্রান্ত হয়েই বিপুল সংখ্যক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য হয়েছেন।’ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা দ্রুত ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

সেউতা সীমান্ত পরিদর্শনে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

বাস্তবের ‘দৃশ্যম’ জামনগরে

গান্ধিনগর, ১ অগাস্ট : দু’বছর ধরে সবাই জানতেন জিল্লা জামনগরের বাসিন্দা জিগ্নেশ মাভাডিয়া নাকি সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় চাকরি করছেন! স্ত্রী ভূমিবেন সবাইকে বুঝিয়েছিলেন, কড়া নিয়মের কারণে স্বামী ফোন করতে পারেন না। রহস্যের জট বাঁধল তখন, যখন এক তুতোভাই অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করে জিগ্নেশের ঠিকানা ও ফোন নম্বর চান। স্ত্রী সেই তথ্য দিতে টালবাহানা করায় সন্দেহ দানা বাঁধে পরিবারের মনে। ২৬ জুলাই জামনগর থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন জিগ্নেশের ভাই।

পুলিশি তদন্তে সামনে এল এক রোমহর্ষক ও নৃশংস সত্য। বলিউড ছবি ‘দৃশ্যম’-এর কায়দায় খুন করা হয়েছে জিগ্নেশকে। পরকীয়া প্রেমের টানে প্রেমিক নীলেশ কাছাটিয়া ও তার এক সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। গত ৩০ জুলাই একটি কারখানার ঘর থেকে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা হয়েছে জিগ্নেশের কঙ্কাল।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সহকারী পুলিশ সুপার প্রতিভা বলেন, ‘২০২৪-এর ৩১ মে রাতে মদের পার্টির অছিলায় জিগ্নেশকে এক কারখানায় ডেকে সায়ানেট মেশানো মদ খাইয়ে খুন করা হয়। এরপর ১২ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে দেহ পুঁতে প্রায় এক ফুট চওড়া কংক্রিটের প্রলেপ দিয়ে জায়গাটি সিল করে দেওয়া হয়। উদ্ধারকাজের জন্য পাওয়ার ড্রিল ব্যবহার করতে হয়েছে।’ তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উদ্ধার কঙ্কাল, কাঠগড়ায় স্ত্রী

স্বাধীনতা দিবসে স্কুলের অনুষ্ঠান

কীভাবে সেজে উঠবে ছোটরা

স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। তার মানেই ছোটদের মনে এক অন্যরকম উল্লাস, উত্তেজনার ঢেউ। সাদা পোশাকে তেরঙা ব্যাজ পিন করা থেকে শুরু করে স্টেজে নাচ বা গান পরিবেশন—সব মিলিয়ে এই দিনটি প্রতিটি শিশুর কাছে ভীষণ স্পেশ্যাল। ছোটদের এই বিশেষ দিনের সাজ কেমন হবে এবং অভিভাবক হিসেবে কীভাবে তার প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, তা নিয়ে রইল জরুরি কিছু টিপস।

আরামদায়ক ও মানানসই পোশাক

● সুতির পোশাক : অগাস্ট মাসের আর্দ্র ও গরম আবহাওয়া। সে কথা মাথায় রেখেই ছোটদের জন্য সবসময় সুতি বা কটন কাপড়ের পোশাক বেছে নেওয়া সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

● পোশাকের ধরন : ছোট ছেলেরা পরতে পারে সাদা সুতি কুর্তা-পায়জামা বা খাদি জহর কোট। আর ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা পরতে পারে সাদা সালোয়ার-কামিজ, খাদি ফ্রক বা ছোট সুতির শাড়ি, যা তাদের চলাফেরায় কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না।

● তেরঙা থিম : পোশাক পুরোটাই সাদা রাখার চেষ্টা করুন এবং ওড়না, স্কার্ফ বা ব্যাজের মাধ্যমে তেরঙার ছোঁয়া ফুটিয়ে তুলুন, যা দেখতে অত্যন্ত মার্জিত লাগে।

স্নিগ্ধ মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল

● ত্বকের যত্ন : ছোটদের কোমল ত্বকে অতিরিক্ত কসমেটিকস বা মেকআপ ব্যবহার না করাই ভালো। সামান্য ময়েশ্চারাইজার ও পাউডার বুলিয়ে দিলেই তাদের ত্বক সতেজ লাগবে।

● টিপ ও কপালে সাজ : ছোট্ট মেয়েদের কপালে ছোট্ট একটি লাল টিপ বা হাতের কবজিতে তেরঙা সুতোর ব্রেসলেট পরিয়ে দিলে সাজটি সম্পূর্ণ হয়।

● পরিপাটি চুল : চুল বড় থাকলে দুটি বিনুনি বা সুন্দর করে ঝুঁটি বেঁধে তাতে সাদা বা সবুজ ফিতে ব্যবহার করতে পারেন। চুল যেন চোখে-মুখে না আসে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

জুতো ও অন্যান্য

● হালকা জুতো : স্কুলের প্যারেড বা নাচের মঞ্চে ছোটদের দৌড়ঝাঁপ করতে হয়, তাই ভারী জুতোর বদলে আরামদায়ক সাদা কেডস বা প্লেন স্নিকার্স সবচেয়ে ভালো।

● ছোটখাটো অনুষঙ্গ : পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে একটি ছোট পরিষ্কার রুমাল এবং জলের বোতল তাদের ব্যাগে অবশ্যই রাখবেন।

● নিরাপদ অ্যাক্সেসরিজ : কোনও ভারী বা তীক্ষ্ণ মেটালের গয়না ছোটদের না পরানোই ভালো, যাতে তারা স্বস্তিতে সারাদিন অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে।

স্বাধীনতার উড়ান

এবার আপনার ঘরেও

অগাস্ট। স্বাধীনতার মাস। ঘরে লাগুক মুক্তির পরশ। কীভাবে সাজিয়ে তুলবেন আপনার ঘরদোর, রইল টিপস।

স্বাধীনতার মাস অগাস্ট। মনের মধ্যে ডানা মেলার ইচ্ছে। স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছে-উড়ান। ঘরের প্রতিটি কোণাতেও পৌঁছে যাক স্বাধীনতার আলো-উচ্ছ্বাস-উল্লাস। একটু ভাবুন আর পরিবর্তন আনুন ঘরদোরে। আপনার বাড়ি ভরে যাবে অদ্ভুত প্রাণশক্তি আর মুক্তির পরশে।

ঘর সাজানোর প্রকৃত অর্থ কিন্তু শুধুমাত্র দামি জিনিসপত্র দিয়ে ঘর ভরিয়ে তোলা নয়। বরং নিজের পছন্দকে বজায় রেখে, শান্তি ও স্বস্তি বজায় থাকবে এমন সুচারু মেলবন্ধন ঘটানো। স্বাধীনতার মাসে একটুখানি মন দিয়ে ঘর সাজান। দেখবেন, মনের পাশাপাশি ঘরও ফুরফুরে হয়ে উঠবে।

বসার ঘরে দেশীয় স্নিগ্ধ ছোঁয়া

বসার ঘর। বাড়ির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান জায়গা। অতিথি আপ্যায়ন এবং পরিবারের সব্বাই মিলে একসঙ্গে সময় কাটানোর জায়গা। এই অগাস্ট মাসে বসার ঘরের সাজে ফুটে উঠুক দেশীয় আবহ।

● সোফার কুশন কভারগুলো বদলে ফেলুন। সেখানে ব্যবহার করুন সাদা, খাদি বা সবজেটে রঙের সুতি কভার।

● কুশনের নকশায় বা প্রিন্টে যদি একটু হ্যান্ডলুমের ছোঁয়া থাকে, তবে তা ঘরের আভিজাত্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

● জানালার ভারী ও চটচটে পর্দাগুলো সরিয়ে দিন। সেখানে টাঙিয়ে দিন হালকা সুতির খাদি বা লিনেনের পর্দা, যা দিয়ে বাইরে থেকে মিষ্টি আলো ও বাতাস ঘরে অবাধে খেলা করতে পারে।

● ঘরের কোণায় মানিপ্ল্যান্ট, স্পাইডার প্ল্যান্ট কিংবা ছোট ইনডোর গাছ রাখতে পারেন। মাটির টবগুলো নিজের পছন্দমতো রং করে নিলে দেশীয় রূপ আরও ফুটে উঠবে।

শোয়ার ঘর, শান্তির আশ্রয়

শোবার ঘর। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে শান্তি খোঁজার আসল ঠিকানা।

● এই ঘরেও স্বাধীনতার মাসের আমেজ আনতে পারেন। খাটের চাদর বা বিছানার স্প্রেড হিসেবে বেছে নিতে পারেন খাঁটি হ্যান্ডলুম বা ব্লক প্রিন্টের সুতি কাপড়।

● বিছানার চাদরে সাদা, হালকা নীল বা প্রকৃতির রঙের প্রাধান্য থাকলে মন শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে।

● মাথার কাছের টেবিলে বা কর্নারে রাখতে পারেন দেশীয় হস্তশিল্পের ছোট কোনও টেরাকোটার শো-পিস।

● সন্ধ্যার সময় মৃদু আলোর কোনও ল্যাম্পশেড বা সুগন্ধী মোমবাতি জ্বেলে দিন। পুরো ঘরে এক মায়াবী ও শান্ত পরিবেশ তৈরি হবে।

ডাইনিং ও বারান্দায় উৎসবের আমেজ

ডাইনিং রুম বা খাওয়ার ঘরের সাজেও আনতে পারেন স্বাধীনতার রং।

ডাইনিং টেবিলে একটি সুন্দর খাদি কাপড়ের রানার পেতে দিন। তার ওপর পিতলের ছোট প্রদীপ বা মাটির পাত্রে কিছু তাজা ফুল সাজিয়ে রাখুন। যা উৎসবের মেজাজ এনে দেবে।

● বারান্দা বা প্যাসেজের দেয়ালে ছোট কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে দিতে পারেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটচিত্র। স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ছবি, বাণী প্রভৃতিও টাঙিয়ে রাখতে পারেন।

● অগাস্ট মাসের এই বিশেষ আবহে আপনার ঘর হয়ে উঠুক শান্তি ও আনন্দের এক টুকরো নিখুঁত ক্যানভাস।

স্বাধীনতার স্বাদ : স্পেশাল তেরঙা রেসিপি

স্বাধীনতা মানেই গর্ব, আনন্দ আর পরিবারের সঙ্গে উদযাপনের এক বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনে টেবিলের খাবারেও আসুক দেশপ্রেমের ছোঁয়া। তবেই ছোট থেকে বড়—সবার মনে অন্যরকম উন্মাদনা তৈরি হবে। অগাস্ট মাসের এই উদযাপনে রান্নাঘরে ট্রাই করতে পারেন দারুণ দুটি সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় রেসিপি।

হিমেল আম, দই ডেজার্ট

যা যা লাগবে : মিষ্টি দই ১ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম আধকাপ, পাকা আমের পিউরি বা ছোট টুকরো ১ কাপ, সাজানোর জন্য পেস্তা ও কাঠবাদাম কুচি।

যেভাবে তৈরি করবেন : একটি বড় বাটিতে মিষ্টি দই ও ফ্রেশ ক্রিম একসঙ্গে নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন, যাতে মিশ্রণটি একদম মসৃণ হয় এবং কোনও দানা না থাকে। এবার এই মিশ্রণের সঙ্গে পাকা আমের পিউরি আলতো হাতে মিশিয়ে একটি স্মুথ টেক্সচার তৈরি করুন। কাচের গ্লাস বা ছোট ডেজার্ট বোলে প্রথমে একস্তর আমের টুকরো দিয়ে, তার ওপর তৈরি করা আম-দইয়ের মিশ্রণটি ঢেলে দিন। গ্লাসগুলো ফ্রিজে রেখে অন্তত ২ ঘণ্টা ভালো করে ঠান্ডা হতে দিন। পরিবেশন করার ঠিক আগে ওপর থেকে পেস্তা ও বাদাম কুচি ছড়িয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন সুস্বাদু আম-দই ডেজার্ট।

তেরঙা পোলাও বা ফ্রায়েড রাইস

যা যা লাগবে : বাসমতী চালের ভাত (ঝরঝরে করে সেদ্ধ করা) ২ কাপ, গাজর কুচি (কমলা রঙের জন্য) আধকাপ, ক্যাপসিকাম কুচি (সবুজ রঙের জন্য) আধকাপ, পেঁয়াজ কুচি ও রসুন কুচি পরিমাণমতো, কাঁচালংকা কুচি স্বাদমতো, মাখন বা সাদা তেল ২ চামচ, নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে বাসমতী চালের ভাত এমনভাবে সেদ্ধ করুন যাতে ভাতগুলো একদম ঝরঝরে থাকে এবং গলে না যায়। এবার কড়াইতে মাখন বা তেল গরম করে রসুন কুচি ও পেঁয়াজ কুচি হালকা সোনালি করে ভেজে নিন। সেদ্ধ করা ভাত তিনটি আলাদা পাত্রে সমান ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথম ভাগে গাজর কুচি ও সামান্য নুন দিয়ে কড়াইতে হালকা নেড়েচেড়ে কমলা রঙের ভাত তৈরি করে নামিয়ে নিন। দ্বিতীয় ভাগে ক্যাপসিকাম কুচি ও কাঁচালংকা দিয়ে একইভাবে নাড়াচাড়া করে সবুজ রঙের ভাত তৈরি করুন। তৃতীয় ভাগের ভাত সাদা এবং ঝরঝরে রাখুন। পরিবেশন করার সময় একটি বড় প্লেটে বা থালায় তিন রঙের ভাত পাশাপাশি সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করুন তেরঙা ফ্রায়েড রাইস।

স্বাধীনতার মাসে ত্বকের যত্ন

অগাস্ট মানেই বাতাসে এক ধরনের ভারী আর্দ্রতা। সেইসঙ্গে ভ্যাপসা গরম। প্রকৃতিতে বর্ষার রেশ থাকলেও ভাদ্রের আগমনী আবহে রোদের তেজ ও ঘাম বাড়তে থাকে। এই সময় আমাদের ত্বক ও চুল সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়ে। অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে ত্বক তেলতেলে হয়ে যাওয়া, পোরস বন্ধ হয়ে যাওয়া, ব্রন ও ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মতো সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা দেয়। তাই আর্দ্র আবহাওয়া থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজন সঠিক রুটিন এবং বিশেষ রূপচর্চা।

ত্বক পরিষ্কার

বর্ষার শেষ সময়। প্রকৃতিতে আর্দ্রতা থাকবেই। এই সময় ত্বকে অতিরিক্ত সিবাম বা তেল দেখা দেয়। এর ফলে ধুলোবালি সহজেই মুখে আটকে ঘটায়। দিনে অন্তত দুবার মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। জেল-বেসড বা স্যালিসিলিক অ্যাসিড যুক্ত ক্লিনজার ব্যবহার করা এই সময়ে অত্যন্ত ফল দেবে, যা রোমকূপের গভীর থেকে ময়লা পরিষ্কার করে।

সঠিক টোনিং এবং হাইড্রেশন

অতিরিক্ত গরমে ত্বক ঘেমে খনিজ হারিয়ে ফেলে। তাই টোনার ব্যবহার করা জরুরি।

অ্যালকোহল-মুক্ত টোনার বা গোলাপ জল ত্বকের পিএইচ মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

অনেকে মনে করেন বর্ষায় ময়েশ্চারাইজারের প্রয়োজন নেই, এটি ভুল ধারণা। হালকা ওয়াটার-বেসড জেল ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন যা ত্বককে চিটচিটে না করেই প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা জোগাবে।

সানস্ক্রিন ব্যবহার

আকাশ মেঘলা থাকলেও সূর্যের ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট বা ইউভি রশ্মি কিন্তু ঠিকই মেঘ ভেদ করে ত্বকে পৌঁছায়। অগাস্ট মাসে কড়া রোদে ঘর থেকে বের হওয়ার অন্তত কুড়ি মিনিট আগে ব্রড-স্পেকট্রাম সানস্ক্রিন লাগানো বাধ্যতামূলক। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ম্যাট ফিনিশ বা জেল সানস্ক্রিন বেছে নেওয়া উচিত।

ঘরোয়া প্যাক ও স্ক্রাবিং

সপ্তাহে অন্তত একদিন বা দুদিন হালকা স্ক্রাবিং মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে।

ক. ভেষজ প্যাক: মুলতানি মাটি, নিমপাতা বাটা এবং কাঁচা হলুদ মিশিয়ে একটি প্যাক বানিয়ে সপ্তাহে একবার লাগাতে পারেন। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে এবং ব্রণের জীবাণু ধ্বংস করে।

খ. বরফের ব্যবহার: পুদিনা পাতা বা শসার রস ফ্রিজে জমিয়ে সেই বরফের টুকরো মুখে বুলিয়ে নিলে ত্বকের রক্ত চলাচল বাড়ে এবং ফোলাভাব কমে।

চুলের বিশেষ যত্ন

আর্দ্র আবহাওয়ায় স্ক্যাল্পে খুশকি এবং চুল পড়ার সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সপ্তাহে অন্তত দুই থেকে তিন দিন ভালো অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। চুল সবসময় পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখার চেষ্টা করুন। ভেজা চুল বেঁধে রাখলে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে। শ্যাম্পুর পর মাইল্ড কন্ডিশনার ব্যবহার করুন এবং চুল জট ছাড়াতে মোটা দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করুন।

খাদ্যাভ্যাস ও জলপান

বাহ্যিক রূপচর্চার পাশাপাশি ভেতর থেকে সুস্থ থাকা আবশ্যক।

● আগস্ট মাসের আর্দ্রতায় শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হয়, তাই দিনে অন্তত ৮ থেকে ১০ গ্লাস জল পান করে হাইড্রেটেড থাকুন।

● ডায়েটে রাখুন টাটকা ফল, সবুজ শাকসবজি এবং লেবুর জল। অতিরিক্ত তেলযুক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন, যা ত্বকে সিবামের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

অগাস্ট মাসের এই আর্দ্র ও পরিবর্তনশীল আবহাওয়াতেও একটু সচেতন হলে ত্বক ও চুল সুন্দর, সতেজ এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখা সম্ভব।

সোনায় লগ্নির সুযোগ!

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালির কাছে সোনার দাম নিয়ে কৌতূহল সব সময়ে থাকে। দাম বাড়লে যেমন দুশ্চিন্তা হয়, তেমনই দাম কমলে মন খুশিতে ভরে যায়। সোনার দাম নিয়ে এই চর্চা চিরকালীন। বর্তমান সময়ে সোনার দামে রেকর্ড উত্থান, আবার তারপর দামে বিপুল সংশোধন সেই চর্চা আরও বাড়িয়েছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রাম প্রতি দাম হয়েছিল ১.৭৫ লক্ষ টাকা (জিএসটি বাদে)। যা ছিল সর্বকালীন রেকর্ড। এর পর সোনার দামে সংশোধন শুরু হয়। বর্তমানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রাম ১.৩৮ লক্ষ থেকে ১.৪৫ লক্ষের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। গয়নার সোনা বা ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১.৩২ থেকে ১.৪০ লক্ষের মধ্যে ওঠানামা করছে। দাম কিছুটা স্থিতিশীল হলেও সোনা কেনা বা সোনায় লগ্নির এটাই সুযোগ কিনা তা নিয়ে জল্পনা জোরদার হয়েছে।

সোনার দাম কেন বদলায়?

যে কোনও ধাতুর মতো সোনার দামে ওঠানামাও স্বাভাবিক বিষয়। মূলত ব্যবহার, চাহিদা, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোনও ধাতুর ওঠানামা নির্ভর করে। সোনার ক্ষেত্রে এর সামান্য ব্যতিক্রম রয়েছে। কারণ লগ্নির মাধ্যম হিসেবেও সোনা এখন লগ্নিকারীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সোনার দাম যে বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে সেগুলি হল দেশের বাজারে চাহিদা ও সরবরাহ, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম, কেন্দ্রের আমদানি শুল্ক, মার্কিন ডলার ও টাকার বিনিময়মূল্য, ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি। বিয়েতে সোনার ব্যবহার ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই বিয়ে বা উৎসবের মরশুমেও সোনার দাম বাড়ে।

এখন সোনা কিনবেন?

রেকর্ড উচ্চতা থেকে দামে অনেকটাই সংশোধন হলেও সোনার দাম স্থিতিশীল হয়েছে তা বলার সময় এখনও আসেনি। ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, মন্দার আশঙ্কা, সুদের হার কমার প্রত্যাশা ইত্যাদি কারণে সোনার চাহিদা রয়েছে এখনও। তবে মার্কিন ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, মার্কিন বন্ড ইল্ডের বৃদ্ধি, সুদের হার নিয়ে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে সোনার দাম কমছে। তবে কমার পরিধি অনেকটাই সীমিত। যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে লগ্নির কথা ভাবছেন, তাঁরা সোনার দামের প্রতিটি পতনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে পারেন। আর যাঁরা সোনা কিনতে চান, তাঁদের কেনার আগে বিভিন্ন গয়নার দাম, মেকিং চার্জ এবং হলমার্ক যাচাই করতে হবে। প্রয়োজনে সোনা কিনতে হলেও দৈনন্দিন দাম খতিয়ে দেখে কিনতে হবে।

আগামী দিনে সোনার দাম ১.১৫ লক্ষ থেকে ১.৫৫ লক্ষের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

কতটা সোনা বাড়িতে রাখতে পারবেন?

এই দেশে সোনাকে সৌভাগ্য ও সম্পদের প্রতীক বলে মনে করা হয়। ধনী বা গরিব সবাই বাড়িতে সোনা রাখা পছন্দ করেন। কতটা সোনা বাড়িতে মজুত করা যায় তারও সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর নিয়মানুযায়ী, একজন বিবাহিত মহিলা নিজের কাছে সর্বোচ্চ ৫০০ গ্রাম সোনা রাখতে পারেন। অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ২৫০ গ্রাম। পুরুষরা সর্বোচ্চ ১০০ গ্রাম সোনা রাখতে পারেন। এর থেকে বেশি সোনা থাকলে তার জন্য প্রামান্য নথি থাকতে হবে। অন্যথায় সেই সোনা বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। সঙ্গে জেল ও জরিমানা হতে পারে।

সোনা কেনার সময় মনে রাখতে হবে

সরকারি নিয়মানুযায়ী ২ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সোনা কিনতে হলে প্যান কার্ডের তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। আয়কর আইন অনুযায়ী ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সোনা নগদে কেনা যায়। দাম এর বেশি হলে চেক বা কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে।

গয়না তৈরি করে সোনায় বিনিয়োগ এখন ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পছন্দের হলেও সোনায় লগ্নির বিকল্প মাধ্যমগুলির দিকেও এখন তাঁদের নজর পড়েছে। প্রতিটি মাধ্যমেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে।

গয়না– সোনায় লগ্নির সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ মাধ্যম হল গয়না। তবে এর ভালো এবং মন্দ দুই দিকই রয়েছে। গয়না কেনার সময় প্রায় ১০ শতাংশ মজুরি এবং ৩ শতাংশ জিএসটি বাড়তি খরচ করতে হয়। গয়নায় নকশা যত বেশি হবে মজুরিও বাড়বে। গয়না রাখার জন্য ব্যাংকের লকারের খরচও রয়েছে। গয়না কেনার সময় খাঁটি কিনা যাচাই করতে হলমার্ক আছে কি না যাচাই করতে হবে। সোনার গয়নায় ২৪ ক্যারেট ব্যবহার করা হয় না। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সোনার গয়না কিনতে হলে ২২ ক্যারেট সোনা কিনতে হবে। শুধু লগ্নির জন্য গয়না না কিনে সোনায় লগ্নির অন্যান্য বিকল্প ভেবে দেখা যেতে পারে।

কয়েন বা বার– যাঁরা শুধু লগ্নির জন্য সোনা কিনতে চান, তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে সোনার কয়েন বা বার। প্রথম সারির সোনার দোকানে ১ গ্রাম থেকে ২৫০ গ্রাম ওজনের সোনার কয়েন বা বার কিনতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মজুরি খরচ না থাকলেও ৩ শতাংশ জিএসটি দিতে হয়। লকারজনিত খরচও বহন করতে হয় লগ্নিকারীকে। গয়নার মতো এক্ষেত্রে হলমার্ক দেখে কিনতে হবে লগ্নিকারীদের।

ডিজিটাল গোল্ড– সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল সোনা একটি জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। পেটিএম, ফোন পে, গুগল পে'র মতো প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে অল্প পরিমাণ সোনা কিনতে পারেন। বিভিন্ন সোনার দোকানেও এই ডিজিটাল সোনা কেনার সুযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মজুরি বা লকারের খরচ বহন করতে হয় না। এক্ষেত্রে জিএসটি দিতে হয়। ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিয়েও ডিজিটাল সোনায় লগ্নি করা যায়।

গোল্ড ইটিএফ– ডিম্যাট বা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থাকলে গোল্ড ইটিএফ কেনা-বেচা করা যায়। গোল্ড ইটিএফ স্টক এক্সচেঞ্জে নথি ভুক্ত হয়। সোনার দামের ওপর নির্ভর করে গোল্ড ইটিএফের দাম ওঠানামা করে। অল্প টাকাতেও ইটিএফ কেনা যায়। এক্ষেত্রে মজুরি বা লকারের খরচ নেই। তবে কেনা বেচার জন্য ব্রোকারের খরচ লগ্নিকারীকে বহন করতে হয়। স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের সময় ইটিএফ সহজেই কেনা বা বিক্রি করা যায়।

গোল্ড বন্ড– ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ২০১৫ থেকে গোল্ড বন্ড ইস্যু করে আসছে। যা সোনায় লগ্নির অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই বন্ডের মেয়াদ ৮ বছর। ৫ বছর পর থেকে গোল্ড বন্ড বিক্রি করা যায়। কোনও অর্থবর্ষে একজন লগ্নিকারী সর্বোচ্চ চার কেজি সোনার গোল্ড বন্ড কিনতে পারেন। সোনার বর্তমান দামের ওপর নির্ভর করে গোল্ড বন্ডের দাম নির্ধারিত হয়। যখন তা বিক্রি করা হবে, সেই সময়ের সোনার দাম অনুযায়ী অর্থ পাবেন লগ্নিকারীরা। এছাড়াও বার্ষিক ২.৫ শতাংশ হারে লগ্নি করা তহবিল থেকে সুদ পাওয়া যায়। এখন গোল্ড বন্ড আর আনছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে এবং যে কোনও আর্থিক মন্দা বা আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সোনায় লগ্নি আবশ্যিক। একটা উদাহরণে এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ২০০৮-এর আর্থিক মন্দা বা ২০২০-র কোভিড মহামারির সময় শেয়ার বাজারে ধস নামলেও লাফিয়ে বেড়েছে সোনার দাম। অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির হার যেভাবে বাড়ছে তাতে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে রিটার্নও বাড়াতে হবে লগ্নিকারীদের। ফিক্সড ডিপোজিট, বা বিভিন্ন সরকারি জমা প্রকল্প নিরাপদ হলেও রিটার্ন সীমিত। সেক্ষেত্রে সোনা যেমন নিরাপদ তেমনই লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের রিটার্নও দিতে পারে এই মূল্যবান ধাতু।

> যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে লগ্নির কথা ভাবছেন, তাঁরা সোনার দামের প্রতিটি পতনকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে পারেন। যাঁরা সোনা কিনতে চান, তাঁদের কেনার আগে বিভিন্ন গয়নার দাম, মেকিং চার্জ এবং হলমার্ক যাচাই করতে হবে।

ভারতে সোনার দামের অতীত পরিসংখ্যান

সাল	দাম (টাকা)
১৯৬৪	৬৩
১৯৭৪	৫০৬
১৯৮৪	১,৯৭০
১৯৯৪	৪,৫৯৮
২০০৪	৫,৮৫০
২০১৯	৩৫,২২০
২০২০	৪৮,৬৫১
২০২১	৪৮,৭২০
২০২২	৫২,৬৭০
২০২৩	৬৫,৩৩০
২০২৪	৭৮,৬০০
২০২৫	১,৩০,০০০
২০২৬ (সম্প্রতি)	১,৪১,৬০০

উত্থানের মাঝেও ঘনাচ্ছে আশঙ্কার মেঘ

বোধিসত্ত্ব খান

চলতি সপ্তাহে ভারতীয় শেয়ার বাজারে আশার আলো দেখা গেলেও, অর্থনীতির আকাশে ঘনিয়ে আসছে ভূ-রাজনৈতিক সংকটের মেঘ। বিগত এক সপ্তাহে সেনসেক্স ২.৬৮ শতাংশ এবং নিফটি ২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিফটি ব্যাংক ১.০১ শতাংশ এবং নিফটি অটো দারুণ গতি দেখিয়ে ৫.৬১ শতাংশ উত্থানের মুখ দেখেছে।

বাজারের এই ইতিবাচক গতি সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতির জন্য বিপদ কিন্তু মোটেই কমেনি। ইরান এবং আমেরিকার আবার নতুন উদ্যমে পরস্পরকে আক্রমণ করা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে ইরানের মদতপুষ্ট বিপ্লবী গোষ্ঠী হুতিরা লোহিত সাগর বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে। ইতিমধ্যেই তারা বেশ কয়েকটি সৌদি আরবের তেলবাহী জাহাজের ওপর আক্রমণ হেনেছে। ফলে ব্রেন্ট ক্রুড আবার ৮৮ ডলার প্রতি ব্যারেলের কাছে ট্রেড করছে। আন্তর্জাতিক সোনা বর্তমানে ৪০৪২ ডলার প্রতি আউন্সে ট্রেড করছে, যা বিগত ছয় মাস ধরে প্রায় একই জায়গায় স্থির রয়েছে।

তেলের চেয়েও বড় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে। 'স্ট্রেইট অফ হরমুজ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় এলপিজি ও এলএনজি'র তীব্র সংকট দেখা দিতে পারে। ভারত তার মোট প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের ৬০ শতাংশই আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এই গ্যাস কেবল রান্নার জ্বালানি বা যানবাহনেই ব্যবহৃত হয় না, এটি কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইউরিয়া সার তৈরির প্রধান কাঁচামাল। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের অপ্রতুলতা আগামী দিনে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে নতুন সংকট ডেকে আনতে পারে।

আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক এই আশঙ্কার মধ্যেও একটি ভালো খবর হল এফআইআই বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা আবারও ভারতীয় বাজারে ফিরতে শুরু করেছে। বিগত চার দিনে তারা টানা ৭৩৬৮.১ কোটি টাকার শেয়ার কিনেছে। যেখানে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে তারা রেকর্ড ১২২২৫০.৪১ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছিল, সেখানে জুলাই মাসে তাদের বিক্রির পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫৭৭৮.৯৯ কোটি টাকায়। তবে জুলাই ২০২৫ থেকে জুলাই ২০২৬-- এই ১৩ মাসের প্রতিটি মাসেই এফআইআই'রা বিক্রি করে গিয়েছে। অন্যদিকে, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বা ডিআইআই'রা বিগত ৩০ মাস ধরে টানা শেয়ার কিনে ভারতীয় বাজারকে বড় পতনের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে।

বিগত ১২ মাসে অটো ও অটো অ্যানস্যালারিজ, রিয়েল এস্টেট, হেলথকেয়ার, টেলিকমিউনিকেশন, টেক্সটাইলস এবং রিটেল সেক্টরের পারফরমেন্স সবচেয়ে ভালো ছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত জুন ত্রৈমাসিকের ফলাফল অনুযায়ী বাজাজ অটো, গেল, এবি ক্যাপিটাল, ন্যালকো, কনকর্ড বায়োটেক, বাজাজ ফিন্যান্স, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, ম্যাজগাঁও ডক এবং এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। অন্যদিকে জিএমডিসি, হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, আইটিসি, তেজস নেটওয়ার্ক, আরইসি, মারুতি, ডেটা প্যাটার্নস, প্রেস্টিজ এস্টেট ও হ্যাভেলসের মতো কোম্পানিগুলির ফলাফল বিনিয়োগকারীদের হতাশ করেছে।

এমন দোদুল্যমান ও অস্থির বাজারের মধ্যেও বেশ কিছু শক্তিশালী কোম্পানির শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাজাজ ফিন্যান্স, টরেন্ট ফার্মা, রামকৃষ্ণ ফোর্জ, ডিভিস ল্যাব, এমকিয়োর ফার্মা, টিভিএস মোটর, লরাস ল্যাবস, বাজাজ অটো, সোনা বিএলডব্লিউ, টাইটান, অ্যাপোলো হসপিটাল এবং পিডিলাইট ইন্ডাস্ট্রিজের মতো সংস্থাগুলি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সব প্রতিকূলতা উড়িয়ে দিয়ে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হল ভারতীয় শেয়ার বাজারের। পাঁচ দিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স মোট ২০৩৪.৮৭ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ৭৮০৯৪.৬৪ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৬১৬.১৫ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ২৪৩৮৩.৬০ পয়েন্টে। যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শেয়ার বাজার, এই দৌড় আরও লম্বা হতে পারে।

মাঝেমধ্যে সংশোধন হলেও শেয়ার সূচক আপাতত ঊর্ধ্বমুখী থাকতে পারে। এই সম্ভাবনা বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। গুণগতমানে ভালো শেয়ার বাছাই করে সেই শেয়ারে ধাপে ধাপে লগ্নি করতে হবে। কোনও এক ক্ষেত্রের শেয়ারে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানের নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা। আশঙ্কা ছিল এবার সুদের হার বাড়ানো হতে পারে। সুদের হার অপরিবর্তিত থাকায় ভারত সহ প্রথম সারির অন্যান্য দেশের শীর্ষ ব্যাংকও একই পথে হাঁটতে পারে। অগাস্টে ঋণ নীতি পর্যালোচনায় বসবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এবারও সুদের হার অপরিবর্তিত রাখা হতে পারে। এই আশায় ভর করেই উত্থান হচ্ছে শেয়ার সূচকের। এর পাশাপাশি ইরান-আমেরিকা সংঘাতের তীব্রতা কমে আসা, ইজরায়েল-হুতি জঙ্গি গোষ্ঠীর সংঘাত থেমে যাওয়ার আশা, হামাসের অস্ত্র ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকেই ভারতীয় শেয়ার বাজারে সংশোধন চলছে। সেই সময় থেকেই টানা শেয়ার বিক্রি করে আসছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। জুলাই-তে তারা ফের ক্রেতার ভূমিকায় নেমেছে। যা এই উত্থানের অন্যতম কারণ। বিদেশি লগ্নি ফিরলে ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করবে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে।

অন্যদিকে, সোনা-রুপোর দাম ক্রমশ স্থিতিশীল হচ্ছে। দাম কমলে অল্প অল্প করে এই দুই মূল্যবান ধাতুতে লগ্নি করা যেতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৮০.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৫/৩৪২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২১৬৪৬, টার্গেট-৪৮৫।
- **এইচডিএফসি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৭৪৮.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২০/৭২৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭২০-৭৪৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৫২৫৩৫, টার্গেট-৯৫০।
- **ওলেকট্রা গ্রিনটেক :** বর্তমান মূল্য-১৩২৪.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭১৪/৮৬৬, ফেস ভ্যালু-৪, কেনা যেতে পারে-১২২৫-১৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৮৬৯, টার্গেট-১৬৫০।
- **আর কে ফোর্জিং :** বর্তমান মূল্য-৬৫১.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৫৪/৪৬০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৭৭৪, টার্গেট-৭৮০।
- **টাটা কেমিক্যাল :** বর্তমান মূল্য-৬৭৩.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০২৬/৫৮০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৬২০-৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭১৫৯, টার্গেট-৮৫০।
- **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩৪৭.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪১৪/৩১৫, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৩০-৩৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩৬৭১৬, টার্গেট-৩৯৫।
- **টিএমবি :** বর্তমান মূল্য-৮৫১.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯১৭/৪১১, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৮০০-৮৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৪৮৬, টার্গেট-৯৮০।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

ছোট্ট তারা
অরবিন্দ বিদ্যামন্দিরের পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে তনু রায়। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে পারদর্শী সে।

যদি বন্ধু হও...

...স্মার্টফোনের স্ক্রিনে আঙুলের ছোঁয়া আর মিনিট কয়েকের অপেক্ষা- ডিজিটাল যুগে এই পরিবর্তনটুকু এলেও বন্ধুর প্রতি টানে কোনও খামতি আসেনি বলেই মনে করছেন এই বন্ধুরা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পালটে যাওয়া শিলিগুড়ির এই নতুন ট্রেন্ড বুঝিয়ে দেয়, দূরত্ব কিংবা ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, বন্ধুত্ব উদযাপন করতে এখন আর কোনও বাধাই বাধা নয়।

বিয়ের পরও অমর বন্ধুত্ব

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : বাবা চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে একজন ডাক্তারের দিনলিপি কতটা কর্মব্যস্ত হয় তা খুব ভালো করেই জানতেন ডঃ অনীতা মজুমদার। তাই পেশায় চিকিৎসক স্বামীর কর্মব্যস্ততা নিয়ে কোনও দিনই তাঁর মনে কোনও আক্ষেপ বা প্রশ্ন জাগেনি। অন্যদিকে, বইপ্রেমী স্ত্রীর পড়াশোনার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখে বিয়ের পর তাঁকে গণিতে স্নাতকোত্তর থেকে পিএইচডি পর্যন্ত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ জুগিয়েছেন ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার। দাম্পত্য জীবনের ৫৭তম বর্ষে পদার্পণ করেছেন তাঁরা। আজ এই সুখী যুগলের উপলব্ধি, সফল দাম্পত্যের একমাত্র চাবিকাঠি হল একে অপরের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়ে পাশে থাকা। আর এর সঙ্গে অবশ্যই পরস্পরকে নিখুঁতভাবে বোঝা। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা ৮৮ বছরের অমরেন্দ্রনাথের প্রতিটি দিন আজও শুরু হয় স্ত্রী অনীতার হাতের তৈরি এক কাপ গরম চায়ের সুবাস দিয়ে।

অনেকের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব থেকে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনেক সময় তা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। আবার অনেকে বিয়ের পর একে অপরের প্রিয় বন্ধু হয়ে ওঠেন। অমরেন্দ্র ও অনীতার গল্পটি দ্বিতীয় পর্যায়ের। ১৯৬৯ সালের ১৯ এপ্রিল হালিশহরের বাসিন্দা অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা অনীতার দেখেশুনে বিয়ে হয়। পেশায় চিকিৎসক অমরেন্দ্রনাথের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটত রোগী দেখার কাজে। আর অসীম ধৈর্যে বাড়ি সামলাতেন অনীতা। চিকিৎসক স্বামীর কর্মব্যস্ততা নিয়ে কোনও অসুবিধা হয়নি? প্রশ্ন শুনে হেসে অনীতা বলেন, 'আমার বাবা আলিপুরদুয়ার হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন। তাই স্বামীর কর্মব্যস্ততা নিয়ে কোনও দিনই আমার অভিযোগ ছিল না। অনীতাদেবী নিজেও একসময় ইচ্ছাপুর নর্থল্যান্ড হাইস্কুলে অঙ্কের শিক্ষিকা ছিলেন।

একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী স্ত্রী পাশে থাকলে জীবন কতটা মসৃণ ও সুন্দর হয়ে ওঠে, তা পদে পদে উপলব্ধি করেন অমরেন্দ্রনাথ। তাঁর কথায়, 'এমবিবিএস পাশ করার আগে আমাকে অনেকটা সময় চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তবে এমবিবিএস পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করার পর ধীরে ধীরে সেই মেঘ কেটে যায়। বিয়ের পর আমার স্ত্রী সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর মতো পাশে থেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব একা হাতে সামলেছে।' বয়সের ভারে এখন আর আগের মতো রকমারি রান্না করে স্বামীকে খাওয়াতে না পারলেও, সকালে নিজের হাতে এক কাপ চা বানিয়ে স্বামীকে খাওয়াতে ভোলেন না অনীতা।

শারীরিক দুর্বলতার কারণে ২০১৯ সালে হালিশহরের ভিটে ছেড়ে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ছেলে ডাঃ উদয়ন মজুমদারের কাছে চলে আসেন তাঁরা। তারপর থেকেই শিলিগুড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এই দম্পতি। তবে অলসভাবে বসে থাকা তাঁর ধাতে নেই; শিলিগুড়িতে আসার পর থেকেই জীবনের নানা ওঠাপড়ার গল্প লিখতে শুরু করেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা

তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্প লেখার নেপথ্যেও রয়েছে স্ত্রী অনীতার নিরলস অবদান। বয়সের কারণে অমরেন্দ্রনাথের হাত কাঁপে, তাঁর মুখে বলা কথাগুলো পরম মমতায় খাতায় লিখে দেন অনীতা।

ভ্রমণপিপাসু এই দম্পতির কাছে ঘুরে বেড়ানো জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সন্তান হওয়ার পর দার্জিলিংয়ের যে হোটেলে তাঁরা প্রথমবার ঘুরতে গিয়েছিলেন, বিয়ের ৫০ বছরের বিবাহবার্ষিকী উদযাপনেও তাঁরা সেই একই ঠিকানায় ছুটে গিয়েছেন। আজ একে অপরের পরম বন্ধু হয়ে বই, সিনেমা আর গল্প-আড্ডায় কাটছে তাঁদের প্রতিটি দিন। তবে হালিশহরের সেই বড় বাড়িতে অনেক মানুষের একসঙ্গে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া আর হইহুল্লোড় শিলিগুড়ির এই বদ্ধ ফ্ল্যাট-জীবনে আর নেই। জীবনের গোধূলিবেলায় দাঁড়িয়ে এই দুই 'প্রিয় বন্ধু'র আক্ষেপ বলতে শুধু এটুকুই।

তোর টিমে তোর পাশে...

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্রেন্ড লিস্টের সংখ্যা হাজার হাজার ছাড়িয়ে গেলেও এখনও অনেকের মনই খোঁজে সেই চেনা নাম, যে নামের সঙ্গে জুড়ে শৈশবের দিনগুলি হয়ে উঠেছিল একেবারেই শর্তহীন। একসময়ের নিয়মিত অভ্যাসে এখন কেউ শুধু স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন, কেউবা আঁকড়ে রেখেছেন বন্ধুদের। আবার কেউ হারিয়ে ফেলার পর আবার নতুনভাবে যেন আবিষ্কার করেছেন বন্ধুকে।

দিনহাটার ভেটাগুড়িতে ছিল বাড়ি, স্কুলবেলা কেটেছে সেখানেই। তারপর পরিবার সহ শিলিগুড়িতে চলে আসা শান্তিনগরের নিতাই পালের। দিনহাটায় থাকার সময় তাঁর বন্ধু ছিলেন তাপস সরকার। সেই তাপস তাঁর বাবার সাইকেল নিয়ে মাঝেমধ্যে আসতেন নিতাইয়ের বাড়ির সামনে। তাপস এলেই সাইকেলের পেছনে চেপে বসতেন নিতাই। তারপর সাইকেলে চেপে কতদূর যে চলে যেতেন নিজেরাই বুঝে উঠতে পারতেন না। পৌঁছে যেতেন অন্য গ্রামেও। ফেরার পথেই তাপসকে কত যে ভূতের কথা শুনিয়ে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করতেন, সেই কথা মনে করেই এদিন হাসছিলেন নিতাই। ফেলে আসা সেই দিনগুলি বড্ড মিস করেন নিতাই। বলছিলেন, 'বন্ধু তাপস চলে গিয়েছিল মামার বাড়ি। ক্লাস সেভেন থেকেই আর তার দেখা মেলেনি। আমাদেরও শিলিগুড়ি চলে আসা। আর ওরাও গ্রাম ছাড়ে। স্মার্টফোন না থাকায় সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমি নেই। ফলে আমাদের বন্ধুত্বটা এখন শুধু স্মৃতিতেই আছে। এখন ওকে হঠাৎ করে সামনে দেখলেও চিনতে অনেক সময় লেগে যাবে।'

প্রাইমারি স্কুলে একসঙ্গে পড়ত সায়নী বিশ্বাস ও কুহেলি দাস। রোজ তাদের একই বেঞ্চে পাশাপাশি বসা চাই। না হলেই কান্না জুড়ত মানিকজোড়। এককথায় তারা ছিল 'বেস্ট ফ্রেন্ড'। তবে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময়ই কুহেলির বাবা বদলি হন কলকাতায়। শেষ দিন স্কুলে খুব কান্নাকাটি হয়েছিল। একসঙ্গে হাইস্কুলে ওঠা, বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখা, 'বেস্ট ফ্রেন্ড' হয়ে থাকার যে কথা তারা একে অপরকে দিয়েছিল, তা আর রাখা হয়নি। তারপর স্মৃতিকে দোসর করে কেটেছে বহু বছর। এখন সায়নী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। তবে হঠাৎই একদিন সোশ্যাল মিডিয়ার একটি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টে ঝলসে ওঠে তাঁর চোখ। প্রোফাইল দেখে খানিকটা কৌতূহলী হয়ে অ্যাকাউন্ট ঘাঁটতেই বুঝতে পারেন আর কেউ নয়, ফিরে পেয়েছেন তাঁর ছোটবেলার বান্ধবীকে। সায়নী জানতে পারেন, কুহেলি এখন দিল্লিতে কাজ করছেন। তিনি বলছিলেন, 'ছোটবেলায় অনেকদিন পর্যন্ত ওকে খুব মিস করেছি। এখন খুব বেশি কথা না হলেও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে ওকে কোনওদিন আবার ফিরে পাব সেটা ভাবিইনি।'

রবীন্দ্রনগরে দোকান চালান সুনীল ভৌমিক। ছোটবেলার বন্ধু গোষ্ঠ ঘোষ, সমর ভাওয়াল, মুন্না দাস, প্রদীপ দে-দের কখনোই কাছছাড়া করেননি তিনি। সবসময় বেঁধে বেঁধে থেকেছেন। সেই ছোট থেকে এই পঞ্চাশোর্ধ্বতে এসেও বন্ধুদের না হারানোর যে সুখ রয়েছে তা ঝকঝক করছিল সুনীলের চোখেমুখে।

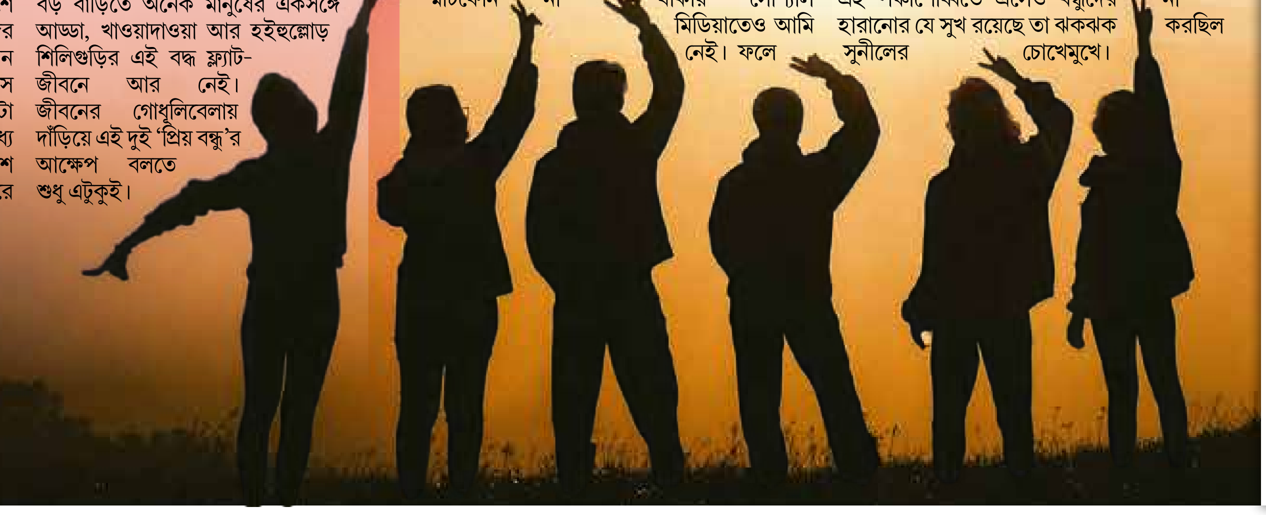

চাই ইনস্ট্যান্ট গিফট

বন্ধুত্বে ব্যাকরণ বদল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : সময়টা এখন দ্রুতগতির। আর শিলিগুড়ি শহর সেই গতির ছন্দে পা মিলিয়েছে আগেই। ভিড়ভাট্টা ঠেলে, রোদ মাথায় নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বন্ধুদের জন্য বন্ধুত্ব দিবসের উপহার কেনা এখন শুধু নস্টালজিয়া। ব্যস্ততার এই সময়ে উপহার দেওয়া-নেওয়ার ব্যাকরণটাও তাই বদলে গিয়েছে। এখন শেষমুহূর্তের প্ল্যান হোক কিংবা কাজের ফাঁকে প্রিয় বন্ধুকে সারপ্রাইজ দেওয়া, ভরসা কেবল ফোনের কয়েকটা অ্যাপ।

রবিবার ফ্রেন্ডশিপ ডে। তার আগ মুহূর্তে শনিবারে শহরের বিভিন্ন উপহারের দোকান ঘুরে দেখা গেল বন্ধুত্ব দিবস নিয়ে তেমন কোনও উচ্ছ্বাস নেই। নতুন নতুন উপহার তোলার তোড়জোড় নেই। এসএফ রোডের এক উপহারের দোকানের মালিক বললেন, 'যার কেনার রয়েছে সে এগুলোর মধ্যে থেকেই পছন্দ করে কিনে নিয়ে যাবে।' শহরের অন্য দোকানেও একই অবস্থা। উপহার, কার্ড তো বটেই এমনকি বাজারে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ডেরও তেমন দেখা নেই। মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নারের বেশ কয়েকটি দোকানে ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড আছে কি না প্রশ্ন করে উত্তরে শুনতে হল 'না'।

ফ্রেন্ডশিপ ডে-তে শহরের তরুণ প্রজন্ম ঝুঁকেছে 'ইনস্ট্যান্ট' উপহারের দিকে। অ্যাপ খুললেই চোখের সামনে হরেকরকমের অপশন, আর অর্ডারের পর কয়েক মিনিটেই উপহার সোজা পৌঁছে যাচ্ছে নিজের কাছে অথবা বন্ধুর ঘরের দরজায়। ক্যাফেতে বসে আড্ডা দিতে দিতেও বন্ধুর হাতে তুলে দেওয়া যাচ্ছে সারপ্রাইজ গিফট। ট্রেন্ড, সুবিধার এই মেলবন্ধনে অনলাইনে ইনস্ট্যান্ট কেনাকাটাই এখন বন্ধুত্ব দিবস উদযাপনের মাধ্যম।

কলেজ পড়ুয়া অঙ্কিতা রায়ের মতে, সারাদিন নানা চাপের পর আলাদা করে বাজারে গিয়ে উপহার খোঁজার মতো সময় আর ধৈর্য দুটোর কোনওটাই থাকে না। অনলাইন ডেলিভারি অ্যাপগুলোর দৌলতে বন্ধুকে পারফিউম, চকোলেট, বোকে বা সুন্দর কোনও শোপিস উপহার দেওয়া যায়। ডিজাইনার ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ডও কেনা যায়। দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করার ওই সময়টুকুতে বরং অন্য কাজ করা যায় অথবা বন্ধুকে একটু বেশি সময় দেওয়া যায়। আমি রবিবার সকালেই অর্ডার দেব অনলাইনে, বিকেলে যখন বেরোব তখন সেসব নিয়ে বেরোব।

মেহুলী দত্তের মতে, অনলাইন কেনাকাটায় একদিকে যেমন উপহার তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছায় তেমনই উপহারের সঙ্গে চকোলেট বা অন্যকিছুও আনিয়ে নেওয়া যায়। নানা ডিজাইনের ক্যারিব্যাগও পাওয়া যায়। সেই ক্যারিব্যাগে উপহার ভরে নিলেই হল। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, বন্ধু যদি শহরের অন্য প্রান্তেও থাকে ঘরে বসেই কয়েক মিনিটে তার ঠিকানায় উপহার আর ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। এই সুযোগের ফলে দূরত্বটা এখন খুব বেশি বাধা হয় না।

এই যেমন ধরা যাক প্রতীক দাসের কথা, নিজে শহরের বাইরে থাকলেও বান্ধবীকে ফুলের বোকে পাঠাতে ভোলেন না তিনি। বরং সকাল সকাল অনলাইন মাধ্যমে এই সারপ্রাইজ পেতে চলেছে তাঁর বান্ধবী। প্রতীক বলছিলেন, 'কত সুবিধে হয়েছে। দূরে থাকলেও বান্ধবীকে স্পেশাল ফিল করাতে একটুও অসুবিধে হয় না।'

মানুষের এই পছন্দ খুব ভালো করেই বুঝেছে ওই অনলাইন সংস্থাগুলিও। তাই তো বন্ধুত্ব দিবসের আগে কয়েকদিন ধরেই জোরকদমে চলছে ওদের প্রস্তুতি। যাঁরা ডেলিভারি করবেন তাঁরা বলছেন, রবিবার ভীষণ চাপ থাকবে কাজের।

একটি অনলাইন সংস্থার শিবমন্দিরের স্টোর ম্যানেজার শুভজ্যোতি রায় বলছিলেন, 'শনিবার সন্ধেতেই ডেলিভারি পার্টনারদের রবিবারের সারাদিনের কাজের বিষয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। গত বছরও বেশ ভালো সাড়া ছিল। এবছর শনিবার থেকেই অর্ডার বাড়তে শুরু হয়েছে। ফ্রেন্ডশিপ-ডে এর কথা মাথায় রেখে ফুলের বোকে, নানা ধরনের চকোলেট বক্স, ফ্রেন্ডশিপ ব্যান্ড তোলা হয়েছে।

আম্রুত-২ প্রকল্পে ফের শুরু সমীক্ষা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা আম্রুত-২ প্রকল্পের কাজ নিয়ে ফের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। শনিবার সারাদিন পাইপের 'অ্যালাইনমেন্ট'-এর নকশা তৈরির জন্য বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে যৌথ টিম সমীক্ষা চালায়। নৌকাঘাট থেকে শুরু হওয়া সমীক্ষা বর্ধমান রোড হয়ে মহানন্দা সৌন্দর্যায়ন এলাকা পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে প্রধাননগরের রেগুলেটেড মার্কেট ও সেবক রোডের রিজার্ভার পর্যন্ত ম্যাপ দেখে পাইপের অ্যালাইনমেন্টের রাস্তা চিহ্নিত করা হয়।

পাইপের 'অ্যালাইনমেন্ট'-এর নকশা তৈরির জন্য সমীক্ষা। শনিবার।

যৌথ টিমের এক সদস্যের কথায়, 'নকশা তৈরির পর প্রস্তাবটি সরকারের কাছে পাঠানো হবে।' এদিকে, নির্ধারিত অ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী সরকারি জমিতে গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু দোকান উচ্ছেদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। টিমের বক্তব্য, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্ছেদের বিষয়টি সরকার দেখবে।

আম্রুত-২ প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ৫১১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আম্রুত-১'এর কাজ শেষ হলেও আম্রুত-২ এবং ৩ এর কাজ এখনও বাকি রয়েছে। আম্রুত-২ প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূলত দুটি বাধা রয়েছে। একটি গজলডোবার 'পাখি বিতান', অন্যটি গজলডোবা সেতুর নীচ দিয়ে ফুলবাড়িতে পাইপ জোড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া। দুই ক্ষেত্রেই অনুমতি না মেলায় কাজ আটকে রয়েছে। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'শহরে বর্তমানে রোজ ১০০ মিলিয়ন লিটার জলের প্রয়োজন হলেও মাত্র ৫০-৫৫ মিলিয়ন লিটার আসে। আম্রুত-২ প্রকল্প শুরু হলে ১৩৫ মিলিয়ন লিটার জল আসবে।'

এদিনের যৌথ সমীক্ষায় পুরনিগম ছাড়াও পূর্ত দপ্তর, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর (পিএইচই), এইচপিসিএল-এর কর্মীরা ছিলেন। নৌকাঘাট থেকে সমীক্ষা শুরু হয়ে জলপাই মোড়, ঝংকার মোড়ের ফ্লাইওভার হয়ে টিম লালমোহন মৌলিক ঘাটে যায়। সূত্রের খবর, সেখান থেকে পাইপ দুটি লাইনে ভাগ হবে। একটি সরাসরি রেগুলেটেড মার্কেটে এবং অন্যটি সেবক রোড হয়ে রিজার্ভারে যাবে।

অন্যদিকে, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী আসার ঠিক আগে এই ধরনের সমীক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিভিন্ন মহল মনে করছে। দ্রুত প্রকল্প শুরুর আগের জটিলতা কাটিয়ে কাজ শুরু হবে বলে শহরের সাধারণ মানুষের আশা।

লটারিতে জয়ী

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক পদে লটারির মাধ্যমে জয়ী হলেন অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের (এবিআরএসএম) প্রার্থী সৌম সরকার। শুক্রবার নির্বাচনে তিনি ও বিরোধী প্রার্থী (এবিআরএসএম) সন্দীপ দাস দুজনেই ২৮টি করে ভোট পাওয়ায় লড়াই 'টাই' হয়। কলেজে ৫৮ জন অধ্যাপক থাকলেও দুজন ভোট দেননি। টাই হওয়ায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে শনিবার লটারির আয়োজন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বাক্সে দুই প্রার্থীর নাম লেখা চিরকুট ফেলা হয়। অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলাল বাক্স থেকে চিরকুট তুললে তাতে সৌমের নাম ওঠে। ফলে তিনি ২৯টি ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন।

দুর্ঘটনায় উদ্বেগ

ইসলামপুর, ১ অগাস্ট : ইসলামপুর শহরের মূল রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনা এড়াতে শনিবার উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির যুব মোর্চার তরফে ইসলামপুর ট্রাফিক গার্ডের অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়তে থাকে। শুক্রবার রাতে বাস টার্মিনাস চত্বরে একটি লরি ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব ভাওয়াল বলেন, 'এই ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই ট্রাফিক ওসির কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।'

পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় বার্তা লিখেছে পুরনিগম। শনিবার তোলা ছবি।

পড়ুয়াদের হলমুখী হওয়ার বার্তা

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়াতে শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী 'আন্তর্জাতিক স্পোর্টস ফিল্ম ফেস্টিভাল'-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল শনিবার। শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শেষ দিনে পড়ুয়াদের মোবাইল বা টিভির বদলে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়। একইসঙ্গে এদিন স্পোর্টস কুইজে অংশগ্রহণকারী ১৯টি স্কুলের পড়ুয়াদের সংবর্ধনা ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকরা।

বর্তমানে মোবাইলের যুগে দর্শকদের হলবিমুখতা প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটির সম্পাদক প্রদীপ নাগ বলেন, 'সিনেমায় আলো ও শব্দের নানা কারসাজি থাকে। কোন দৃশ্যে কী কারিগরি কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে, তা মোবাইলের ছোট স্ক্রিনে বোঝা সম্ভব নয়। বড় পর্দায় ছবি দেখলে গল্পের পাশাপাশি এর নির্মাণশৈলী সম্পর্কেও দর্শকরা অবগত হতে পারে।'

এদিন কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়ি ফিল্ম ফেস্টিভাল আয়োজনের দাবিতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কাছে সিনে সোসাইটির তরফে একটি লিখিত আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হয়। ফেস্টিভালের শেষ দিনে খেলাধুলোভিত্তিক ভারতীয় চলচ্চিত্র 'গোল্ড' এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'অ্যাথলিটস আর ম্যাড' প্রদর্শিত হয়। প্রথমবার এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে খুশি পড়ুয়ারাও। সিনে সোসাইটির সভাপতি সঞ্জীবন দত্তরায় জানান, আগামী বছর আরও বেশি সংখ্যক

স্কুলকে এই উৎসবে শামিল করার জন্য আবেদন জানানো হবে।

এদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোশ্যাল স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সুব্রত দে, ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটির (ইস্টার্ন রিজিওন) কোষাধ্যক্ষ বিপ্লব ঘোষ এবং শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী প্রমুখ। আয়োজকদের তরফে তাঁদেরও সংবর্ধনা জানানো হয়।

পৃথিবীর পাঠশালা

সাগরের যম

জেলিফিশের বিষাক্ত শুঁড় সাগরের সবচেয়ে মারাত্মক মারণাস্ত্র। এদের শরীর চৌকো বাক্সের মতো এবং চারপাশ থেকে লম্বা শুঁড় বের হয়। এই শুঁড়ে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট বিষাক্ত কোষ থাকে। কেউ ভুল করে এই শুঁড়ের সংস্পর্শে এলে শরীরে তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে হৃদযন্ত্র কাজ করা বন্ধ করে দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এই কারণেই এদের সামুদ্রিক বোলতা বা সাগরের যম বলা হয়।

নীল চক্রের বিষ

অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে পাওয়া ব্লু-রিংড অক্টোপাস আকারে মাত্র একটি গলফ বলের সমান হয়। কিন্তু রেগে গেলে এর হলুদ গায়ে নীল রঙের গোল দাগগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটি সাগরের অন্যতম বিষাক্ত প্রাণী। এর কামড়ে যে পরিমাণ বিষ থাকে, তা দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাব্বিশজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হল, এর বিষের কোনও প্রতিষেধক আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

খোলসের আড়ালে মৃত্যু

'কোন স্নেইল' বা সামুদ্রিক শামুকের খোলস দেখতে এতই সুন্দর হয় যে পর্যটকরা তা কুড়িয়ে পকেটে রাখতে চান। কিন্তু এই সুন্দর খোলসের ভিতর লুকিয়ে থাকে এক মারাত্মক ঘাতক। এরা শিকার করার জন্য হারপুনের মতো বিষাক্ত দাঁত ছুড়ে মারে। এদের বিষ এতই শক্তিশালী যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে পুরোপুরি অকেজো করে দেয়। এদের কিছু প্রজাতির বিষের কোনও প্রতিষেধক নেই। সুন্দর জিনিসের আড়ালেও যে মৃত্যু লুকিয়ে থাকতে পারে, এটি তার প্রমাণ।

কোমোডোর বিষাক্ত কামড়

ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো ড্রাগন হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টিকটিকি। এদের কামড় অত্যন্ত মারাত্মক। আগে মনে করা হত, এদের মুখের লালায় থাকা ব্যাকটিরিয়ার কারণেই শিকার মারা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, এদের চোয়ালে আসল বিষের গ্রন্থি থাকে। এদের বিষ শিকারের রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না এবং রক্তচাপ একদম কমিয়ে দেয়। ফলে শিকার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এরা তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খেয়ে নেয়।

নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

দার্জিলিং মেলে চুরি, উদ্বেগে যাত্রীরা

শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : মালদা টাউন স্টেশন পেরিয়ে ট্রেন তখন নিউ জলপাইগুড়ির দিকে ছুটছে, হঠাৎ চোর চোর শব্দে হুলুস্থুল পড়ে গেল কামরায়। যে পর্যটকরা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠে হইহুল্লোড় করছিলেন, তাঁদেরই চোখেমুখে তখন উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে চুরির ঘটনায় হতবাক তাঁদের অনেকেই। শনিবার ভোররাতে চুরির ঘটনাটি ঘটে শিয়ালদা থেকে এনজেপিগামী ১২৩৪৩ আপ দার্জিলিং মেলের এসি টু টিয়ারে।

ট্রেন মালদা টাউন স্টেশন থেকে ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই এ-টু বগির এক যাত্রী চোর চোর বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। তাঁর চিৎকার শুনে জেগে যান সহযাত্রীরা। সিদ্ধার্থ দত্ত নামে ওই যাত্রী ছুটে গিয়ে অ্যাটেনডেন্টদের ডাকেন। বলেন, 'আমার স্ত্রীর পাশেই দুটো ছোট ব্যাগ ছিল। আচমকা ঘুম ভেঙে যায় আমার। দেখি, ব্যাগ দুটো নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেনডেন্টরা ট্রেনে থাকা আরপিএফকে খবর দেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি চলে আসেন আরপিএফ কর্মীরা। তাঁদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সিদ্ধার্থ বলেন, 'আমি স্ত্রীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি যাচ্ছি। এভাবে দার্জিলিং মেলে চুরি হবে, তাও আবার এসি টু টিয়ারে, ভাবতেও পারছি না। এতজন পুলিশকর্মী রয়েছেন, তাও কীভাবে চুরি হয়?'

- শিয়ালদা থেকে এনজেপিগামী ১২৩৪৩ আপ দার্জিলিং মেলে চুরি
- মালদা টাউন স্টেশন ছাড়ার পর চুরির ঘটনা ঘটে
- টাকাপয়সা নিয়ে বাথরুমে ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী

তাঁর ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করতে থাকেন পুলিশকর্মীরা। ঠিক সেসময়েই রাজু বসুনিয়া নামে এক যাত্রী চেঁচিয়ে ওঠেন। বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি চেঁচাচ্ছিলেন, 'এই যে এদিকে আসুন, দুটো ব্যাগ ঝুলছে বাথরুমের মধ্যে।'

সেখানে সিদ্ধার্থ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশকর্মীরা যান। দেখেন, চুরি যাওয়া ব্যাগ দুটোই বাথরুমের ভিতর রয়েছে। তবে ব্যাগ খুলে তাতে থাকা টাকাপয়সা আর পাওয়া যায়নি। ব্যাগগুলো ফেরত পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পান সিদ্ধার্থ। ব্যাগ খুলে বলেন, 'যাক আই কার্ডগুলো নেয়নি। শুধু টাকা নিয়ে পালিয়েছে।' এরপরই অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। চলন্ত ট্রেন থেকে দুষ্কৃতী কীভাবে পালিয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যাত্রীরা। এনিয়ে অবশ্য রেল পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

পরিবার নিয়ে দার্জিলিং ঘুরতে আসছিলেন অশ্বিনী পণ্ডিত। চ্যাঁচামেচি শুনে তিনিও জেগে ওঠেন। তাঁর কথায়, 'দার্জিলিং মেলের এসি কম্পার্টমেন্টে এভাবে চুরি হচ্ছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়? উদ্বেগ তো হচ্ছেই।'

ক্ষোভ প্রকাশ করে তানিয়া মণ্ডল নামে আরেক যাত্রী বললেন, 'এত এত টাকা দিয়ে টিকিট কাটছি। কিন্তু নিরাপত্তা বলতে কিচ্ছু নেই।'

রেল পুলিশ ও যাত্রীদের অনুমান, মালদা থেকে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই চুরির ঘটনাটি ঘটে। যাতে ধরা না পড়ে, সেজন্যই বাথরুমে ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতী। তবে ব্যাগে থাকা টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। এবিষয়ে এনজেপিতে জিআরপি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

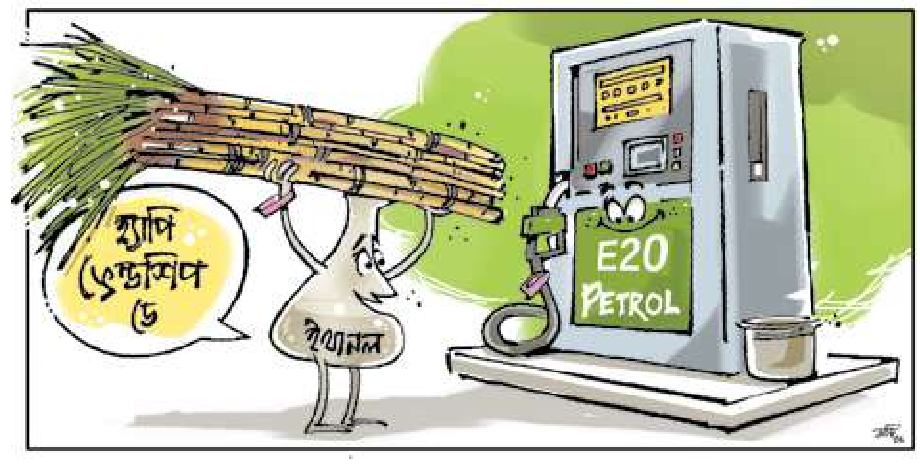

গোর্খাল্যান্ড নিয়ে চাপের কৌশল

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবস আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। তার আগেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি সহ শাখা সংগঠনে বড় রদবদল করবেন অনীত থাপা। শনিবার কার্সিয়াংয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এরই সঙ্গে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতেও বিধায়ক, সাংসদ এবং সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্তও হয়েছে। অনীত এদিন বলেছেন, 'আমরা উন্নয়নের স্বার্থে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) ছিলাম। কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যেও বিজেপির সরকার হয়েছে। এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার আমাদের গোর্খাল্যান্ড দেবে বলে আমরা নিশ্চিত। সেই আশা নিয়েই জিটিএ ছেড়ে এসেছি। কিন্তু এখনও বিজেপি জোর করে জিটিএ চালাবে, গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কথা তুলবে না, এটা হবে না।'

এদিনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলের সভাপতি পাহাড়ে জিটিএ'র ৪৫টি সমষ্টিতেই যাবেন। শীঘ্রই তিনি এই সমষ্টি অভিযান শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলবেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, রাজ্যে পটপরিবর্তন এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতির চাপে অনীত থাপা জিটিএ ছেড়েছেন। তারপর থেকে তাঁর দলেও ভাঙন ধরেছে। অনেক সভাসদই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাই দলীয় সংগঠনে ভাঙন রুখতে অনীতের পাহাড়ের প্রত্যেকটি সমষ্টিতে ঘুরে ঘুরে নতুন নেতৃত্ব তৈরি করা ছাড়া উপায় নেই।

কাঁচা পাতা কেনা নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাবে বটলিফ

নাগরাকাটা, ১ অগাস্ট : কাঁচা পাতা কেনা নিয়ে রবিবার নিজেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানাবে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি। এজন্য শিলিগুড়িতে বটলিফ মালিকরা একটি সভা ডেকেছেন।

শনিবার বিকেলে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের ডাকে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা হয়। জলপাইগুড়ির আইটিপিএ হলে আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা ওই সভায় সাংসদ সবরকমভাবে চা শিল্পের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিকে আবার কাঁচা পাতা কেনা শুরু করার আর্জি জানান।

সভার শেষে তাঁর কথায় ইতিবাচক সুরই শোনা গিয়েছে। তিনি বলেন, 'আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ চা শিল্পে এই অচলাবস্থা চলুক, এটা কখনোই কাম্য নয়। বহু মানুষের রুটিরুজি এর সঙ্গে জড়িত। যে কারণে নয়াদিল্লিতে সব কাজ ফেলে সমস্যা মেটাতে জলপাইগুড়িতে এসেই বৈঠক করেছি। সরকার সবরকমভাবে চা শিল্পের পাশে রয়েছে। একথা সবাইকে বলাও হয়েছে।'

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোটি বলেন, 'সাংসদের ডাকা বৈঠকে আমরা আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। রবিবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।'

চা মহল সূত্রেই জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম রায়, রাজগেঞ্জর বিধায়ক দীনেশ সরকার সহ জেলা শাসকের প্রতিনিধি, টি বোর্ডের আধিকারিক, ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি সহ উত্তরের বিভিন্ন জেলার বটলিফ ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধি, বটলিফ চায়ের মূল ক্রেতা বহুজাতিক সংস্থা ও প্যাকেটার্স সংস্থার কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। যে নিষিদ্ধ রাসায়নিক মোনোক্রোটোফোস-এর ব্যবহার নিয়ে ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা গত সোমবার থেকে বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি কেনা বন্ধ করে রেখেছে সেই রাসায়নিকের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ নিয়ে কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল গত শনিবার নবান্নতে আয়োজিত ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'আলোচনা সদর্থক। সোমবার থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করছি। সাংসদের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত সাধুবাদযোগ্য।'

> **উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ চা শিল্পে এই অচলাবস্থা চলুক, এটা কখনোই কাম্য নয়। বহু মানুষের রুটিরুজি এর সঙ্গে জড়িত। যে কারণে নয়াদিল্লিতে সব কাজ ফেলে সমস্যা মেটাতে জলপাইগুড়িতে এসেই বৈঠক করেছি। সরকার সবরকমভাবে চা শিল্পের পাশে রয়েছে।**
>
> -**জয়ন্ত রায়** সাংসদ

এদিনের বৈঠকে সাংসদও অবৈধ রাসায়নিক ব্যবহারে কড়া নিষেধাজ্ঞার কথা জানিয়ে বটলিফ সহ বহুজাতিক সংস্থা ও প্যাকেটারদের আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই রাসায়নিকের ব্যবহার কোনও ক্ষুদ্র চা চাষি যাতে আর না করেন সেজন্য ব্যাপক হারে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শনিবার জলপাইগুড়ির আইটিপিএ হলে বৈঠক।

শংসাপত্র বাতিল, প্রশ্নে অধ্যাপকের চাকরি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১ অগাস্ট : নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় আগেই সরগরম হয়েছিল। তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে ২০১৮ সালে কার্তিক দাস নিয়োগ পান। নিয়োগের পর তাঁর জমা দেওয়া জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে বিজেপির তপশিলি মোর্চা অভিযোগ তোলে। তদন্তের পর কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী সেই শংসাপত্র বাতিল করেছেন। নিয়ম মেনে শংসাপত্রটি দেওয়া হয়নি বলেও তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। ফলে যে শংসাপত্রের ভিত্তিতে কার্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, সেটি বাতিল হওয়ায় তাঁর চাকরি থাকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিজেপির তপশিলি মোর্চার জেলা সভাপতি রাজকুমার কার্জি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোপুরি অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই নয়, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীও এই দুর্নীতিতে যুক্ত থাকতে পারেন বলে আমাদের ধারণা। প্রত্যেককে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া হোক।' সংগঠনের অভিযোগ, ২০১৮ সালে কার্তিক চাকরি পাওয়ার সময় তাঁর কাছে এই রাজ্যের তপশিলি শংসাপত্র ছিল না। তা সত্ত্বেও অদৃশ্য কোন জাদুবলে অধ্যাপকের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি চাকরি তিনি কীভাবে পেয়ে গেলেন, তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি উঠেছে। বিজেপির আরও অভিযোগ, এই দুর্নীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি তৎকালীন সদর মহকুমা শাসকও জড়িত থাকতে পারেন। নিয়োগের সময়ে যে কমিটির মাধ্যমে কার্তিকের নিয়োগ হয়েছিল, সেই কমিটির সদস্যদেরও তদন্তের আওতায় আনতে দাবি জানানো হয়েছে।

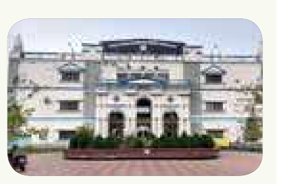

- তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে ২০১৮ সালে কার্তিক দাস নিয়োগ পান
- পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের কয়েক মাস পর তাঁর জমা দেওয়া জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে অভিযোগ ওঠে
- কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক শংসাপত্রটি বাতিল করেছেন, এতে অধ্যাপকের চাকরি থাকবে কি না বলে প্রশ্ন

অধ্যাপক কার্তিক দাসের বক্তব্য, 'আমি আগে অসমে চাকরি করতাম। সেখানকার এসসি শংসাপত্র ছিল। সেটি নিয়েই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দিই। সেইসময় একমাত্র আমিই চাকরিপ্রার্থী ছিলাম। তাই কাউকে বঞ্চিত করার কোনও বিষয় নেই। নিয়োগের সময় বলা হয়েছিল এই রাজ্যের এসসি শংসাপত্র জমা দিতে হবে। তাই সরকারিভাবে আবেদন করে শংসাপত্র নিই। তা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিই। সেই শংসাপত্র যাচাইও করা হয়েছিল। তারপরেও এখন কীসের ভিত্তিতে তা বাতিল করা হল জানি না।' সদর মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আগে কার্তিককে যে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল, তা তাঁর পাওয়ার কথা নয়। নিয়ম মেনে তা দেওয়া হয়নি বলেই সেটি বাতিল করা হয়েছে।

শংসাপত্র বাতিলের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কার্তিককে শোকজ করেছে। রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'সদর মহকুমা শাসক শংসাপত্রটি বাতিল করায় আমরা কার্তিক দাসকে শোকজ করেছি। ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। এরপর নিয়ম মেনে পদক্ষেপ করা হবে।' তবে এতদিন কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নিয়োগের সময় কোনও শংসাপত্র জমা পড়লে কর্তৃপক্ষের তা যাচাই করার কথা। এক্ষেত্রে সেই যাচাইয়ে ত্রুটি হল কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। মাস দুয়েক আগে বিজেপির তপশিলি মোর্চা এই নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনে নামে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা স্মারকলিপিও দেয়। এরপরই তদন্ত শুরু হয়। শেষপর্যন্ত শংসাপত্র বাতিল হওয়ায় বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

যন্তরমন্তর

প্রথম পাতার পর

এক মন্ত্রীর ছেলেকে হানিট্র্যাপে ফেলে অপহরণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে হামিমের হদিস পান গোয়েন্দারা। বেশ কয়েকমাস ধরেই বর্ধমানে থাকছিল সে। পিলখানায় তাকে নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ স্থানীয়রা।

বছর চারেক আগে সমাজমাধ্যমে হামিমের পরিচয় হয় অর্পিতার সঙ্গে। হানিট্র্যাপে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হত অর্পিতাকে। আইজি বলছেন, 'দুজনেই জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। মন্ত্রীর ছেলেকে হানিট্র্যাপে ফেলার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল অর্পিতাকে। ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রামের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক বিস্তারে কাজ করত তারা।'

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এদিন মুখ খুলেছেন। তাঁর কথায়, 'এরা টাকার জন্য দেশের বড় ক্ষতি করে দেবে। আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আবেদন করব, এই ধরনের কার্যকলাপ দেখলে পুলিশকে খবর দিন।'

রানা, হুসেল, আবিদ, জেঠ নামে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল হামিমের। হামিমকে দিয়ে মূলত রাজ্যজুড়ে নেটওয়ার্ক তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। গৌরব শর্মা বলছেন, 'আমরা বেশ কয়েকজনের নাম পেয়েছি। তদন্তের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন রাখতে হবে।'

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, পাকিস্তান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর গতিবিধি সম্পর্কে জানানোর জন্য হামিমকে 'অ্যাসাইনমেন্ট' দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও ছিলেন টার্গেটে।

সামনেই ১৫ অগাস্ট। ওইসময় ধৃতদের কোনও টার্গেট দেওয়া হয়েছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূল দুষ্কৃতীরা

প্রথম পাতার পর

তিনজন আমাদের থেকে টাকা তুলত। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব কাটমানি তোলা বন্ধ করে দেয়। যেহেতু আজকে আমাদের টাকা পাওয়ার দিন সেই কারণে ওই তিনজন টাকা তোলার জন্য আসে। আমরা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তিনজন মিলে আমাদের দুজন শ্রমিককে মারধর করে। কাটমানি না দিলে শ্রমিকদের তারা আর কাজ করতে দেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেয়।'

প্রতিদিন ওই কর্মীরা দিনে গড়ে পাঁচ থেকে সাত হাজার ব্যাগ চাল ট্রাক থেকে নামানো ও ওঠানোর কাজ করেন। হিসাব, বলছে তৃণমূল নেতারা ওয়্যারহাউসের কর্মীদের থেকে মাসে প্রায় ২ লক্ষ টাকা কাটমানি তুলত। কামরাঙ্গাগুড়ি এলাকার বাসিন্দা সাইরুল হক ১০ বছর ধরে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। সাইরুলকে এদিন মারধর করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'তৃণমূল আমলে মারাত্মক জুলুম করে টাকা তোলা হত। বিজেপি সেই টাকা তোলা বন্ধ করে দেয়। টাকার জন্য তৃণমূল নেতারা প্রথমে আমাদের গালিগালাজ করেছে। এদিন গোডাউনে বাইক থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়।'

গোডাউনটি কোথায় রয়েছে বা কারা কাটমানি তুলছে সেটার কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ রায়। তিনি বলেন, 'গোডাউনটি আগে দেখিনি। ভোটের আগে চার মাসের জন্য সভাপতির দায়িত্ব সামলে ছিলাম। কে কোথায় কী করেছে, সেই নিয়ে কিছু জানি না।'

দুর্নীতি নিয়ে দলকে

প্রথম পাতার পর

তাঁর বক্তব্য, 'আমরা ২০৭, এই শরীরী ভাষা নিয়ে কেউ যদি নেমে পড়েন ময়দানে, তবে তার পরিণতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে।' পালাবদলের পর রাতারাতি তৃণমূলের পতাকা ছেড়ে বিজেপিতে আসা কর্মীদেরও তিনি সতর্ক করেন। শমীক বলেন, 'আমরা দলের পক্ষ থেকে সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। আবার বলছি, পুরোপুরি করতে পেরেছি সেটা নয়।' তবে শীঘ্রই তোলাবাজি গোড়া থেকে নির্মূল করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশাবাদী।

তোলাবাজির পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা ও ইতিহাস বিকৃতি নিয়েও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সরব হন। তাঁর অভিযোগ, 'পূর্ববর্তী সরকার বাংলাকে জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ বানিয়েছিল, আর তারও আগের সরকার সেফ হোম বানিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য বানানো হয়েছিল।' সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, 'পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষ আজ ভাবুন, আপনারা এপিজে আব্দুল কালাম, কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা আশফাকউল্লা খানের সঙ্গে থাকবেন, নাকি আফজল গুরুর পাশে দাঁড়াবেন?' শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ তুলে তাঁর দাবি, দীর্ঘ বাম শাসনে প্রকৃত বীরদের ভুলিয়ে মোগল ও সুলতানদের ইতিহাস শেখানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য ও বীরত্বগাথা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে বলেও শমীক দাবি করেন।

লিফট দিয়ে সর্বস্বান্ত, ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : গাড়িতে লিফট দিয়ে বিপত্তি। সর্বস্বান্ত করার অভিযোগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করল। ধৃত ধ্রুব সাহানি সন্তোষীনগরের এবং অভিনন্দন রায় গঙ্গানগরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

লোয়ার ভানুনগরের বাসিন্দা বিশাল মাহাতো অভিযোগে জানান, রাতে জলপাই মোড় হয়ে বাড়ি ফেরার সময় এক তরুণ রাস্তায় সাহায্যের আবেদন করেন। বিশাল তাঁকে গাড়িতে তুলে নেন। ওই তরুণের কথামতো পতিরামজোতে পৌঁছাতেই তিন তরুণ তাঁদের ঘিরে ধরেন। অভিযোগ, তাঁরা নিজেদের পুলিশকর্মী পরিচয় দিয়ে বিশালকে মারধর করেন। এরপর মোবাইলের মাধ্যমে চার হাজারেরও বেশি টাকা ট্রান্সফার করিয়ে নেন এবং মোবাইল ছিনিয়ে নেন। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা একই পদ্ধতিতে আগেও ছিনতাই করেছেন। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বাড়ি ফেরত

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : মাটিগাড়া থানার পুলিশ মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলাকে তাঁর নাতির হাতে তুলে দিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে পুলিশকর্মীরা রাস্তায় ওই মহিলাকে দেখতে পান। তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসার পর পরিচয় ও বাড়ির সন্ধান শুরু হয়। বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে, মহিলা প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। মাটিগাড়া থানার পুলিশকর্মীরা এরপর প্রধাননগর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় মহিলার বাড়ির সন্ধান মেলে। পরে তাঁর নাতি থানায় এসে মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে যান।

আহতের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : ২৭ জুলাই শুভেন্দু অধিকারীর উত্তরকন্যায় ঢোকার ঘণ্টা দুয়েক আগে উত্তরকন্যার সামনে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। প্রদীপ গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি স্ত্রীকে বাইকে বসিয়ে শিলিগুড়ি থেকে জলাইগুড়ি ফিরছিলেন। উত্তরকন্যার সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় উলটোদিক থেকে যাওয়া একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে তাঁর বাইকের ধাক্কা লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে প্রদীপকে পরে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শুক্রবার রাতে প্রদীপের মৃত্যু হয়। মৃতার স্ত্রী বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : বিজেপির বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। শনিবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে কাছারি রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয়। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি করুণাময় চৌধুরী, জেলা সম্পাদক অনিরুদ্ধ বসু প্রমুখ।

শিলান্যাস

বাগডোগরা, ১ অগাস্ট : রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন শনিবার মাটিগাড়া বিনয়কৃষ্ণপল্লির শিশুশিক্ষাকেন্দ্র চত্বরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস করেন। আনন্দ বলেন, '৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তৈরি করা হবে।'

সোনালি ধারায় শরিক

প্রথম পাতার পর

জেসমিন মনোবিদের দ্বারস্থ হন। ১ জুলাই থেকে কমনওয়েলথের প্রস্তুতি শুরু করেন জেসমিন। মনোবিদের পরামর্শই জেসমিনকে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে সাহায্য করে। বলেছেন, 'মনোবিদের পরামর্শ কাজে লেগেছিল। কোচ, সাপোর্ট স্টাফরাও সবসময় পাশে ছিল। ২০ দিনের প্রস্তুতি নিয়ে গ্লাসগোতে এসেছিলাম। অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছি।'

জেসমিনের আগেই ভারতকে দিনের প্রথম সোনালি খবর এনে দেন প্রীতি পাওয়ার। মহিলাদের বক্সিংয়ে ৫৪ কেজি বিভাগে কানাডার শার্লট ডেলগাডোকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে সোনা জিতে নেন তিনি। প্রথম দুই রাউন্ডে একতরফা আধিপত্যের পর তৃতীয় রাউন্ডে শার্লটকে ফেরার কোনও সুযোগই দেননি হরিয়ানার এই বক্সার। পরে প্রীতি বলেছেন, 'অনুভূতি প্রকাশের ভাষা নেই। বড় মঞ্চে দেশের হয়ে এটাই আমার প্রথম সোনা। আমার পরিবার খুব খুশি। আশা করি, দেশও আমার জন্য গর্বিত।' জেসমিন, প্রীতির পর এদিন বক্সিংয়ে সোনালি ধারা অব্যাহত রাখেন সাক্ষী চৌধুরী (মহিলাদের ৫১ কেজি), প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস (মহিলাদের ৬০ কেজি)।

প্যারা শটপাটে সোনাজয়ী সোমান রানার লড়াইয়ের গল্পটা বাকি প্যারা অ্যাথলিটদের থেকে অনেকটাই আলাদা। বক্সার ছিলেন। এমনকি বিজেন্দার সিং, কেসি কুটাপ্পা, সোমবাহাদুর পুনদের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলনও করেছেন। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা সবকিছু বদলে দেয়। সেনাবাহিনীতে কর্মরত বিহারের সোমান ২০০৬ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে থাকার সময় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে ডান পা খোয়ান। এক পা হারিয়ে হতাশায় ডুবে যাওয়ার পরিবর্তে ২০১৭ সালে আর্মি প্যারালিম্পিক নোডে যোগ দেন তিনি। যা সোমানের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। গত দুটি প্যারালিম্পিকে অংশ নেওয়ার পর এবার কমনওয়েলথে সোনা জিতে যেন আক্ষেপ মেটালেন সোমান।

গেরুয়া চোখ

প্রথম পাতার পর

মন্ত্রীর বক্তব্য, 'অনেকেই আমার আশপাশে আসে, ছবি তোলে। তাই বলে ওরা প্রত্যেকেই কি আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল? এখানে যে তরুণকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বলে শুনছি, তার প্রোফাইলে আরও অনেক নেতার ছবি রয়েছে বলে শুনেছি। তাহলে ওদের কাছেও তো এব্যাপারে প্রশ্ন করা উচিত। নাম জড়িয়ে আমাকে কালিমালিপ্ত করার কোনও মানে হয় না।'

এদিকে, একের পর এক অভিযোগ উঠলেও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব কেন নীরব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলে সাংগঠনিক কাজকর্ম লাটে ওঠায় শহরের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা মানিক আরোরা সেখানকার চারটি ওয়ার্ডের দায়িত্বে যুগ্মভাবে রয়েছেন। সেবক রোডে এ ধরনের দৌরাত্ম্য নিয়ে তিনিও নীরব কেন, প্রশ্ন উঠেছে। মানিকের বক্তব্য, 'আমি সেবক রোড দেখছি না। প্রশাসন দেখে। আমাদের দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, খোদ মুখ্যমন্ত্রীও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে।'

পদ্মশিবিরের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। যে মন্ত্রীর সঙ্গে এক পাব মালিকের তোলা ছবি পাবের জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানো হয়েছিল, সেই মন্ত্রীর কাছেও খবর পৌঁছেছে বলে সূত্রের খবর। দক্ষিণবঙ্গের ওই মন্ত্রী নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। শনিবার পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বললেন, 'কে কার ঘনিষ্ঠ, সেটা বড় বিষয় নয়। সবাইকে আইন মেনেই চলতে হবে।'

শিলিগুড়ির বিধায়কের দাবি, 'পাবগুলোতে নজর দেওয়ার জন্য আমি শুক্রবার পুলিশ প্রশাসনকে বলেছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব পাব বন্ধ হয়েছে বলে মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। তবুও নিয়মমাফিক সারপ্রাইজ ভিজিট করার জন্য আমি বলেছি।' বিতর্কিত পাবগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ভক্তিনগর থানার পাশাপাশি বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ আবগারি দপ্তরেও স্মারকলিপি দিয়েছে।

রংদার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২ অগাস্ট ২০২৬ পনেরো

ঘৃণা, বিস্ময়, কৌতূহল; এক ক্ষুদ্র পতঙ্গকে ঘিরেই জেগে ওঠে এই তিন অনুভূতি। কোটি বছরের অভিযোজন, শিল্প-সাহিত্যে প্রতীকী উপস্থিতি আর মানুষের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা আদিম ভয়ের আশ্চর্য যোগসূত্রে উন্মোচিত হয় এক অচেনা জগৎ। যাকে আমরা প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াই, সে-ই হয়তো আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে অস্বস্তিকর আয়না।

আরশোলা

টিকে থাকার এক আশ্চর্য মহাকাব্য

রাজীব দে রায়

কল্পনা করা যাক আপনি কোনও পাঁচতারা শপিং মলে আপনার পছন্দের সিনেমা দেখছেন... শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সিনেমাঘরে মধ্যবর্তী বিরতির সময় মৃদু মায়াবী আলোয় পপকর্ন খেতে খেতে হঠাৎ কানের গোড়ায় ফরফর শব্দ শুনলেন এবং আপনি চমকে উঠলেন, বিস্ময়াবিষ্ট চোখে দেখলেন : নামী সিনেমা হলের আরামদায়ক সোফাটির যে বিস্তৃত অংশটায় আপনি এতক্ষণ হাত এলিয়ে, বুঁদ হয়ে হেলান দিয়ে বসে, সিনেমা দেখছিলেন— ঠিক সেখানেই না জানি কোথা থেকে একটি বিরক্তিকর আরশোলা উড়ে এসে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসেছে! এত লোকের মাঝখানে সুতীব্র অস্বস্তি নিয়ে একলাফে সোফা ছেড়ে আপনাকে উঠতেই হল। এদিকে আরশোলাটি কিন্তু নট নড়নচড়ন। কিম্ভূত এই পতঙ্গটি কফি রঙের শুঁড় উঁচিয়ে-নাড়িয়ে ফ্যাকাশে হলদেটে চোখে ঠিক আপনার দিকেই যেন ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ততক্ষণে সিনেমার বিরতি শেষ হতে চলেছে, গোটা হলের মৃদু আলো ক্রমশ নিভে আসছে— এদিকে আপনি সাহসে ভর করে সিটে বসতেও পারছেন না, কারণ তখন আপনি চূড়ান্ত দ্বিধাগ্রস্ত, অনেকটা হতভম্ব। আপনার শিরায়-শিরায় ক্রমশ প্রবল অস্বস্তি হচ্ছে... ঠিক তখনই আরশোলাটি আবার ফরফর শব্দ করে অন্য কারও অস্বস্তিবোধকে উসকে দেবার জন্য আপনার সোফা থেকে স্বেচ্ছায় উড়ে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল...! জানবেন শুধু আপনি নন। এই রকম ঘটনা আকছারই ঘটছে। আপনি-আমি বা আমরা অনেকেই এমন দৈনন্দিন হুজ্জতে বিড়ম্বনার সঙ্গে কমবেশি পরিচিত।

আপনি যে কীটনাশক স্প্রে করেছিলেন, তাতে সিংহভাগ আরশোলা মরলেও দু'একটা বেঁচে গিয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করেছে। অল্পসময়ের মধ্যেই ছানা আরশোলাগুলোর শরীরে বিষ সহ্য করার ক্ষমতা আগের প্রজন্মের চাইতে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

শুধু ঘরের বাইরে কেন, নিজের সাধের বাড়িতেই ইন্টিরিয়র ডিজাইনারকে ডেকে ড্রইং রুমে বা বেড রুমে ফলস সিলিং লাগিয়েছেন— সান্ধ্য অবসরে সারাদিনের ক্লান্তি লাঘবের জন্য ধূমায়িত চা-এর কাপ হাতে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দেওয়ালজোড়া টেলিভিশনের সামনে, ড্রইং রুমের সোফায় দু'দণ্ডের জন্য আয়েশ করে গা এলিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন— এমন সময় কোথা থেকে যে উড়ে এল একটি আরশোলা! আপনি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলছেন অথবা ভয়ে দ্রুত দরজা খুলে পাশের ঘরে সেঁধিয়ে যাচ্ছেন, আপনার হাতের কাপ থেকে গরম চা ছলকে উঠে আপনার পোশাকে ছিটকে পড়ছে— এমতাবস্থায় আপনি হয়তো ভাবছেন, এই তো গত রোববার আপনি বাড়ির আনাচে-কানাচে আরশোলা ধ্বংসকারী স্প্রে ছিটিয়েছেন, অনেকগুলো আরশোলাকে ঘরের এদিক-সেদিকে উলটে পড়ে থাকতে দেখেছেন। মৃতপ্রায় অবস্থাতেও নমস্কারের ভঙ্গিমায় একাধিক পা জড়ো করে নাড়ছে— এমন দু'একটাকে ঝাঁটা দিয়ে কষে দু'ঘা দিলেন। এই যে এতকিছু করলেন, তারপরেও ঘরে আরশোলা আবার এল কী করে! আপনি হয়তো জানেনই না, আপনি যে কীটনাশক স্প্রে করেছিলেন, তাতে সিংহভাগ আরশোলা মরলেও দু'একটা বেঁচে গিয়েছিল। আপনার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া এই দু'একটা পতঙ্গ দ্রুত বংশবৃদ্ধি করেছে। অল্পসময়ের মধ্যেই ছানা আরশোলাগুলোর শরীরে বিষ সহ্য করার ক্ষমতা আগের প্রজন্মের চাইতে কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এসবেরই সম্মিলিত ফল হল; অস্বস্তিকর এই পতঙ্গের বংশকে আপনার বাড়ি থেকে সমূলে বিনাশ করা যায়নি।

জানবেন, আপনি ব্যর্থ হলেও এই প্রজাতিকে সমূলে বিনাশ করবার কোনও উপায়ই যথেষ্ট নয়। স্মরণ করুন, ইতিহাস বইতেই আপনি পড়েছেন : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুটোয় পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছিল। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তায় দুটো আস্ত শহরই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আপনি এও জেনেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ স্রেফ ঝলসে মরে গিয়েছিল। হাজার হাজার বাড়িঘর এক লহমায় ভেঙে চুরচুর হয়ে গিয়েছিল। অগুনতি খালবিল শুকিয়ে গিয়েছিল। অজস্র প্রাণী মারা পড়েছিল। আপনি নিশ্চয়ই জেনেছিলেন, এই দুই শহরের নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের মধ্যে জীবনের সমস্ত অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে গেলেও এতক্ষণ ধরে যে আরশোলার ভয়ে আপনি অস্বস্তি অনুভব করছিলেন— সেই আরশোলা কিন্তু হিরোশিমা বা নাগাসাকি শহরে সাংঘাতিক পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করেও, তুমুল ধ্বংসের মাঝখানে 'টিকে' ছিল। আশ্চর্য ঘটনা

এরপর ষোলোর পাতায়

শিল্প-সাহিত্যে নিঃশব্দ হামাগুড়ি

ওয়াহিদা খন্দকার

প্রকৃতিতে যারা আছে তারা প্রাকৃতিক কারণেই আছে। প্রকৃতির নিশ্চয়ই কোনও না কোনও আবেদনে তারা বাঁধা পড়ে আছে। এ পৃথিবীতে যে প্রাণী যত বেশি অভিযোজিত হতে পারবে তার আয়ু তত বেশি। অর্থাৎ অস্তিত্বের সংগ্রামে যে টিকে থাকতে পারবে এ পৃথিবী তার। যেমন করে 'রক্তকরবী' নাটকে রাজার ব্যাংটা জীবনের আনন্দ ও সৃষ্টির ফুল ফোটাতে না পারলেও প্রায় তিন হাজার বছর পাথরের কোটরে টিকে ছিল। সে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জানত। আরশোলাও তেমনই যন্ত্রসভ্যতার আড়ালে, অন্ধকার বিবর্ণতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে জানে। মানুষের শতশত দমনপীড়নেও মাথা উঁচু করে বাঁচতে জানে।

কিশলয় তৃতীয় ভাগে বহুবছর আগে পড়েছিলাম গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'পিঁপড়ের বুদ্ধি'। সেখানে একটি মৃত আরশোলার ওলটানো দেহের ছবি বড় করে দেওয়া ছিল। এই লেখাটি লিখতে বসে ছোটবেলার সেই পাঠ্যবইয়ের ওলটানো আরশোলাটার কথাই মনে পড়ছে। যেখানে লেখক লিখছেন 'আরশোলার দেহটা খাবার জন্য লাল একপ্রকার খুদে বিষ পিঁপড়ে আঠার চারদিকে ঘেরাও করল'। এ যাত্রায় আরশোলার মৃত্যু হল কি না অথবা বিষ পিঁপড়ে তাকে উদরপূর্তি আদৌ কতটা করতে পারল তা বলাই বাহুল্য অথবা বিতর্কিত। তবে দেখার বিষয় হল আমাদের দেশে আরশোলা এতই ঘৃণিত এবং তুচ্ছ জীব যে সেই ছোটবেলার পাঠ্যবইয়ের পর আর তেমন কোনও লেখায় প্রাণীটিকে খুঁজে পাইনি। হতে পারে ভারতীয় সাহিত্যে অথবা সিনেমায় আরশোলাকে নিয়ে কবিতা-গল্প-উপন্যাস বড়ই অস্বস্তিকর। এটা আরও বেশি স্পষ্ট হল যখন 'কমলা নিবাস' ধারাবাহিকে একজন ওভার পজেসিভ মানুষের আরশোলা গিলে খাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয় তখন নেটিজেনদের মধ্যে প্রবল অস্বস্তি দেখা যায়। তাতেই বোঝা যায় এই দৃশ্য দর্শকদের রুচিবোধে প্রবল আঘাত করেছে।

একথা অস্বীকারের জায়গা নেই যে আরশোলা এমন একটি জীব যে টিকে থাকার সংগ্রাম ও সহনশীলতার চূড়ান্ত প্রতীক। কিছুদিন আগে মুক্তি পাওয়া 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এ দেখলাম তিনজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী একটি কাচের বয়েমে আরশোলা জমা করছে, বসকে ভয় দেখাবে বলে। তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে আরশোলা ধরতে পারা এবং তাদের বন্দি করতে পারা তাদের এক অনাবিল আনন্দ দিচ্ছে, যেন তারা কোনও এক অপার্থিব ভয়কে জয় করছে। তাছাড়া তাদের বস কিমলিঙের আরশোলাকে অত্যন্ত ভয় পাওয়ার দৃশ্য এসব কিছু আমার অত্যন্ত প্রতীকী বলে মনে হয়েছে। যেভাবে আরশোলারা হাজার প্রতিকূলতার মধ্যে দীর্ঘদিন অস্তিত্বের লড়াই করে চলে এবং এই অন্ধকার দিকটি যে চিরস্থায়ী এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সেটাই যেন ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন পরিচালক। এর মাধ্যমে চিত্রনাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন পৃথিবীর যত বড় কেউকেটা হোক না কেন অন্ধকারে রাজত্ব করা আরশোলার কাছে তারা খুবই নগণ্য। একজন নেতিবাচক প্রভুত্বের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে সামান্য এক আরশোলা।

কিশলয় তৃতীয় ভাগে বহুবছর আগে পড়েছিলাম গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখা 'পিঁপড়ের বুদ্ধি'। সেখানে একটি মৃত আরশোলার ওলটানো দেহের ছবি বড় করে দেওয়া ছিল।

স্বপ্নের ভেতর মানুষ আসলে কী করে? ছোটে, হামাগুড়ি দেয় নাকি মস্তিষ্কের পাঁকে পাঁকে ঘুরে পদ্ম ফুল তুলে আনে? স্বপ্ন আলোকিত নাকি অন্ধকার? রাতের অন্ধকারে শুয়ে থাকা আমরা আরেক অন্ধকার গলিতে ঢুকে ছবি কুড়িয়ে আনি। গ্রেগরও কানা গলিতে ঢুকে বাস্তবকে হারিয়ে দুঃস্বপ্নকে তুলে এনেছিল। আরশোলা অন্ধকারে জীবন বিস্তার করে। গ্রেগরও ঝাঁপ দিয়েছিল একটি আরশোলার অথবা কোনও এক কীটের জীবনে। লেখক কাফকা অবশ্য নির্দিষ্ট করে আরশোলা উল্লেখ করেননি কিন্তু যে কীটটিকে এখানে তিনি পরগাছা হয়ে আত্মঘৃণা ও নিকৃষ্টতার প্রতীক হিসেবে যখন দেখিয়েছেন তাতে বোঝা যায় এই সহনশীল প্রাণীটি আরশোলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এরপর ষোলোর পাতায়

ঘৃণার মুখোশে লুকিয়ে থাকে আদিম ভয়

অপরাজিতা কুণ্ডু

আমরা সবাই জানি, সংবাদ ও যোগাযোগমাধ্যমে সময়ে সময়ে এমন নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে, যা হটকেকের মতো বাজারে বিকোয়। এই বাজারি রাজনীতির ভালো-মন্দ নিয়ে তর্কে না গিয়ে শুধু এইটুকুই বলার যে, বর্তমানে বাজারে কী বিক্রি হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি ওয়াকিবহাল। তাই ছুটির দিন রবিবারকে একটু রংদার করতে এই প্রসঙ্গে সামান্য তেরছা দৃষ্টিপাত করলে খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।

দিনে বা রাতে, বাথরুম কিংবা রান্নাঘরের কোনও এক অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বাড়িময় ছোটাছুটি করে যে জীবটি, যাকে দেখলেই মাথার মধ্যে যেন সশব্দে বাজতে থাকে, 'মার ঝাড়ু, মার ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদায় কর', সেই আরশোলাই বিবর্তনের ইতিহাসে এক দীর্ঘ দৌড়ের সফল প্রতিযোগী। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু এই প্রাণীটি মানুষের তুলনায় অনেক বেশি তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করতে পারে। কিছু পোকামাকড়কে দেখলেই আমাদের গা ঘিনঘিন করে ওঠে। আর সেই তালিকার প্রথম সারিতেই থাকে আরশোলা। সুতোর মতো সরু শুঁড়, গাঢ় খয়েরি ডানা, খড়খড়ে পা আর নেহাতই নিরীহ চেহারা নিয়ে এত আতঙ্ক, এত ত্রাস ছড়িয়ে প্রাণীটি মোগাম্বোর মতো খুশি হয় কি না, কে জানে! তবে ময়লা-আবর্জনায় ঘুরে বেড়ায়, রোগজীবাণু বহন করতে পারে, এই কারণেই তার প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু ভয়? তার ব্যাখ্যা কী?

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, ভয় এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক আবেগ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আরশোলা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাউকে আক্রমণ করেছে, এমন ঘটনা প্রায় শোনা যায় না। কখন-কখনো ফরফর করে উড়ে বেড়ায় বটে, কিন্তু তার পেছনে আক্রমণের চেয়ে আত্মরক্ষার প্রবণতাই বেশি কাজ করে। আমাদের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা বিপদের প্রাথমিক সংকেত তৈরি করে। সেই সংকেত সত্যিই বিপদের ইঙ্গিত কি না, তা বিশ্লেষণ করে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। অর্থাৎ, ভয় পাওয়ার আগে মস্তিষ্ক নিজেই পরিস্থিতি বিচার করে। সেই হিসেবে আরশোলাকে ঘিরে যে আতঙ্ক, তা কেবল আত্মরক্ষার তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

তবে কি এই ভয় সম্পূর্ণ অহেতুক? তাও নয়। মানুষের মনে বহু ভয়ের জন্ম হয় সামাজিক অভ্যাস ও শেখার মাধ্যমে। ছোটবেলা থেকে কোনও শিশু যদি দেখে, বাড়ির বড়রা আরশোলা দেখলেই আঁতকে উঠছেন, তবে তার মনেও একই প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সংক্ষেপে বলা যায়, এই ভয় আসলে ঘৃণা বা বিতৃষ্ণারই আরেক রূপ, যার ভিত তৈরি হয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে।

কথায় আছে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। অর্থাৎ, 'পহেলে রূপ নিহারি, ফির গুণ বিচারি'। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবলে বলা যায়, আরশোলার যদি ময়ূরের মতো পাখা থাকত, তা হলে হয়তো তাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করার বদলে প্রশংসাই করতাম। এমন অনেক ফুল বা পতঙ্গ রয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত, অথচ তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমাদের মস্তিষ্ক কোনও সতর্কবার্তাই দেয় না। বরং ডোপামিনের প্রভাবে আনন্দ অনুভব করি। পরে সেই সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিষের সংস্পর্শে এসে মূল্য দিতে হয়। গোলাপের কাঁটার কথা জেনেও যেমন তার রূপে আমরা মুগ্ধ হই, তেমনই পায়ের তলায় পিষে মারা যায় এমন এক ক্ষুদ্র, নিরীহ প্রাণীর প্রতিই আমাদের যত ভয়, রাগ আর বিতৃষ্ণা। একে নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। অর্থাৎ, 'পহেলে রূপ নিহারি, ফির গুণ বিচারি'। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবলে বলা যায়, আরশোলার যদি ময়ূরের মতো পাখা থাকত, তা হলে হয়তো তাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করার বদলে প্রশংসাই করতাম।

অর্থাৎ, ক্যাটসারিডাফোবিয়া বা আরশোলাতঙ্ক এমন এক মানসিক অবস্থা, যার শিকড় শুধু ভয়ের মধ্যে নয়, সামাজিক সংস্কার, নান্দনিক বোধ এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসেও প্রোথিত। তাই এখানে ভয়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা। কারণ ঘৃণা এমন একটি আবেগ, যা অনেক সময় আমাদের রোগসংক্রমণের ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

আতঙ্কের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, রয়েছে তার নানা শাখা। কল্পনা হোক বা বাস্তব, কোনও স্তরেই আরশোলা কখনও ইতিবাচক চরিত্র হয়ে ওঠে না। কিন্তু আপাত নিরীহ এই প্রাণীটির প্রতি মানুষের এমন নেতিবাচক মনোভাব যদি সম্পূর্ণই মানুষের কল্পনাপ্রসূত হয়, তবে মনুষ্যতর এই প্রাণীটিরও মানুষকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। ছিটেফোঁটা গ্রে ম্যাটার যদি আরশোলার ভাগ্যে জুটত, গল্পটা হয়তো এমনই হত।

কথায় বলে, কাক কাকের মাংস খায় না। অথচ মানুষ মানুষকেই ভয় পায়। অ্যানথ্রোপোফোবিয়ার যন্ত্রণা যাঁরা ভোগ করেন, একমাত্র তাঁরাই সেই আতঙ্কের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন। মানবসমাজে ভালো-মন্দ, সাদা-কালোর ধারণাও বড় আপেক্ষিক। অনেকটা এক গোলার্ধে দিন, অন্য গোলার্ধে রাতের মতো। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমরা প্রতিনিয়ত শেক্সপিয়রের সেই বহুল উদ্ধৃত উক্তিকেই যেন সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করি, পৃথিবীটা যেন এক বিশাল মঞ্চ, আর আমরা সবাই অভিনেতা। অভিনয়ের সাফল্যে হাততালি পেলেও প্রকৃত সত্তাকে আড়াল করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। কৃত্রিমতার আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখি। কারণ আমরা জানি, মৌলিকত্বকে সহজে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা সমাজের খুব কম মানুষেরই আছে।

নিকটতম সম্পর্কেও তাই আড়াল প্রয়োজন হয়ে ওঠে। অনেক না-বলা কথা, ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত অস্ত্রের মতো, অন্তরালের অন্ধকারেই পড়ে থাকে। একবার সেই আড়াল সরে গেলে মানসিক আঘাত, ক্ষত, রক্তপাত, কোনও কিছুরই অভাব হয় না। সেখানে মৌলিকত্ব রুচিবোধের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। অভিনেতারাই জিতে যায়। অসহনীয় অসহায়তাও তাদের নিরুপায় করতে পারে না। আর ঠিক তখনই আরশোলার আয়নায় যেন ভেসে ওঠে মানুষেরই মুখ। সমস্ত মলিনতা ও কলুষতায় নর্দমার বাসিন্দা আর চার দেওয়ালের বাসিন্দা কোথাও গিয়ে একাকার হয়ে যায়।

যেখানে বিশ্বাস দিশাহীন, বিশ্বস্ততা মূল্যহীন, সরলতা বোকামি বলে বিবেচিত হয়, সেখানে ছলনা ও প্রবঞ্চনাই স্বাভাবিকভাবে জয়ী হয়। এই বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন জাগে, আদিম গুহাবাসী মানুষ থেকে সভ্যতার দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা সত্যিই কতটা এগিয়েছি? নাকি কোথাও কোথাও পিছিয়েও পড়েছি? এই প্রশ্নের সৎ উত্তর দেওয়ার সাহস খুব বেশি

এরপর ষোলোর পাতায়

আমাদের পাড়ার বিবিসি

এআই

সুনৃতা মাইতি

আমাদের গায়ে মাখা সেই মফসসলি গন্ধ উড়ে গেছে কি না জানা নেই, হয়তো গেছে, হয়তো নয়, কিন্তু মনের ভেতর লুকিয়ে আছে তার জাদু, সেই পাড়াজীবনের তুচ্ছ ধুলোখেলা, মায়াবী ছোটবেলার আলতো পরশ। সেই অকিঞ্চিৎকর স্মৃতিগুলোই যে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে কেই বা জানত!

জলপাইগুড়ি বাসের সেই বাইশ বছরের অধিকাংশ সময়ই কেটে গেছে দাদু-দিদার পাড়ায়। অদ্ভুত এক রকমের মায়া ছিল সেই পাড়ার আলসে জীবনে। সবাই সবাইকে চিনতেন, এই বাড়ি থেকে ওই বাড়ি বাটি চালাচালি হত ফি-দুপুরে। বিকেল হলেই পাড়ার অঘোষিত গার্জেন মানে ওই দাদু-দিদার দল বসে যেতেন আড্ডায়। আমার দিদার বাড়ি ছিল কাঠের তৈরি, তাতে প্ল্যাঙ্কিংয়ের মেঝে। বহু বছর আগে ভূমিকম্প আর বন্যার ভয়ে কাঠের বাড়ি তৈরির চল ছিল উত্তরবঙ্গে। তবে সে হলে কী হবে, বাড়ির সামনে সুপরিসর সিমেন্টের রোয়াক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল আড্ডার্থে। সেই ঘনঘোর আড্ডায় জানা যেত সব বাড়ির হাঁড়ির খবর। কোন বাড়ির মেয়ে কার সঙ্গে প্রেম করে, কে বাড়ি থেকে টুক করে পালাল, কার বাপ-মা বৌবরণ করে নিল, এইসব তো ছিলই, তার সঙ্গে ছিল ছেলের বৌদের কৃতকর্মের ফিরিস্তি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাশুড়িদের যুগ তখনও শেষ হয়নি, তাই বৌমাদের বিশেষ জারিজুরি খাটত না। একেকজন দিদা-ঠাম্মা ছিলেন জলজ্যান্ত বিবিসি কিংবা আল জাজিরা।

একজন দিদার নাকি 'হাটের' ব্যামো ছিল, যখনই দেখা হত, কেঁদে-ককিয়ে বলতেন, 'আমি আর বেশিদিন নাই রে মনা, হাটে খুউব ব্যথা।' খুব ছোট থেকেই, মানে জ্ঞান হওয়া ইস্তক ওই দুটি বাক্য শুনে শুনে সেই দিদার উল্লেখমাত্রেই বলে ফেলতাম, 'ও আচ্ছা! ওই বেশিদিন থাকতে না পারা দিদার কথা হচ্ছে বুঝি!' শান্ত-সৌম্য আলতা দিদার স্বামী ছিলেন ভয়ানক ঝগড়ুটে! আলতা দিদার ঝগড়ায় বিশেষ পটুত্ব ছিল না বলে ছেলের বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়ার দায়িত্ব স্বয়ং নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন গণাদাদু। সেটি শুরু হলেই আমার দিদা বলতেন, 'ওই শ্বশুর আর বৌয়ের ঝগড়া শুরু হল। আরেকটু জমুক, তারপর যাব থামাতে।' সে এক আমোদ ছিল বটে! ঝগড়া দেখতে যাওয়া। বুলি পিসি এসেছেন বাপের বাড়ি, পুলু পিসে কীভাবে তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন কুটু কাকুর সঙ্গে প্রেম-প্রেম মুখে গল্প করতে। পিসের সঙ্গে পিসির সে কী ঝগড়া! সারা রাত ধরে ঝগড়া করেছেন, সকালে সেই ঝগড়া ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছে। তাই সকালসকাল গোটা পাড়া জড়ো হয়ে গেছে সেই ঝগড়ার সাক্ষী হতে। চন্দুকাকু ঘুম থেকে উঠে লুঙ্গি পরে নিমের কাঠি দিয়ে দাঁতন করতে করতেই চলে এসেছেন পাছে ঝগড়ার পয়েন্ট মিস হয়ে যায়। ঝগড়ার তীব্রতা বাড়লে জোরে-জোরে দাঁতন কামড়াচ্ছেন, কমলে ধীরে-ধীরে। এর মধ্যেই বেতো রোগী সুলো জেঠি বাতের ব্যথায় কাতর হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না বলে চটি খুলে বারান্দায় উঠে চেয়ারে বসে-বসে নির্বিঘ্নে ঝগড়া দেখছিলেন, ফেরার সময় বারান্দা থেকে নেমে চটি পরতে যাবেন, দেখেন চটিজোড়া হাওয়া। এই ডামাডোলে তাঁর চটিজুতো চুরি হয়ে গেছে। ব্যাস! ঝগড়ার দর্শক ও শ্রোতারা এইবার শার্লক হয়ে গেলেন। চটি চোরের খোঁজ শুরু হল।

পাশের পাড়ার শান্ত কাকু করতেন কাটুমকুটুমের কাজ। বাড়ি ভর্তি ছিল সব অসাধারণ শিল্পকর্ম দিয়ে। সেইসব কাজ কেউ দেখল না, ফেসবুক আসার আগেই শান্ত কাকু পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। পাশের বাড়ির সুফলদা ফি-বছর ক্রিসমাস পার্টি দিতেন। ওকে কেউ সুফল বলত না, বলত, সুফ্লা। আমি একবার ওকে সুফলদা বলে ডেকে ফেলেছিলাম বলে, ও নিজের মাথা চুলকে অবাক হয়ে ভাবছিল, ঠিক কাকে ডাকছি! ওরা খ্রিস্টান ছিল না কিন্তু প্রত্যেক বছর পাড়ার সবাইকে ডেকে ক্রিসমাস পালন করত। দিদাদের দল সেই ক্রিসমাস পার্টিতে পৌঁছে গিয়ে বলতেন, 'কই গো যিশুপূজার কেক প্রসাদ দাও, চাইখ্যা দেখি কেমন।'

পাশের বাড়ির দোলন তৈরি করত আশ্চর্য সব জিনিস! সাদা পর্দায় চলমান দৃশ্য, হাততালি দিলে আলো জ্বলা বাড়ি, আর অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি! একবার কালীপুজোর পাহাড়ের চুড়োতে শিবের মূর্তি লাগিয়েছিল, দেখি দেবাদিদেবের পেছনে একটা সরু নল ফিট করা। তারপর একটা সুইচ টিপতেই শিবঠাকুরের মাথার ওপর থেকে ফোয়ারা গজাল। আমরা তো হুব্বা আর কি! 'শিবঠাকুরের মাথায় ফোয়ারা!' এটা বলতে বলতে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার মতো নাচতে-নাচতে তুরীয় আনন্দে হাততালি দিতে লাগলাম। দোলন খুশি না, সে খুব গম্ভীর মুখে বলল, 'ওইটা ফোয়ারা না, মা গঙ্গা, শিবের মাথা থেকে বাইর হইসেন, আর পাহাড়টা কৈলাস।' যোলো

দাদুর বাড়ির পেছনের স্কুলে পরীক্ষা হলেই টুকলি উৎসব হত। মাধ্যমিক বল কিংবা উচ্চমাধ্যমিক, পরীক্ষার্থী ছেলেপুলেদের টুকলি সাপ্লাইয়ের উৎসাহ ছিল দেখবার মতো। তখন মানুষ দেদার ফেল করত। ইংরেজি আর অঙ্কে ফেলের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। টুকলি উৎসব দেখার জন্য পাড়ার গলিতে বেঞ্চি পাতা হত। মশলামুড়িওয়ালা আর আচারওয়ালারা সেখানে ফেরি করতে বসে যেত। আমরা সেখানে বসে বসে আচার খেতে খেতে টুকলি সাপ্লাই দেখতাম। তো একবার জানলা দিয়ে টুকলি সাপ্লাই করার খুব চেষ্টা চলছিল, কিন্তু কড়া স্যার পড়েছেন ডিউটিতে, তারই মধ্যে অতি কষ্ট করে দুই-তিনখান ছোট টুকলি কাগজ একটি হাতে গুঁজে দেওয়া হল, কিছুক্ষণ পরে বোঝা গেল সেটা ওই স্যারের হাত। স্যার বললেন, 'যাও এবার বাড়ি যাও, পেয়ে গেছি। খুব হেল্প হয়েছে।'

সন্ধ্যা হতেই পাড়ার ক্লাবঘরে নিয়মিত লুডো ও ক্যারমের আসর বসত। আর রাত গভীর হলেই রাস্তায় আনাগোনা বেড়ে যেত মাতাল কাকুদের। গভীর রাতের নিকষ গাম্ভীর্য ভেঙে তরল গানের কলি ভেসে আসত, 'থোরী সি জো পিলি হ্যায়, চোরী তো নেহি কী হ্যায়...'। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ড্রেনে পড়ে যেতেন। ড্রেন থেকে তুলে আবার তাদের বাড়ি দিয়ে আসার মস্ত দায়িত্ব ছিল আমার সমাজসেবী বাবা ও কাকাদের।

ছেলেপুলে পাড়ার গলির মধ্যেই ফুটবল খেলত, এমনকি ক্রিকেটও। বল বেশিরভাগ গিয়ে পড়ত সেই ঝগড়ুটে গণাদাদুর বাড়িতে। গণাদাদু খাইয়েপনা মানুষ, বেশিরভাগ দিনই বল দিতে চাইতেন না। ছেলেপুলেদের খুব যন্ত্রণা দিতেন। নিত্য বল কেনা চাট্টিখানি কথা! সেকালের বাবারা অত উপুড়হস্ত ছিলেন না যে চাইলেই বল কেনার টাকা দিয়ে দেবেন। এই নিয়ে দাদু-দিদাদের বৈকালিক আড্ডায় ঘনঘোর আলোচনা হত। বাড়িতে বল পড়ার পক্ষে ও বিপক্ষে একটা ছোটখাটো বিতর্কসভাই হয়ে গেল একদিন। তো একজনকে পাঠানো হল গণাদাদুকে ডাকতে, সে গিয়ে দেখে গণাদাদু নেই। ওর নাতি পাঁচ বছরের ছোট্ট পুনু ইতিউতি খেলছিল, দাদু-দিদাদের ডাকে ছুটে এসে আগ বাড়িয়ে বলল, 'দাদু তো ডাক্তার গেছে।' বোঝা গেল, তাকে নিয়মিত হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, আর দাদুই তাকে নিয়ে যায়। আজ তার দাদু একা গেছে। জিজ্ঞাসা করা হল, কী অসুখ, পুনু বলে, 'বার্ধক্য'। যতবার জিজ্ঞাসা করা হয়, ততবারই এককথা, 'বার্ধক্য'। পাড়ার বুড়োবুড়িরা ভাবেন, বার্ধক্য তো সবারই। তাতে ওষুধ খাওয়ার কী আছে! সেকালে কথায় কথায় ওষুধ খাওয়ার অত চল ছিল না। যাই হোক, আলোচনা আবার বলের দিকে ঘুরে যায়। অমনি ছোট্ট পুনু চকচকে চোখে বলে, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, দাদু ডাক্তারের কাছে বার্ধক্য ওষুধ নিতে যায়।'

এইসব স্মৃতিগুলো যে অমলিন থেকে যাবে কে জানত! কেই বা জানত, মেকি দুনিয়ার ধরাচুড়ো দেখে ক্লান্ত হতে হতে মানুষ ফিরে যেতে চাইবে সেইসব আমুদে স্মৃতির কাছে, সেইসব মায়ার বাঁধনে!

রসরঙ্গ

ছেলেপুলে গলির মধ্যেই ফুটবল খেলত, এমনকি ক্রিকেটও। বল বেশিরভাগ গিয়ে পড়ত সেই ঝগড়ুটে গণাদাদুর বাড়িতে। গণাদাদু খাইয়েপনা মানুষ, বেশিরভাগ দিনই বল দিতে চাইতেন না।

ঠাকুমার পাকঘর

বাসন্তী স্কোয়াশ ভোগ

শ্রেয়সী সরকার
কবি
কোচবিহারের বাসিন্দা

বর্ষা এলেই উত্তরবঙ্গের হাটবাজার যেন সবজির রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। যদিও স্কোয়াশ এখন প্রায় সারা বছরই মেলে, তবুও বর্ষার টাটকা স্কোয়াশের স্বাদই আলাদা। বাড়িতে আনা সবজির মধ্যে ছোটবেলায় বেশিরভাগ সবজিই খেতে চাইতাম না। তখন দিদিমাদের ছিল এক আশ্চর্য বুদ্ধি। সাধারণ সবজিও এমনভাবে রান্না করতেন যে খাওয়ার সময় বুঝতেই পারতাম না কখন থালা পরিষ্কার হয়ে গেছে। একদিন দিদা বললেন, আজ হবে 'বাসন্তী স্কোয়াশ ভোগ'। নাম শুনেই মনে হত, যেন পুজোর খিচুড়ির মতো বিশেষ কোনও পদ। সকালে গরম গরম সেই ভোগ খেয়ে স্কুলে যাওয়ার আনন্দ এখনও মনে পড়ে।

ছোটদের মধ্যেও অনেকেরই শাকসবজি পছন্দ নয়। সময়ের অভাবে অভিভাবকরাও তাই ফাস্ট ফুডের ওপরই অনেকটা নির্ভর করেন। অথচ রয়েছে এমন অনেক পুরোনো রেসিপি, যা অল্প সময়ে কম খরচে তৈরি হয় এবং শিশু থেকে প্রবীণ- সকলের কাছেই সমান উপাদেয়। বাসন্তী স্কোয়াশ ভোগ তেমনই এক পদ, যেখানে সাধারণ স্কোয়াশ ও মশলার ছোঁয়ায় মেলে উৎসবের স্বাদ।

উপকরণ: স্কোয়াশ (কুচি করে কাটা ও হালকা সেদ্ধ), এক কাপ গোবিন্দভোগ চাল, একটি ছোট আলু (ছোট করে কাটা), তিন চামচ সর্ষের তেল বা সাদা তেল, এক চামচ ঘি, তেজপাতা, গোটা জিরে, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, শুকনো লংকা, এক চামচ জিরে-ধনে বাটা, এক চামচ আদা বাটা, কাঁচালংকা ও লাল লংকাবাটা স্বাদমতো, দুই চামচ মগজ বাটা, নুন, হলুদ ও চিনি পরিমাণমতো, কাজুবাদাম, কিশমিশ, সামান্য গরমমশলা ও এলাচ গুঁড়ো। সাজানোর জন্য চেরি ও গোটা কাঁচালংকা।

প্রণালী: কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে তেজপাতা, গোটা জিরে, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ ও শুকনো লংকার ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে স্কোয়াশ ও আলু দিয়ে নুন, হলুদ এবং সামান্য চিনি মিশিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এরপর ধোয়া গোবিন্দভোগ চাল, জিরে-ধনে বাটা, আদা বাটা এবং লংকা বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। তারপর মগজ বাটা, ঘিয়ে ভেজে রাখা কাজু ও কিশমিশ মিশিয়ে পরিমাণমতো গরম জল দিন। ঢেকে অল্প আঁচে চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। শেষে গরমমশলা গুঁড়ো, এলাচ গুঁড়ো ও এক চামচ ঘি ছড়িয়ে পাঁচ মিনিট দমে রেখে দিন। এরপর চেরি, কাজু, কিশমিশ ও একটি গোটা কাঁচালংকা দিয়ে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পুরোনো দিনের দারুণ সমস্ত রান্নার খবর নিয়ে হাজির 'ঠাকুমার পাকঘর'। অংশীদার হতে পারেন আপনিও। ঠাকুমা, দিদিমাদের কাছে শোনা পুরোনো সমস্ত রান্নার খবর ভাগ করে নিতে পারেন আমাদের সঙ্গে। লেখা (ইউনিকোড ফন্টে) সহ সেই রান্না ও আপনার ছবি পাঠান ubsrobbar@gmail.com ঠিকানায়। 9474028140 নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপও করা যেতে পারে।

শিল্প-সাহিত্যে নিঃশব্দ হামাগুড়ি

পনেরোর পাতার পর

এই আরশোলার মাধ্যমে গ্রেগর আপাত মুক্তির স্বাদও পেয়েছে ঠিকই কিন্তু বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পায়নি। যা একইসঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ও হতাশার রূপকে মোড়া। যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। হারিয়ে গেছে মানবিক গুণাবলি। আরশোলার রূপক আসলে নিষ্পেষিত মানুষের অসহায় অবস্থাকে প্রকাশ করে। কাফকার 'দ্য মেটামরফোসিস'-এ গ্রেগরের অস্তিত্বের সংকট এবং সমাজ ও পরিবারের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে ওঠার যন্ত্রণাকে আজও আমরা বহন করে চলেছি। সেক্ষেত্রে আমরা সকলে যেন আরশোলারই প্রতিরূপ।

তবে গ্রেগরকে দেখে আরশোলার সংযোগকে নিছক দুঃস্বপ্ন বলা যায় না বোধহয়। এর কোনও আধ্যাত্মিক প্রতীক অথবা সংশোধনমূলক যাত্রাও থাকতে পারে। তাই তো বিদেশি সাহিত্যে, শিল্পে, চলচ্চিত্রে আরশোলার প্রসঙ্গ এসেছে ঘুরেফিরে। রাউই হেজের 'ককরোচ' উপন্যাসে দেখা যায় এক অভিবাসী প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তার দারিদ্র্য, মানসিক অবস্থা ও যুদ্ধবিধ্বস্ত স্মৃতির সঙ্গে। তাই তো সে সবসময় নিজেকে রান্নাঘরে থাকা আরশোলার সঙ্গে একাত্ম মনে করে। উপন্যাসটিতে আরশোলা বাস্তবে নয় বরং আত্মপরিচয়ের রূপক হিসেবে ধরা দিয়েছে।

এই পৃথিবী শুধু মানুষের নয় প্রতিটি জীবের, অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকা প্রতিটি কীটপতঙ্গের। জীবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পষ্টতই তা প্রকাশ পাবে। মানুষ ও আরশোলার বিরোধের মাধ্যমে ক্ষমতা এবং সহবস্থানের প্রশ্নটা ড্যানিয়েল ইভেন ওয়েইস এর লেখা

'দ্য রোচেস হ্যাভ নো কিং' নামক ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাসটিতে আশ্চর্যভাবে তুলে ধরেছেন। লেখক আরশোলাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সমাজকে ব্যঙ্গ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কীটপতঙ্গ মানুষের জন্য ক্ষতিকর মনে হলেও একজন পরিচ্ছন্ন মানুষও যে আরশোলাদের জন্য বিপজ্জনক, এখানে লেখক সেটাই দেখিয়েছেন। আরশোলাদের বিরোধী প্রতিরূপ অঙ্কন করে যেন সেটাই বারবার বলতে চেয়েছেন।

শুধু তাই নয়, একসময় বিরোধী সৈন্যদের মনোবল ও ব্যক্তিত্বকে উপহাস করার জন্য আরশোলার রূপক ব্যবহার করা হয়েছিল। বিখ্যাত মেক্সিকান লোকগান 'লা কুকারাচা' তারই প্রমাণ। গানটি এখন শিশুদের খেলার গান হিসেবে পরিচিত হলেও ১৯১০-এর দশকের বিপ্লবে এর একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। প্রকৃতপক্ষেই আরশোলা তার মাথা ছাড়া বহুদিন দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। একটা-দুটো পা না থাকলেও তাদের চলাফেরায় ব্যাঘাত ঘটে না। শিশুদের আরেকটি জনপ্রিয় ছড়ার গান হল 'মিসেস ককরোচ'। আরশোলার মনোগ্রাহী পরিবেশন তাকে অন্যমাত্রা দান করেছে। প্রকৃতি সৃষ্ট কোনও জীবই যে ঘৃণিত হতে পারে না এই ছড়ার গানটি শুনলে তেমনই উপলব্ধি হবে। তবে 'অগি অ্যান্ড দ্যা ককরোচেস'-এ জোয়ি, মার্কি এবং ডিডি নামক তিনটি আরশোলার অগির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুঝে চলা যেন নিম্নবিত্তদের অস্তিত্বের সংগ্রামকে চিহ্নিত করেছে। এতে মানুষের সঙ্গে আরশোলার সম্পর্কের রূপকটিও স্পষ্ট হয়েছে। বিত্তবান মানুষের দুর্বলদের দমন করার রূপটি সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। আবার আরশোলাগুলোর তৎক্ষণাৎ সেরে ওঠার মধ্য দিয়ে অনমনীয় এবং সহনশীল জীব হিসেবেও আরশোলাগুলির গ্রহণযোগ্যতা বাস্তবোচিত বলে মনে হয়েছে।

উন্নত জীবনে প্রান্তিক মানুষেরা চির অবহেলিত। তারা যেন অন্ধকারে জীবন বিস্তার করে চলা আরশোলাদের মতোই। তাই তো 'জোস অ্যাপার্টমেন্ট' সিনেমায় হাজার হাজার আরশোলা নায়ক জো'র বন্ধু হয়ে উঠেছে। শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে বুঝিয়েছে যে ওরা দুই-ই প্রান্তিক এবং অবহেলিত সত্তার প্রতিভূ। এখানে পরিচালক আরশোলাকে কেবল আবর্জনা ও নোংরার কীট, পরিবেশ দূষণকারী হিসেবে দেখাননি বরং শেষপর্যন্ত কীভাবে তারা পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠেছে সেটাও দেখিয়েছেন। আরশোলাদের মনোগ্রাহী নৃত্যগীতে মানুষের ব্যথা বেদনার উপশমের চেষ্টাও দেখা গেছে এই সিনেমায়।

সুড়ঙ্গে বসবাসকারী হাজার হাজার আরশোলা তথা নিম্নবর্গের প্রজন্মবিরোধী ষড়যন্ত্রে হতে পারে শক্তিশালী মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ। মানুষের আবিষ্কৃত প্রাণী হয়ে উঠতে পারে মানুষেরই ঘাতক। গিলিয়ের্মো দেল তোরোর 'মিমিক' সিনেমায় দেখানো কাহিনী তেমনই ইঙ্গিতবাহী। রোগবাহী আরশোলাদের ধ্বংস করার জন্য মানুষকে জুডাস নামের এক নতুন প্রাণী বানাতে হয়েছে। সেও খানিকটা মানুষরূপী আরশোলার মতোই। পরে সে-ই চূড়ান্ত ঘাতক হয়ে উঠেছে। অথচ আরশোলা ও মানুষের সহবস্থান কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ হতে পারে এটা বোঝাতে 'ওয়াল ই' সিনেমা দেখা প্রয়োজন। ওয়ালের নামক রোবটটির বিশ্বস্ত বন্ধু হল একটি আদুরে আরশোলা। এছাড়া একটি চারাগাছের উপস্থাপন দেখিয়ে পরিচালক হয়তো বোঝাতে চাইলেন মানুষ, প্রকৃতি ও আরশোলার সহাবস্থানে আগামী পৃথিবীতে আবার প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনার প্রশ্নটি সুন্দর করে রেখে গেছেন।

আরশোলার টিকে থাকার ক্ষমতার কারণে তারা সহজেই গিনিপিগ হতে পারে। সমাজে যেমন করে নিম্নবর্গের মানুষেরা যুগে যুগে উচ্চবিত্তের গিনিপিগের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তারা একরকম চিরকাল থাকে না। বিবর্তিত হয়ে ক্ষমতাবান মানুষের নির্মম অভিযানের বিরুদ্ধে নৃশংস প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আরশোলা যেমন অন্ধকার কোণে লুকিয়ে থাকে এবং আলো পেলেই ত্রস্ত হয়ে ছোটে, তেমনি মানুষের অবদমিত ভয়, অপরাধবোধ ও মানসিক ট্রমাগুলো মনের অন্ধকার কোণে বাসা বেঁধে থাকে। ক্রমশ তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে পারে। এপ্রসঙ্গে একটি অসাধারণ চলচ্চিত্রের নাম করা যেতে পারে। তাশাকি মাইকে পরিচালিত 'টেরা ফরমার্স' একটি জাপানি কল্পবিজ্ঞান সিনেমা। এখানে মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রেরিত আরশোলাদের বিবর্তিত রূপ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-সিনেমায় আরশোলার উপস্থিতি গৌণ হলেও অতি সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে এই তুচ্ছ জীবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি আরশোলার নতুন ন্যারেটিভ তৈরি হওয়ায় জীবটির প্রতি ভারতীয়দের ঘৃণা ও অস্বস্তির বাতাবরণ খানিকটা কমে মমত্ব ও সহানুভূতি গড়ে উঠেছে বলে আমার মনে হয়। আর তারপরই আরশোলার দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে ঝাঁকঝাঁক নতুন কবিতা। যেমন- 'স্মল ককরোচ' নামের একটি কবিতা সমাজমাধ্যমে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। তার প্রথম দুটি পংক্তি এরকম : 'কতল হামকো তুম করতে হো/ কাতিল হামকো বানাতে হো'। সম্প্রতি লেখা আশুতোষ কাপুরের একটি কবিতাও বেশ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হল। তার প্রথম চারটি পংক্তি এরকম- 'ইয়ে ককরোচ বরে সারফারোস/ বরে সারফারোস ইয়ে ককরোচ।/ না কোয়ি জোর না কোয়ি শোর/বাস অরা ফার্মিং অন দ্যা ফ্লোর।' আশা করা যায়, রাজনীতির সুবাদেও আগামীতে ভারতীয় শিল্পসাহিত্যে এই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে আরও বৃহত্তর ন্যারেটিভে দেখা যাবে।

টিকে থাকার এক আশ্চর্য মহাকাব্য

পনেরোর পাতার পর

নিঃসন্দেহে, তবুও এ-ই সত্য বলে মনে করা হয়।

কোটি কোটি বছর ধরে প্রায় সর্বভুক, দ্রুত প্রজননে সক্ষম, অন্ধকারে বেঁচে থাকার অত্যাশ্চর্য দক্ষতা এবং যখন যে পরিবেশই হোক, তার সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে চলার অতিবিরল ক্ষমতা— এই পতঙ্গটিকে পৃথিবীর অন্যতম সফল উত্তরজীবীতে পরিণত করেছে। এই যে আমাদের গর্বের এক-একটি কংক্রিটের শহর, কত হাজার-লক্ষ মানুষ পিলপিল করছে— ধুঁকতে ধুঁকতে প্রতিদিন বাঁচছে, আবার, বাঁচতে বাঁচতে প্রতিদিন টিকে থাকবার উপায় খুঁজছে— ঠিক তেমনি নগরবাস্তুতন্ত্রের অন্যতম সফল (সেরাও বটে) বাসিন্দা আরশোলা; নগরবাস্তুতন্ত্রে ঠিক নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে।

'প্রকৃতি যদি তোমাকে নির্বাচিত না করে, তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য' — ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশিত হবার স্বল্পকাল বাদে একথা বলেছিলেন চার্লস ডারউইন। সুন্দর এই পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুগ সৃষ্টির আদিপর্ব থেকেই সংগ্রামী প্রাণীদের টিকে থাকার আসল রহস্য এক ঝটকায় উন্মোচিত হয়ে গেল ডারউইনের বক্তব্যেই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকারের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলার প্রধান শর্ত এটিই। এই কাজটিই সফলভাবে করতে পেরেছে আপাততুচ্ছ এক পতঙ্গ, যার আমরা নাম দিয়েছি আরশোলা।

মাত্র দেড় কী দুশো বছর আগে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা জানিয়েছিলেন : মানবসভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরিবেশ বা প্রকৃতিই চূড়ান্ত নিয়ন্তা— একে 'নিয়ন্ত্রণবাদ' বলা হয়েছে। যদিও এমনটা কখনোই নয় যে পশ্চিমের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এর আগে এধরণের আলোচনা হয়নি। অ্যারিস্টটল ও স্ট্রাবোর সময়েও অনুরূপ ধারণার প্রাথমিক ইঙ্গিত ছিল। তবে ডারউউনের বিবর্তনবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতেই 'নিয়ন্ত্রণবাদ' ধারণাটির ওপর স্পটলাইটের আলো এসে পড়ল। এতে বলা হ'ল— 'সমগ্র জীবকুল প্রকৃতির হাতের পুতুল', অর্থাৎ, প্রকৃতিই প্রাণীজগতের; বিশেষত, মানবজাতির চরম নিয়ন্তা। প্রাকৃতিক পরিবেশই যে কোনও প্রাণের বিকাশ তথা অভিযোজনকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অসমীচীন হয়তো হবে না যে, সুদূর উত্তরমেরু অঞ্চলে ঠান্ডা প্রাণঘাতী জলবায়ু আছে বলেই সেখানকার আদিবাসী এস্কিমোদের জীবনযাপন ও অভিযোজনের ধরন আমাদের চেতনায় বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। একইভাবে, সুদূর মেরু অঞ্চলের নিয়ন্তা সেখানকার শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সিল মাছ ও পেঙ্গুইন নামক প্রজাতির অভিযোজনের কায়দা-কৌশল অন্য প্রজাতির তুলনায় ভিন্ন। অথচ আরশোলার অভিযোজনের ক্ষেত্রে 'প্রকৃতিই নিয়ন্তা' এই অভিধাটি কেমন বেমানান হয়ে গেল না? শীতল, উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ— সে যেমনই জলবায়ু, যে অঞ্চলেই থাকুক না কেন, আরশোলা সবখানেই স্বমহিমায় বিরাজ করছে; রীতিমতো দাপটের সঙ্গে। এটা ফাঁকা বুলি নয়, জীববিজ্ঞানের এক আশ্চর্য সত্য।

আরশোলার মতো করে হলেও, যেভাবেই হোক, অন্তত 'টিকে' থাকতে হবে। এই টিকে থাকাটাই বড্ড গোলমেলে! টিকে থাকবার অদম্য চেষ্টায় সেই কবে থেকেই তো আমরা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করছি। অখ্যাত জনপদও সময়ের চাহিদায় শহর বা নগরে পরিণত হয়েছে। আমরা শহুরে নাগরিক জীবনেই যেন বেশি স্বচ্ছন্দ। একারণে মনের মতো করে একের পর এক শহর গড়তেও দ্বিধা করিনি। যেখানেই সামান্য জায়গাজমির সন্ধান পেয়েছি, সেখানেই বাড়ি বা বহুতল গড়তে সচেষ্ট হয়েছি। অপরিসর সড়কের ধারে কিংবা অপরিচ্ছন্ন উঁচু নর্দমা লাগোয়া এলাকাতেও অগুনতি বহুতল নির্মাণ করেছি। স্বল্প পরিসরের মধ্যে, মধ্যবর্তী দূরত্ব যথেষ্ট না থাকা সত্ত্বেও একের পর এক বহুতল গড়ে উঠেছে। সেখানে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো-জল-হাওয়া-বাতাস থাকুক বা না-ই থাকুক— সেখানেও আরশোলার মতো করেই আমাদের দিনাতিপাত ও বেঁচে থাকা। হাজারো প্রতিকূলতার ভিতর ঘাপটি মেরে এই আরশোলা সমাজ যেভাবে বেঁচে থাকে, যেভাবে অভিযোজিত হতে হতে প্রকৃতির এক পরম বিস্ময়কর সংগ্রামী প্রাণী হিসেবে টিকে থাকে— মানুষের পক্ষে এমনভাবে বেঁচে থাকা অকল্পনীয় এবং অসম্ভব মনে হলেও নিয়তির নিষ্ঠুর দাবিতে মানুষকেও টিকে থাকবার কথা ভাবতে হচ্ছে এবং তা আরশোলার মতো করেই! আসলে এই পরিশ্রমী পতঙ্গটি তার বিশেষ বা 'ইউনিক' অভিযোজন সক্ষমতা প্রদর্শন করেই বিজ্ঞানীদের কাছে অতখানি কৌতূহল বা মনোযোগ দাবি করতে পেরেছে। এজন্যই হয়তো মানবসমাজ এই পতঙ্গকে অপছন্দের তালিকায় সবার উপরের দিকে রাখলেও এর প্রতি বিশেষ কৌতূহলকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি।

পূর্বঘোষণা অনুসারে প্রকৃতিকেই যদি প্রাণীজগতের 'একমাত্র নিয়ন্তা' বলে দাবি করা হয়, সেই দাবি হবে অর্ধসত্য। এর বিপ্রতীপেও তো কিছু আছে। একেকসময় প্রকৃতিও নিরুচ্চারে আমাদের থামতে বলে। যেভাবে ট্রাফিক সিগন্যালে 'লালবাতি' জ্বলে ওঠে, ঠিক সেভাবে। আবার, চলতেও বলে, সিগন্যালে 'সবুজ বাতি' জ্বলবার মতো করে। আমরাই সঠিক সময়ে 'থামতে' ভুলেছি। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা— মানুষের সহজাত ধর্ম হলেও প্রকৃতিই হয়তো আমাদের হুড়োহুড়ি করে দৌড়-কে সমর্থন করে না। আশ্চর্যের বিষয় হল যে, এক্ষেত্রেও আরশোলার জীবন বৈশিষ্ট্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের একাগ্র অভিনিবেশ দাবি করে। নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, আপনার ঘরের অন্ধকারতম স্থানটিই এদের বিচরণক্ষেত্র। ঘরের আলো নিভে যেতে না যেতেই এরা গুটিগুটি পায়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। যেই আলো জ্বালালেন, অমনি দে ছুট— অন্ধকারের দিকে। আলোর তীব্রতা বা ঘনান্ধকার; এই দুই-ই— বিচরণের জন্য উপযোগী পরিবেশ আছে বা নেই এমন সংকেত ওদের পাঠায়। অনেকটা সেই ট্রাফিক সিগন্যালের মতো এবং কী আশ্চর্য, এরা থামতে জানে। হয়তো অন্ধকারমুখী, তা সে যতই হোক না আমাদের উলটো চলন, আত্মসংবরণের এমন প্রদর্শন আর একটিও কি আমরা সেভাবে দেখেছি?

ঘৃণার পাত্র নয়, যখন নয়নের মণি

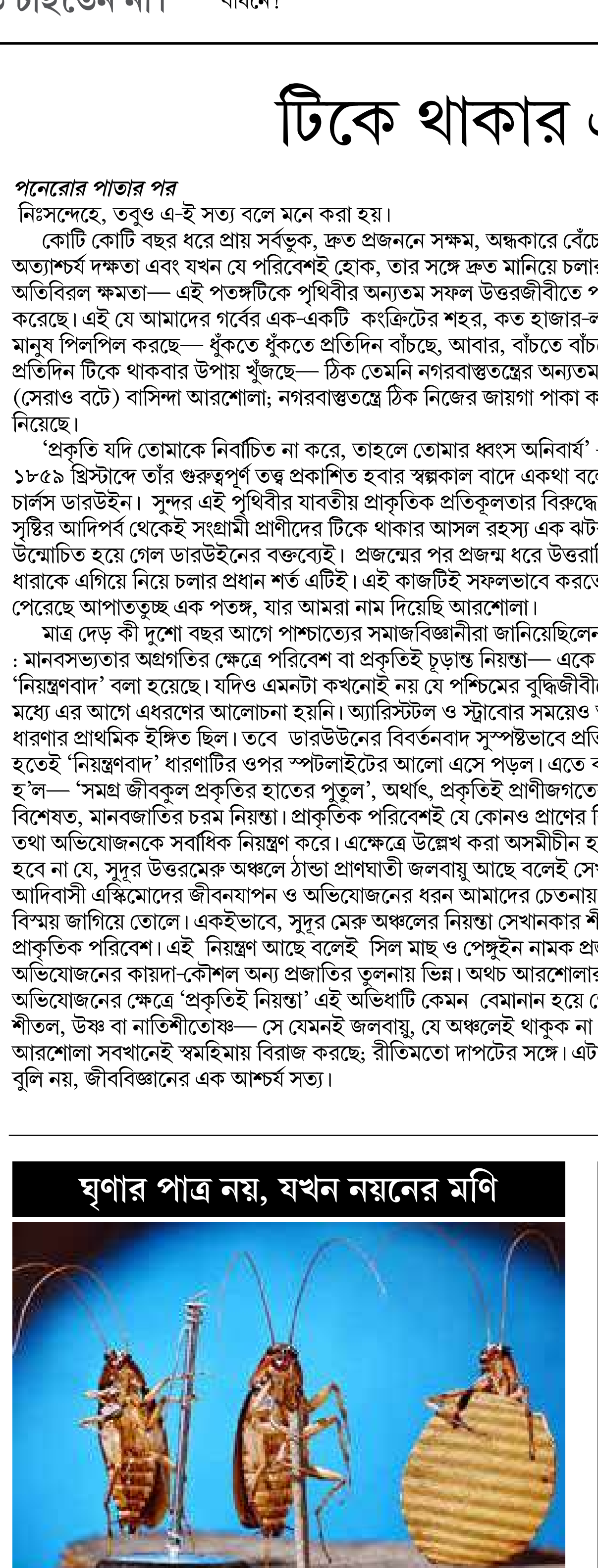

বিন্দাস।। 'জোস অ্যাপার্টমেন্ট' সিনেমার একটি মজাদার দৃশ্য।

আদিম ভয়

পনেরোর পাতার পর

মানুষের নেই।

নান্দনিকতার প্রশ্নেও বিষয়টি ভিন্ন নয়। আমাদের সুকুমার প্রবৃত্তি যেদিকে আকৃষ্ট হয়, তাকেই আমরা স্বচ্ছ, সহজ ও সুন্দর বলে মেনে নিই। 'সত্যম, শিবম, সুন্দরম্' তাই কেবল দর্শনের বাক্য নয়, আমাদের মানসিকতারও প্রতিফলন। এখানেও আপেক্ষিকতার সূত্রই কার্যকর।

কোনও এক জায়গায় মানুষ ও মনুষ্যতর প্রাণীর মধ্যে এক অদ্ভুত রসায়ন তৈরি হয়েছে। আরশোলাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা শেষপর্যন্ত নিজেদেরই বিশ্লেষণ করি। মানবসমাজ নিজেই ঠিক করে দেয় কোনটি পরিচ্ছন্ন, কোনটি নোংরা, কোনটি সুন্দর, কোনটি কদর্য। তারপর সেই মানদণ্ডেই বিচার করা হয় অন্য সব জীবকে, এমনকি মানুষকেও।

আসলে আরশোলা আমাদের প্রকৃত ভয়ের কারণ নয়। বরং তাকে ঘিরে আমাদের প্রতিক্রিয়াই আমাদের সম্পর্কে অনেক বেশি কথা বলে। যে ঘৃণা আমরা তার দিকে ছুড়ে দিই, তার কিছুটা হয়তো ফিরে আসে আমাদের নিজের দিকেই। তাই আরশোলা হোক বা অন্য কোনও জীব, যদি তার মধ্যে আমরা শুধু ঘৃণার কারণই খুঁজে পাই, তবে একবার নিজের প্রতিফলনের দিকেও তাকানো দরকার। নিরহংকার, ন্যায়বোধ ও মানবিকতার ভিত যত দৃঢ় হবে, ততই সেই প্রতিফলন স্পষ্ট হবে। তখনই রবীন্দ্রনাথের সেই চিরন্তন উচ্চারণ নতুন অর্থে ফিরে আসে, 'অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

ইচ্ছে

জয়দীপ বিশ্বাস

ছেলেমেয়েকে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে ফ্যানটা চালিয়ে পাপড়ি সোফায় শরীর ছেড়ে দিল। অনাবিল আরামের একটা চোরাস্রোত যেন সারা শরীরে তিরতির করে ছড়িয়ে পড়ল নিমেষে।

টি-টেবিলে ফ্যানের হাওয়ায় পাতাগুলো উড়ছে। হাত বাড়িয়ে পাপড়ি কাগজটাকে কোলের ওপর টেনে নিল। চোখটা গিয়ে পড়ল ছবিটার ওপরে। প্রথম পাতায় অনেকখানি জায়গাজুড়ে ছবিটা ছেপেছে। ছবির নীচে লেখা- মহেন্দ্র চৌহানের স্ত্রী আলপনা চৌহানের সঙ্গে কথা বলছেন রোশনকুমার।

মহেন্দ্র চৌহান তামাম ক্রিকেট দুনিয়ায় প্রথম সারির অন্যতম নামজাদা ক্রিকেটার। বাইশ গজের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অবসর নিতে চলেছেন। সেই উপলক্ষ্যে কোনও এক পার্টিতে রুপোলি পর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেতা, রোশনকুমারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আলপনার আলাপচারিতার হাসিমুখের ছবিটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় এসেছে। মহেন্দ্রর অবসর নেবার খবর নিয়ে কাগজে, টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ মাতামাতি চলছে। প্রায় প্রতিদিন আলপনার ছবি ছাপা হচ্ছে- কখনও বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে, কখনও বা চোখে কালো রঙের সানগ্লাস চাপিয়ে ভিআইপি বক্সে বসে মহেন্দ্রর খেলা দেখছেন।

আলপনার রঙিন ছবির দিকে তাকিয়ে পাপড়ি ভাবল, মাখন-রং বুঝি একেই বলে! পাপড়িও ফরসা, কিন্তু আলপনার গায়ের রংটা ফরসা রঙের ওপর আরও একধাপ অন্যকিছু! মাখনরঙা গালদুটো যেন মোম পালিশ করা। ফ্ল্যাশ বালবের ছটায় আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ডেনিম ব্লু-রঙের বাটিক প্রিন্টের কাজ করা একটা সুন্দর টপ পরে আছেন। রোশনকুমারের কথায় আলপনা হাসছেন। উপরের পাটির ধপধপে সাদা দাঁতের সারি ছবিতে দৃশ্যমান। গতদিনের খবরে পাপড়ি পড়েছিল আলপনার দুই ছেলে। পাপড়ি ভাবল, দুই ছেলের মা হবার পরেও চেহারায় এমন জৌলুস ধরে রাখে কীভাবে!

পাপড়ির সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের ফসলও এক ছেলে, এক মেয়ে। কিন্তু মধ্য তিরিশে পাপড়ির ত্বকের সেই টানটান ভাবটা শীতকালের বিকেলের রোদের মতো যাই-যাই করছে! বছরে পাঁচ-ছয়বার বিউটি পার্লার, এদিক-ওদিক থেকে শুনে, রূপটানের ম্যাগাজিন পড়ে, দু-চারটে ক্রিম ত্বকের জৌলুস ভাবটা ফিরিয়ে আনে ঠিকই, কিন্তু কৃত্রিমতা একসময়ে হার মেনে নেয় স্বাভাবিকতার কাছে।

ছবিটা দেখতে দেখতে একটা ভাবনা বুদবুদের মতো ভেসে উঠল পাপড়ির মনে, ইশ! যদি একজন এমন সেলেব্রিটির বৌ হওয়া যেত! এই যে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে ছেলেমেয়েকে ঘুম থেকে টেনে তোলা, ওদের জলখাবার তৈরি করা, স্কুলের টিফিন বানানো- এসব কি করতে হত! তাছাড়া রাজীবের জন্য অফিসের রান্নাবান্না করা, সংসারের হাজারো খুচরো কাজ সামলানো, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, টিউশন। আচ্ছা, এই এত সব কাজ কি আলপনাকে সামলাতে হয়! মনে তো হয় না। আলপনা কি কখনও ভেবেছিল তার ছবি এইভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছাবে! যদি মহেন্দ্রর সঙ্গে আলপনার বিয়ে না হত, তবে কি পাপড়ির মতো ওর জীবনও এইরকমই সাদামাঠা হত! ক'জন লোক পাপড়িকে রাজীব বসুর বৌ হিসেবে চেনে বা জানে! ব্যক্তিগতভাবেই বা পাপড়ির পরিচিতির পরিধি কতটুকু! পাড়া, আত্মীয়স্বজন আর বড়জোর রাজীবের অফিসের কয়েকজন কলিগ। ব্যাস! কিন্তু এই সীমানার বাইরে?

কথায় কথায় পাপড়ি একদিন প্রশ্নটা রেখেছিল রাজীবের কাছে, 'আচ্ছা, তোমার ইচ্ছে হয় না যে তুমি খুব ফেমাস হবে, দশটা লোক তোমায় চিনবে, জানবে! রাস্তা দিয়ে যখন যাবে সবাই বলবে, ওই দ্যাখো, রাজীব বসু যাচ্ছে!'

হাসতে হাসতে রাজীব বলেছিল, 'থামলে কেন, আরও বল! লোকে বলবে, আরে রাজীব বসুকে চেনো না, উনি হলেন অমুক ব্যাংকের ম্যানেজার। আরে ওর একটা অটোগ্রাফ নিয়ে রাখি, ছবি তুলে রাখি! লোকে আমার পেছনে ছুটবে, আমি যেখানে যাব আমাকে একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। মহিলাদের দু'চারটে লিপস্টিকের দাগ এখানে ওখানে ছিটকে এসে লাগবে! জেড ক্যাটিগরি সিকিউরিটি থাকবে। ওফ! আমি আর ভাবতেই পারছি না!'

কথা শেষ করে রাজীব হা হা করে হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'ওহ গুরু, তুমি দেখছি আমায় অষ্টম স্বর্গে তুলে দিতে চাইছ!'

পাপড়ি রাগ করে বলেছিল, 'এতে এত হাসবার কী আছে! ভাবতে ক্ষতি কী?'

রাজীব তেমনই হাসতে হাসতে বলেছিল, 'না না ক্ষতি কী। গল্পের গোরু গাছে ওঠে, ভাবনার গাভি আকাশে চড়বে! তবে এর সঙ্গে তোমারটাও যোগ করো। বাজারে বের হলে সবাই বলবে, ওই দ্যাখো, পাপড়ি বসু যাচ্ছে। আরে, পাপড়ি বসুকে চেনো না! ওর বর তো রাজীব বসু! আজ এখানে, কাল সেখানে সোনার দোকান, বিউটি পার্লার উদ্বোধন করবে, পেপারে ছবি বের হবে।'

পাপড়ি সপাটে উত্তর দিয়েছিল, 'তেমন হলে আমি সত্যিই এনজয় করতাম। দু'চারটে কাজের লোক থাকবে, পার্সোনাল গাড়ি, ঝকঝকে ডুপ্লেক্স টাইপের বাড়ি, বছরের দশটা মাস-ই এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে বেড়ানো। আহা! তুমিই বলো, এমন জীবন কার না ভালো লাগে! তারপর একটু থেমে ক্ষোভের সুরে বলল,

ছোটগল্প

> সন্ধ্যার হাড় জিরজিরে রোগাটে শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, পাপড়ির মাথায় বুদবুদের মতো একটা চিন্তা ভেসে উঠল, আলপনার বাড়ির কাজের লোকেরও কি এমনই কষ্ট!

তোমার ইচ্ছে হয় না, সেটা একটা ব্যতিক্রম!'

হাসি থামিয়ে রাজীব বলেছিল, 'আসলে কী জানো, যতদূর হাত যায়, ততদূরই আমি চুলকোতে ভালোবাসি! যা আমার সাধ্যের বাইরে, তেমন কিছু ভেবে আমি কী করব! তার চেয়ে এই-ই ভালো, অফিস করছি, তোমাদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি, বছরে এক-দু'বার বেড়াতে যাচ্ছি, ব্যাস! এর থেকে বেশি আমার আর কী দরকার!'

রাজীবের সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তেই একরাশ বিরক্তি পাপড়ির মনের মধ্যে চেপে বসল। একটা জীবন যতটা সাধারণভাবে চালানো যায়, সেভাবেই চালাতে পেরেই খুশি! অফিস, ফ্ল্যাট, সংসার, সাংসারিক লৌকিকতা, পাড়ার ক্লাব, বন্ধুদের সঙ্গে অবরে-সবরে একটু হইচই! এর বেশি যেতেও চায় না, ভাবতেও পারে না। যেন গলায় একটা অদৃশ্য দড়ি বাঁধা আছে। ইদানীং শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারটাও পাপড়ির কাছে কেমন যেন পানসে লাগে। সেই রোমাঞ্চ, উত্তেজনা যেন বাদশাহি ইতিহাস হয়ে গিয়েছে!

এই সেদিন কথা হচ্ছিল অপর্ণার সঙ্গে। ছোটবেলার বন্ধু। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়াশোনা। অপর্ণার অবশ্য পড়াশোনার পাশাপাশি আরও একটা ঝোঁক ছিল। কলেজে পড়তে পড়তে অপর্ণা জড়িয়ে পড়েছিল ছাত্র রাজনীতিতে। তাই ওর মানসিকতায় একটা ঝাঁঝালো আবেগ জড়িয়ে থাকে। কলেজ জীবন শেষ করতে না করতেই অপর্ণাকে বসতে হল বিয়ের পিঁড়িতে, আর পাপড়ি চলে এল বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটা বিচ্ছেদ! কিন্তু বন্ধুত্বের টানটা এতোগুলো বছর পার করেও অটুট রয়ে গিয়েছে।

নিজের ইচ্ছের কথাটা নেহাতই খেলাচ্ছলে পাপড়ি বলে ফেলেছিল অপর্ণার কাছে। সেটা শুনে অপর্ণা বলেছিল, 'দ্যাখ, পাপড়ি, এটা নিছকই একটা অবাস্তব ইচ্ছে। তোর সাধ আর সাধ্যের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক! তুই বুঝতে পারিস না?'

- পারি! কিন্তু কী করব বল, অন্যরকম হতে খুব ইচ্ছে করে!

- ব্যাপারটা কী বলতো, তোর বেসিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে আছে। যেমন, দু'বেলা খাবারের জোগান, সামাজিক সুরক্ষা, অর্থনৈতিক সুরক্ষা, মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই, লজ্জা নিবারণের ন্যূনতম কাপড়জামা। তুই সেলেব্রিটিদের লাইফ নিয়ে স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা করতেই পারিস।

অপর্ণার উত্তরটা পাপড়ির একেবারেই ভালো লাগেনি। সে বলেছিল, 'তাহলে গরিব মানুষগুলো বড়লোক হবার, ভালো ভালো খাবারদাবার খাওয়ার, বাঁচার মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখে না। উন্নততর জীবনের ইচ্ছে হওয়াটা অন্যায়!'

ফোনের অপরপ্রান্তে অপর্ণা হেসে বলেছিল, 'তুই ক'টা গরিব মানুষ দেখেছিস রে? যাদের দু'বেলা খাবারটুকু জোটে কি জোটে না, তারা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে না! বরং রাত পোহালে পেটের ভাত কীভাবে জোগাড় করতে পারবে, সেই চিন্তাতেই তাদের জীবনটাই শেষ হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে নিজের ছেলেমেয়েকে পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়। বেশি দূর যেতে হবে না, তোর বাড়িতে যে মেয়েটি কাজ করে তার কাছে কখনও জানতে চেয়েছিস, তোর মতো তারও ইচ্ছে হয় কি না? তাহলেই বুঝতে পারবি আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, খবরের কাগজটা কোল থেকে সরিয়ে উঠে পড়ল পাপড়ি। সাড়ে আটটা বাজে। রান্না চাপাতে হবে। এমন সময় রাজীব ঘরে ঢুকল। মাঠের পোশাক বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে পেপারটা নিয়ে সোফায় শরীরটা এলিয়ে দিল।

রাজীব খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। সিংহভাগ খবর মহেন্দ্র চৌহানের অবসর নিয়ে লেখা। চা নিয়ে ঢুকল পাপড়ি। চায়ের কাপে রাজীব একটা চুমুক মেরে বলল, 'মহেন্দ্রর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে মিডিয়া এমনভাব করছে যেন এতদিন আর কেউ রিটায়ার করেনি! নো ডাউট, মহেন্দ্র ভালো ব্যাটসম্যান, তাই বলে এতটা বাড়াবাড়ি, অসহ্য! সবকিছুর একটা লিমিট আছে।'

পাপড়ি বলল, 'সেলেব্রিটি হলে এমনটা তো করবেই।'

পাপড়িকে থামিয়ে রাজীব বলে উঠল, 'আরে রাখো তোমার সেলেব্রিটি! ওর আগেও বহু ভালো ভালো প্লেয়ার রিটায়ার করেছে। যতসব আদেখলামোপনা!'

রাজীবের কথায় পাপড়ি মুচকি হাসল।

রাজীব বলল, 'হাসছ যে! কাগজটা দেখো, তাহলেই বুঝবে বাড়াবাড়িটা কোন লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছে।'

রাজীব খবরের কাগজটা পাপড়ির দিকে এগিয়ে দিল।

পাপড়ি সেটা না ছুঁয়ে, হালকা হেসে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। চায়ের ট্রে-তে কাপ দুটো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'তুমি খুব জেলাস ফিল করছ, তাই না!'

রাজীব আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি! জেলাস! তুমি হাসালে! কোথায় মহেন্দ্র আর কোথায় আমি!'

রাজীব সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। বাথরুমে ঢুকবে।

কিচেনে ফিরে এসে পাপড়ি কড়ার দিকে তাকিয়ে ভাবল, আচ্ছা, আলপনাও কি এমনভাবে হাতা-খুন্তি নেড়ে রাঁধে!

বাথরুম থেকে ভেসে আসা রাজীবের বেসুরো গান শুনতে পেল পাপড়ি। 'জীবনে কি পাব না/ ভুলেছি সে ভাবনা...' একটা লাইনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রকমারি সুরে গাইছে। পাপড়ির হাসি পেল।

রাজীব অফিসের জন্য বেরিয়ে গেলে, ব্যালকনি থেকে ঘরে এসে পাপড়ি টুকটাক কাজ সারতে লাগল। কলিং বেলটা বেজে উঠল। ঘড়ির দিকে তাকাল পাপড়ি। দশটা বাজে। দরজা খুলতেই সন্ধ্যা ঢুকল। ওর দিকে তাকিয়ে পাপড়ি বলল, 'কী রে সন্ধ্যা, আজ তোর দেরি হল যে।'

সন্ধ্যা বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো বৌদি, আজ একটু দেরি করেই কাজে বেরিয়েছি।'

পাপড়ি বলল, 'কেন রে, আবার কী হল?'

- কাল রাতে বিশুর বাবার ধুম জ্বর এসেছিল।

পাপড়ি আলগোছে বলল, 'ও তাই... এখন কেমন আছে?'

সন্ধ্যা বলল, 'পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে দিয়েছি। ওষুধ খেয়েছে। তোমার এখানে আসবার আগে মনে হল, জ্বরটা একটু নেমেছে। তাড়াতাড়ি চলে যাব। ওবেলায় আসতে পারব না।'

হঠাৎ কী মনে করে পাপড়ি জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে সন্ধ্যা, তুই আলপনা চৌহানকে চিনিস? ছবি দেখেছিস?'

পাপড়ির প্রশ্নে তেমন আমল না দিয়ে সন্ধ্যা ঘর ঝাড়ু দিতে দিতেই বলল, 'সে আবার কে?'

পাপড়ি অবাক হয়ে বলল, 'সে কী রে, তুই আলপনা চৌহানকেই চিনিস না! দুনিয়া সুদ্ধ লোক ওকে চেনে, আর তুই কি না বলছিস- সে আবার কে! ক্রিকেট খেলে মহেন্দ্র চৌহান, ওর বৌ! পেপারে কত ছবি ছাপছে, দেখিসনি কোনওদিন?'

সন্ধ্যা বলল, 'তুমিও যেমন বৌদি, ওকে চিনে আমার কী হবে!'

পাপড়ি বলল, 'তুই কেমন রে! তুই জানিস কত লোকে ওঁকে চেনে, কত নাম, কত খ্যাতি! গাড়ি, বাড়ি, চাকর! এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়ায়! কত আরামে থাকে জানিস! ওর মতো হতে মন চায় না? আমার তো খুব ইচ্ছে করে ওইরকম ঠাটেবাটে থাকব! জীবনটাকে এনজয় করব!'

সন্ধ্যা বলল, 'তোমার মতো হতেই দশ জন্ম পার হয়ে যাবে! আর ওর মতো! ওসব আমাদের কপালে নেই! পেটের দু'মুঠ ভাত জোগাড় করতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়! আর তুমি বলছ কার না কার কথা! বলিহারি যাই তোমার কথা শুনে!'

পাপড়ি বলল, 'তোর ইচ্ছে করে না? ওইরকম একটা জীবন যদি তোর হত, তাহলে কত ভালো হত!'

ঘর মোছা থামিয়ে পাপড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বলল, 'ইচ্ছে তো হয়ই বৌদি! কিন্তু কী ইচ্ছে হয় জানো? বিশুর বাবাটা প্রতিদিন রাতেরবেলায় গলা পর্যন্ত মদ গিলে এসে, বস্তি কাঁপিয়ে আমাকে যেন বাপ-মা তুলে নোংরা নোংরা গালাগালি না দেয়! আমাকে যেন ছেলেমেয়ের সামনে না পেটায়! বস্তির একঘর লোকের সামনে চুল টেনে এনে মাটিতে ফেলে ছেনাল মেয়েছেলে বলে গালিগালাজ করে মুখের ওপর ঘরের দরজা বন্ধ করে না দেয়! সারাদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি গতর খাটিয়ে কাজ করে রাত্রিবেলা ঘরের লোকের মার খেতে ইচ্ছে করে না বৌদি!'

সন্ধ্যা থামল। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখদুটো মুছে আবার কাজে মন দিল। সন্ধ্যার হাড় জিরজিরে রোগাটে শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, পাপড়ির মাথায় বুদবুদের মতো একটা চিন্তা ভেসে উঠল, আলপনার বাড়ির কাজের লোকেরও কি এমনই কষ্ট!

পাপড়ি ড্রয়িংরুমে এসে বসল। টেবিলের ওপরে রাখা খবরের কাগজটাতে আলপনার ছবিটার দিকে তাকাল। সন্ধ্যার কথাগুলো কানে বাজছে! পাপড়ি ভাবল, তিনজন নারী, অথচ তাদের ইচ্ছেগুলোতে আকাশপাতাল ফারাক! কোনও এক অদৃশ্য সুতোয় তিনজন তিনটি গণ্ডিতে বাঁধা। কেউ কাউকে ছুঁতে পারবে না! শুধু স্বপ্ন দেখবে, আর এইভাবে জীবন এগিয়ে চলবে।

উত্তরের সাহিত্যিক

মহাবীর চাচান

হিন্দি ও বাংলায় সব্যসাচী লেখক মহাবীর চাচানের জন্ম রাজস্থানের সোনালি বালিতে। কিন্তু তিনি লালিতপালিত হন সবুজ গালিচার দেশ জলপাইগুড়িতে। তাঁর হাতেখড়ি হয় বাংলা অ বর্ণ দিয়ে। দিনে মাড়োয়ারি হিন্দিস্কুলে পড়াশোনা কিন্তু বাড়িতে বসে বাল্যপাঠ, নবধারাপাতে শিক্ষা শুরু। জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে তাঁর রম্যরচনা প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায়। এসি কলেজ ছুঁয়ে তিনি জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক থেকে সিভিল ডিপ্লোমা করে কিছুদিন চাকরি ও ঠিকাদারি করে শেষপর্যন্ত শিলিগুড়িতে কনসালটেন্সি ফার্ম খোলেন। শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার দিনগুলির তিনি নীরব দর্শক ও কারিগরও বটে।

লেখালেখির শুরু ষাটের দশকে। পরে অমৃত, দেশ, পরিচয় ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর নানা লেখা প্রকাশিত হয়। একটি নামী পত্রিকায় তিনি 'বিস্মৃত বিস্ময়' নামে ধারাবাহিক লেখা লিখতেন। শ্রীভূমি থেকে প্রকাশিত হিন্দি থেকে বাংলায় অনূদিত গল্প সংকলন তাঁকে সাহিত্য সমাজে পরিচিত করে তোলে। লেখালেখির সূত্রে পরিচয় ঘটে রমাপদ চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখ বরেণ্য লেখকদের সঙ্গে। তাঁদের লেখা চিঠিগুলি এখনও সযত্নে আগলে রেখেছেন। 'হিন্দি ব্যঙ্গ কা ইতিহাস' সংকলনে তার লেখা স্থান পেয়েছিল। তাঁর প্রকাশিত দুটি বইয়ের নাম 'মার্ক থ্রি কী গরিবি' এবং 'গাধে কো কানুন কী ডিগ্রি' বেশ জনপ্রিয়। হিন্দিতে লেখা 'জলপাইগুড়ি অউর মাড়ওয়ারি সমাজ' আজও একটি সামাজিক দলিল। নয়া আকাশ, জনপথ সমাচার সহ বিভিন্ন হিন্দি পত্রিকায় তিনি সমসাময়িক বিষয়ে নিয়মিত কলাম লিখতেন। উত্তরবঙ্গের বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা স্থান পেয়েছে। আজ নব্বই বছর বয়সে তিনি সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যুক্ত।

অণুগল্প

লক্ষ্মী এল

শ্রেয়সী গুহ

চোখ মেলে মনে করতে পারল না মেঘলা এটা কি সকাল, না বিকাল। বাতাসে ভেজা ভেজা গন্ধ। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোজা তিস্তার স্পার। শ্রাবণের গোধূলিবেলা গেরুয়া হয় না, হয় নীলচে ধূসর, মানুষের বিষণ্ণ মনের মতো। তিস্তায় দাঁড় করানো সারি সারি নৌকার পাল দেখা যাচ্ছে। মাঠে তো খুব জল, তাই পাথর দিয়ে একটি রাস্তা করা। পাথরে উঠে মেঘলার চিৎকার, 'পড়ে গেলাম! মরে গেলাম! বাঁচাও!' একজন বৃদ্ধ মাঝি এগিয়ে এসে মেঘলার হাত ধরলেন। বললেন, 'ভয় নেই মা, এসো।' পাথর থেকে নেমে তবুও খানিক জমা জলে হাঁটতে হল।

-'জোঁক নেই তো, কাকা?'

-'না গো, নেই। নৌকা চড়বে?'

-'হ্যাঁ, চড়ব!'

নদীর ধারে পৌঁছে মাঝি একটি নৌকা দেখিয়ে বললেন, 'এই নৌকায় ওঠো, আমার ভাগ্নের নৌকা।' অল্পবয়সি ছেলেটি মৃদু হেসে বলল, 'আসো দিদিভাই।' নৌকায় বসে হঠাৎ মেঘলা দেখল, তিস্তার হিংস্র কালো জল শোঁ শোঁ শব্দ করে ছুটে চলেছে; সে ভাবল, যদি মাঝপথে নদীতে ঝাঁপ দেই, কেমন হবে? বেশ হবে না? মেঘলার সংবিৎ ফিরল তরুণ মাঝির স্বরে, 'আজ তুমিই প্রথম কাস্টমার দিদি! ওই পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে তাও খানিক বাজার করতে পারব।' এই বলে সে মেঘলার পাড়িয়ে যাওয়া নৌকার পাটাতনে মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'লক্ষ্মী এল।'

চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না মেঘলা। নদীর জল, শ্রাবণের ঘনঘোর মেঘ, আর্দ্র বাতাস সমস্বরে বলে উঠল, 'লক্ষ্মী এল।'

মরু সাহারার পথে

সুমিত রায়

সাহারার বালি তখন আগুনের মতো গরম। পা রাখলেই মনে হয় জুতোর তলা গলে যাবে। অনিরুদ্ধ তিনদিন হাঁটছে, জিভটা যেন কাঠ। জল নেই। একদম শেষ।

দূরে একটা চালা দেখল। পুরোনো, ভাঙাচোরা। কাছে গিয়ে দেখে একটা মরচে পরা হ্যান্ডপাম্প বসানো, পাশে মাটিতে গাঁথা একটা বোতল- তাতে সামান্য জল। আর একটা ছেঁড়া, ময়লা কাগজ, তাতে হাতের লেখা, একটু অস্পষ্ট – 'এই জল খাবেন না, দয়া করে। পাম্পে ঢেলে দিয়ে চালান। জল উঠবে।'

অনিরুদ্ধ প্রথমে হাসল। পাগলামি নাকি? এই জলটাই যা আছে, খেয়ে নিলে বাঁচা যায়। ফেলে দিলে? যদি পাম্প না চলে? তখন কী হবে কে জানে।

তবু কেন যেন হাতটা কাঁপল, আর বোতলটা খুলে জলটা ঢেলে দিল পাম্পে। মনে মনে ভাবল, মরতেই যদি হয় একটা চান্স নিয়েই মরি।

হাতল টানতে থাকল। এক মিনিট। কিছু হল না। দুই মিনিট। শরীরে আর জোর নেই। তিন মিনিটের মাথায় হাতটা যখন থেমে যাচ্ছে প্রায়, তখনই ফচ করে একটা শব্দ, আর তারপর হুড়মুড় করে ঠান্ডা জল।

অনিরুদ্ধ বসে পড়ল মাটিতে। কাঁদল না ঠিক, কিন্তু চোখ ভিজল। মুখে হাসিও এল আপনা থেকে।

জল খেয়ে বোতলটা আবার ভরল। রাখল আগের জায়গায়। কাগজটা হাতে তুলে, পেন খুঁজল না- আঙুল ভিজিয়ে বালির উপর লিখল প্রথমে, তারপর মনে হল না, কাগজে লেখাই ভালো, পরের কেউ পড়তে পারবে। পকেট থেকে একটা পুরোনো পেন্সিলের টুকরো পেল। তাতেই লিখে দিল নীচে- এটা সত্যি কাজ করে। আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি, তারপর করেছিলাম, বেঁচে গেলাম। আপনিও করুন, নিরাশ হবেন না।

কাগজটা রেখে হাঁটা দিল। পিছনে তাকাল একবার। কে জানে পরে কে আসবে, কবে আসবে। কিন্তু ওই কাগজটা এখন থেকে ওর কাজ করবে, ওকে ছাড়াও।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

---

কবিতা

আর্তনাদ

পুনম বোস

শুনসান রাত -
পায়ে পায়ে হেঁটে গেছে বৃষ্টি গ্রামের ভিতর...
লোলুপ চোখ চকচকে টাকার মতো রেকি করে গেছে কাকভোরে
বেড়াল থাবায় এগিয়ে আসে মুহূর্ত ---
উল্লাসের বাজি ফাটতেই নেমে আসে সন্ধ্যা
নির্জন নক্ষত্র আলোয় পোষ্যদের ঘনঘন আর্তনাদ!
ঘরের দাওয়ায় জমে থাকা জলে কেঁপে কেঁপে ওঠে নিশ্বাস...
বীভৎস গর্জনে বিচূর্ণ কাচ, শরীর ভেদ করে গেছে বুলেট -----
রক্তমাখা শব্দগুলো বিলাপ করতে করতে
ঢলে পড়ে অন্ধকারের অন্তর্ঘাতে!

নির্জন রাত হয়তো ফিরিয়ে দেবে একদিন প্রদাহের ইতিহাস।।

ভাগের জীবনানন্দ

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

কল্লোলিত বোহেমিয়ানা সবেধন
না আছে উঠোন না আছে বনজ্যোৎস্না
ভৈরবীর টিকার আগুন ধক ধক মোহ তাপ
ঈর্ষা পাপ যৎসামান্য সম্বল
অভ্যর্থনা কমিটি গেছে শীত আনতে
হিম জমে বরফ কান্নার
প্রান্তরের বন্য জাপটে ধরে গন্ধ
পুরন্দর ভাটের কথাদের
প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে বেরোন
জীবনানন্দের একটি টুকরো
প্রোফাইলে টাঙাই বিজ্ঞাপন বাসনায়
অতঃপর ক্লেশদায়ক কান্নাকাটি
ভাগে কম পড়ছে ভয়ে।

অপারগ

বিশ্বজিৎ মজুমদার

ঢেউগুলো সব ভুলে গেছে
বাজি ধরতে তাই
নিস্তরঙ্গ সমুদ্র,
অভাবী মানুষের মতো
দিনরাত ভাসাতে পারে না।

অক্ষরগুলো সব এলোমেলো
বিচ্ছিন্ন মানুষের মতো,
শব্দের বসতি গড়তে পারে না।

চোখগুলো সব কোটরাগত
ক্ষুব্ধ মানুষের মতো,
তবে কিছুই জানাতে পারে না।

গাছগুলো সব শুকনো পাতা
বিবর্ণ মানুষের মতো,
একরাশ অভিমান নিয়েও
কবি হতে পারে না।

নিশিকাব্য

অনীশ দাস

চারিদিকে এক শূন্যতা আর নৈঃশব্দ্যের বাসা,
গভীর আঁধারে নিমগ্ন এক নীরব অমানিশা।
মেঘেদের ঘরেও নেই জেগে কেউ, আছে শুধু তারাগুলি,
মিটমিট করে জবাব তাদের, কোন সে অজানা বুলি!
বুঝলাম আমি নই একাকী, নিশাচর আরও আছে,
যামিনীযাপন কবিভাব মোর, হৃদয়ের বহু কাছে।
দিনের আলোয় নেই তার দেখা, ঠিক তারাদের মতো,
এ দেহ তখন কত যে দিশার, কত কর্মে মুখরিত।
নিঝুম নিশীথে এই ক্ষণেতে তাই মজেছি কাব্যজালে,
অতন্দ্র তখন মোর লেখনীখানি, সব নবীন সৃজনকালে।।

নতুন প্রজন্ম, নতুন ট্যাকটিক্স, নতুন ফুটবল

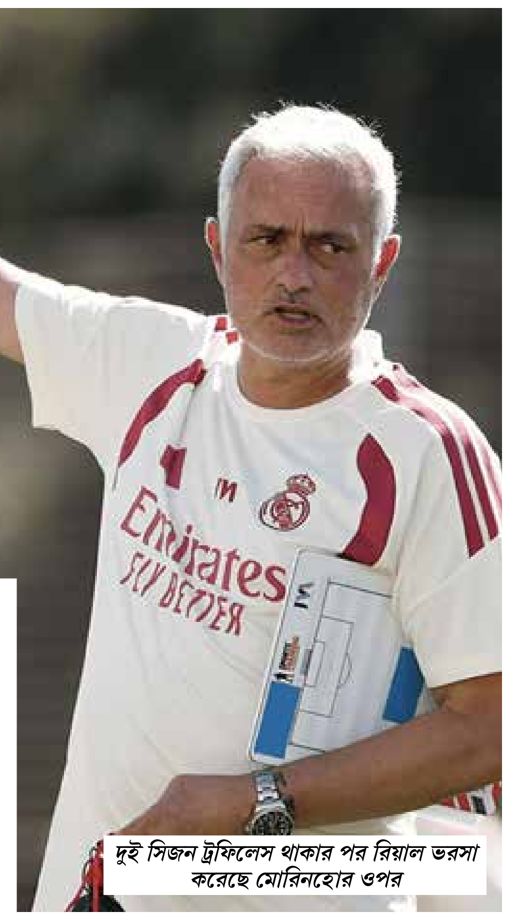

দুই সিজন ট্রফিলেস থাকার পর রিয়াল ভরসা করেছে মোরিনহোর ওপর

সৌভিক চক্রবর্তী

বিশ্বকাপের প্রহর শেষ। সমস্ত বিতর্ক পেরিয়ে, নানান মুহূর্ত তৈরির শেষ ধাপ ছিল স্পেনের বিশ্বকাপ জেতা। এবার একমাসের মহড়া শেষে বর্ষব্যাপী ক্লাব সিজন শুরুর অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই বেশকিছু বড় ক্লাব তাদের দল গোছানো শুরু করেছে। রিয়াল মাদ্রিদে জোসে মোরিনহো ফিরে আসার পর একের পর এক ব্লকব্লাস্টার সাইনিং করাচ্ছেন পেরেজ। সঙ্গে বার্সেলোনা, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখের মতো ক্লাবগুলোও নিজেদের ঘর গোছাতে ব্যস্ত। এই লেখায় খুঁজে দেখা যাক ট্রান্সফারের বাজারে বড় দলগুলো কীভাবে তাদের লক্ষ্যপূরণ করবে এবং আগামী গোটা সিজন ধরে যেসমস্ত নতুন কোচ ডাগআউট দাঁড়াবেন, তাঁদের দর্শন কী কী।

রিয়াল মাদ্রিদ এই সিজনে দলে নিয়েছে একজন সেন্টার ব্যাক, দুটো ফুলব্যাক, একজন রাইট উইং এবং একজন স্ট্রাইকার। গত দুই সিজনে ট্রফিলেস থাকা রিয়াল জোসে মোরিনহোর সঙ্গে সাফল্য পেতে সেই অনুযায়ী প্ল্যানিং করছে। গত সিজনে রিয়ালে জাভি আলোনসোর অন্যতম সমস্যা ছিল ম্যান ম্যানেজমেন্ট। বুন্দেসলিগায় ওরকম একটা সিজন কাটিয়ে হঠাৎ মাদ্রিদের ড্রেসিংরুমে কোচ হিসেবে দাঁড়ানো কঠিন কাজ। জাভি প্রকৃত অর্থে একজন প্লেয়ার'স কোচ। এবার কোচ হওয়ার ডাক পেয়েছেন চেলসি থেকে। বহু বছর আগে নিজের ফুটবল জীবনে জাভি যখন রিয়াল মাদ্রিদে, তখন তৎকালীন কোচ মোরিনহো তাঁর প্লেয়িং স্টাইলে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন কোচ হওয়ার যাবতীয় কোয়ালিটি জাভির রয়েছে। সেটাকে জাভি সত্যে পরিণত করেছেন বেয়ার লেভারকুসেনের ইনভিন্সিবল সিজনে। এবার প্রাক্তন লিভারপুল এই খেলোয়াড় ইপিএলে ফিরেছেন স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের নতুন বস হিসেবে। জাভির দর্শন পজেশন বেসড ফুটবল। প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচ কায়েম রেখে পজেশনকে হাতিয়ার করে অ্যাটাক। পছন্দের ফর্মেশন ৩-২-৪-১, ৩-৫-২। অর্থাৎ অন দ্য বল বিল্ড আপ হতে হবে থ্রি ম্যান ব্যাকে, ডবল পিভটকে স্ক্রিন রেখে। লেভারকুসেনে এই কাজটা করতেন গ্রানিথ জাকা। এবার চেলসিতে এই কাজটা করতে পারেন এঞ্জো ফার্নান্দেজ। জাভির চেলসি এই সিজনে দুজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় পেয়েছে। একজন, অ্যাস্টন ভিলার মর্গ্যান রজার্স এবং অন্যজন ক্রিস্টাল প্যালেসের ম্যাক্সাস লাকোঁয়া। জাভি মাদ্রিদ ঘরানার লোক। কাজেই তাঁর দর্শন পজেশন নির্ভর আর কাউন্টার অ্যাটাক বেসড হলেও ডিফেন্সিভ ট্রাঞ্জিশন আর ন্যারো ডিফেন্সিভ ফানেল যথেষ্ট কম্প্যাক্ট। দুটো সিজন আগের বেয়ার লেভারকুসেন তাদের ইতিহাসে প্রথম বুন্দেসলিগা জেতার সিজনে গোল খেয়েছিল মাত্র ২৫টা। জাভির টিমের কিপারকে বলপ্লেয়িং হতেই হবে এমন কোনও বিষয় নেই। তিনটে ব্যাকের বিল্ড আপ মানে ফুলব্যাকরা টাচলাইনে ফ্রিডম পাবে ওপরে ওঠার। কুকুরেয়া মাদ্রিদে পাড়ি জমানোর পরে এই পজিশনে রিস জেমসের সঙ্গে জাভির প্রথম পছন্দ হতে পারেন জারেল হাতো। অফ দ্য বলে হাইপ্রেসে কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য অপেক্ষা করা জাভির ট্যাকটিক্যাল ফিলোজফির অংশ। রেস্ট ডিফেন্স দরকার মতো ক্যাওটিক হবে, আবার প্রয়োজনমতো অর্গানাইজডও হবে। এই ধরণের ফুটবলকে বলে 'এস্কাদিনহা'। আলোনসো এই এস্কাদিনহাকে ব্যবহার করেন একটা ম্যাথমেটিক্যাল টুল হিসেবে। এটা জাভির ফিলোজফি নয় তবে অন দ্য বল ফরোয়ার্ড মুভের ক্ষেত্রে এটা একটা ভালো কাঠামো। বিল্ড আপের সময় প্লেয়াররা বেশিরভাগ সময়ে ডায়াগনাল রানে মুভ করে কারণ অপনেন্টের হাই প্রেস ভাঙার এটাই সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। কিন্তু সেটা হয় একটা স্ট্রাকচার্ড, ডিসিপ্লিনড সিস্টেমের মধ্যে। প্লেয়ারদের হাফ স্পেসে ফ্রিডম দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তবে ইপিএলের মতো ফাস্ট ফরোয়ার্ড লিগে জাভি কীকরে তিন ব্যাকের সেট আপে সচল থাকেন সেটাই দেখার।

এই প্লেয়ার'স কোচের বিষয়টা ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কোচ আর ম্যানেজারের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। কোচ প্লেয়ার তৈরি করেন, তিনি একটা প্লেয়ারের মধ্যে কোয়ালিটি দেখতে পেলে তাঁকে নার্চার করবেন, প্লেয়ারের পছন্দের পজেশনে খেলিয়ে তাঁকে আরও শাইন করাবেন। ম্যান ম্যানেজমেন্ট অন্য জিনিস। সেখানে কোচকে শুধু ভাল ট্যাকটিশিয়ান হলেই হয় না, ড্রেসিংরুমে মাইন্ডগেমেও পাকা হতে হবে। জিদানের সঙ্গে জাভি বা ল্যাম্পার্ড, জেরার্ডদের এখানেই পার্থক্য। চেলসির কোচ হিসেবে ল্যাম্পার্ড আত্মপ্রকাশ করার আগে ডার্বি কাউন্টিতে দারুণ কাজ করেছিলেন। হ্যারি উইলসন আর ফিকোয়ো টোমোরির মতো প্লেয়ারের উঠে আসা সেই বছরেই। তারপর চেলসির কোচ হয়ে এসে এফ এ কাপে মিকেল আর্তেতার আর্সেনালের কাছে হেরে রানার্স হওয়া। বস্তুত আজকের ইয়ং জেনারেশন অফ কোচদের মধ্যে আর্তেতাও আসেন। পেপ গুয়ার্দিওলার ছাত্র হওয়ার সুবাদে তাঁর কোচিং দর্শন অবশ্য মাইক্রো রোটেশনে পজেশনাল ডোমিনেন্স। একই দর্শন আরেক পজেশন বেসড কোচ এঞ্জো মারেস্কারও।

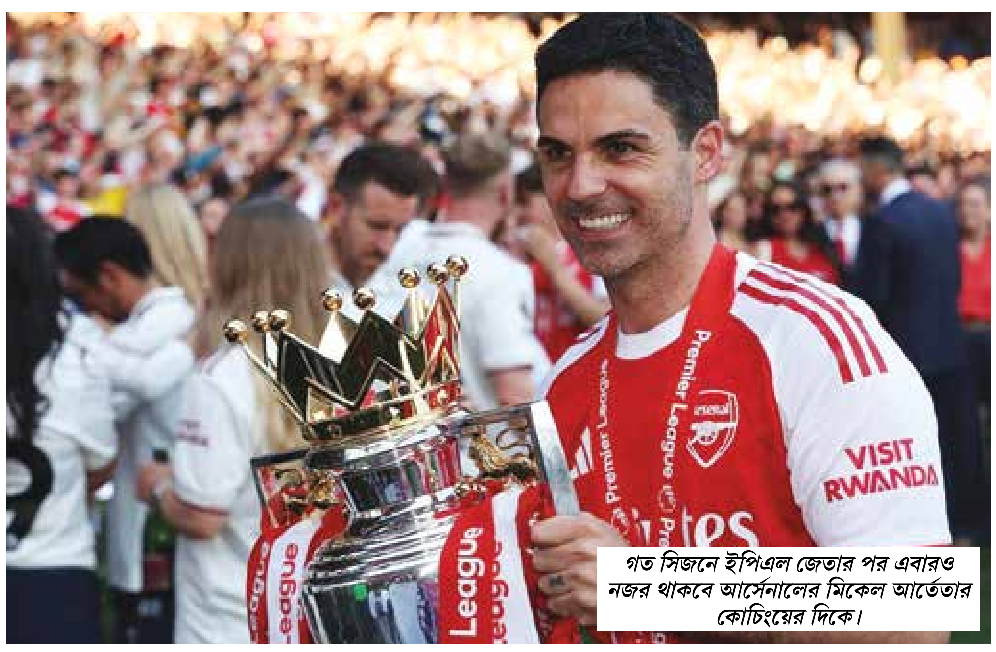

গত সিজনে ইপিএল জেতার পর এবারও নজর থাকবে আর্সেনালের মিকেল আর্তেতার কোচিংয়ের দিকে।

নজর থাকবে কোভেন্ট্রি সিটির কোচ ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের দিকে।

চেলসিতে জাভি আলোনসোর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ তিন ব্যাকের সেটআপকে সচল রাখা।

প্রাক্তন চেলসি কোচ এবার বসতে চলেছেন তাঁর সাবেক গুরুর চেয়ারে। টিম গোছানোই আছে, শুধু তাঁকে সবটা ঠিকঠাক করে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁর হাতে আছে বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আর এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার রড্রি, বেস্ট স্কোরার হাল্যাণ্ড, ডকু আর সেমেনিওর মতো উইঙ্গার। ভিতর রেইসকে মারেস্কা কীভাবে ব্যবহার করেন সেটাও দেখার।

ফেরা যাক ল্যাম্পার্ডে, তরুণ মেসন মাউন্ট, মাতেও কোভাকিচ, জর্জিনহো, মার্কোস আলোনসোদের মতো ট্যালেন্ট উঠে আসার পেছনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ল্যাম্পার্ড ফিলোজফিক্যালি স্ট্রং, একথা আপাতত কোনও বিশেষজ্ঞই বলবেন না। কিন্তু সম্প্রতি চ্যাম্পিয়নশিপে কোভেন্ট্রি সিটিকে নিয়ে ল্যাম্পার্ড আবারও অসাধারণ কাজ করলেন। এবং বারবার রিলেশনিজমকে ইউস করা, ওয়ান সাইডেড ওভারলোড এবং ন্যারো মিড ব্লক তাঁকে সাফল্য এনে দিল।

এই কাজটা অবশ্য এই মুহূর্তে ইপিএলে একজনই দুর্দান্ত ভাবে করছেন, তিনি মাইকেল ক্যারিক। তাঁর অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার থেকে মেন ম্যানেজার হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করছে ফুটবল দর্শন রিলেশনিজম। চ্যানেল বাই চ্যানেল ফ্লুইড, ডায়নামিক স্ট্রাকচারে প্লেয়াররা জায়গা মতো ফ্রিডম পাবে, কিন্তু পাসিং লেন বন্ধ হলে চলবে না। অন পেপার ক্যারিকের টিম সাধারণত ৪-২-৩-১ ফর্মেশনে। অন দ্য বলে প্লেয়াররা একে অপরের কাছাকাছি থাকবে। নির্দিষ্ট পজেশন বা জোনে খেলোয়াড়দের বিচ্ছিন্নভাবে আটকে রাখার পরিবর্তে, তিনি আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের বলের দিকে সরে আসার এবং মাঠের মাঝখানে কিংবা প্রান্তিক এলাকায় খেলোয়াড়-সংখ্যা বাড়িয়ে চাপ সৃষ্টি করার (ওভারলোডিং) স্বাধীনতা দেন। এটার ইতিবাচক দিক হল এই কাছাকাছি থাকাটা শর্ট পাসে ডিফেন্সিভ ব্লক ভাঙার চান্স ক্রিয়েট করা। এবার এটা তখনই সম্ভব যখন আপনার হাতে ভালো কয়েকজন মিড আছে। এই সিজনে ক্যারিক টিমে এনেছেন দুজন অসম্ভব ভাল চ্যানেল ক্রিয়েটর আর টপ ক্লাস পাসিং এবিলিটির প্লেয়ার-বক্স টু বক্স ইউরি টিলেমান্স এবং স্ক্যানার আন্দ্রে স্যান্টোসকে। ক্যারিক রিজিড দর্শন পছন্দ করেন না, বেসিক থেকে শুরু করতে ভালোবাসেন। অন দ্য বল ফুলব্যাকরা ইনভার্ট করবে আর আউট অফ পজেশন ৪-২-৩-১ থেকে ডেরিভেটিভ ৪-৪-২ ন্যারো মিড ব্লক অপনেন্টকে ঠেলে দেবে ক্রমাগত উইং থেকে বিল্ড করতে। ফলে মিডের উপর চাপ কম আসায় স্বচ্ছন্দে প্লেয়াররা ২ ভি ১ সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে। ঠিক এইভাবেই আগের সিজনে ক্যারিক হারান পেপকে। আর্সেনালের বিপক্ষেও জয় আসে প্রায় একইভাবে।

একজন ম্যানেজার মাঠের এক প্রান্তে পজেশনাল রুল, মানে উইডথ আর রেস্ট ডিফেন্স কার্যকর করতে পারেন, অথচ একই সময়ে অপোজিট সাইডে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনী সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পজেশনাল ইন্টারচেঞ্জ করার ফ্রিডম দিতে পারেন। পজেশনাল সিস্টেমের সঙ্গে রিলেশনাল ফুটবলের মিশে যাওয়া এখানেই। মর্ডার্ন রিলেশনাল ফুটবলের গোড়াপত্তন করেছেন ফার্নান্দো দিনিজ ফ্লুমিনেন্সে, আন্সেলত্তি মাদ্রিদে, স্পালেত্তি নাপোলিতে। দুটোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা স্ট্রাকচারকে প্রাণ দিয়েছেন জাভি এবং একদম বেসিক থেকে ধরছেন মাইকেল ক্যারিক। এর মাঝে একটা ক্লাবের কথা বলতেই হয়, হ্যান্সি ফ্লিকের বার্সেলোনা। ফ্লিকের দর্শন অবিরাম অন দ্য বল প্রেসিং এবং কাউন্টার অ্যাটাক। স্প্যাসিয়াল উইডথ দেওয়ার থেকে ফ্লিক মাঝের চ্যানেলগুলো অ্যাক্টিভ করাতে বেশি স্বচ্ছন্দ। এটাও রিলেশনাল সিস্টেমের অংশ। একই কাজ সুইডেনের মালমো এফসিতে করছেন হেনরিক রিডস্টর্ম।

ফুটবলে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে পজেশনাল আর রিলেশনাল দর্শনের লড়াই। আধুনিক ফুটবল যত এগিয়েছে, দু'ধরণের ফুটবল ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এক, ধীর গতির বিল্ড আপ গেম এবং দুই, দ্রুতগতির কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর গেম। খেয়াল করলে দেখা যাবে, ৪-১-৪-১ সিঙ্গেল পিভট বা ৪-২-৩-১ ডবল পিভট, এই দুটো ফর্মেশন দু'ধরণের খেলার জন্যই আদর্শ। যদিও যে কোনও ফর্মেশনকে শ্রেষ্ঠ বলার আগে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়, কারণ প্রত্যেক কোচের আলাদা দর্শন, আলাদা ভাবনা, চিন্তাধারা। যেমন স্প্যানিশ কোচ লুই ডে লা ফুয়েন্তে পজেশনাল ফুটবলের আদর্শ পতাকাবাহক, তিনি ৪-২-৩-১ ফর্মেশন ব্যবহার করেন অন দ্য বল মিড থেকে বিল্ড আপে। তাঁর সিস্টেমে সেটা অবশ্য পরিস্থিতি অনুযায়ী পাল্টাতে থাকে। কিন্তু ঠিকঠাক পজিশনে যদি অসাধারণ খেলোয়াড় হাতে থাকে, তবে এই দুটোর চেয়ে ভাল ফর্মেশন আর হতেই পারে না। দুটো দর্শনের জন্যই আদর্শ ফর্মেশন। বায়ার্নে জাভি মার্টিনেজ, বার্সেলোনায় বুস্কেটস বা এখন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির রড্রি বা পিক ফর্মের কাসেমিরো-এ গল্প অনেকদিনের চেনা। আর দিন দিন কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর খেলার ধরণের যে হারে চাহিদা বেড়ে চলছে, তাতে এই দুটো দর্শনের লড়াই ক্লাব ও ইন্টারন্যাশনালে যে আরও অনেক ব্যবহার হবে ভবিষ্যতে— এটা বলাই বাহুল্য।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ভক্তদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন মাইকেল ক্যারিক।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ হিসেবে গুরু গুয়ার্দিওলার জুতোয় পা গলাচ্ছেন এঞ্জো মারেস্কা।

চোট আতঙ্ক নিয়েই পদক জয় নীরজের

গ্লাসগো, ১ অগাস্ট : খরা কাটল ভারতীয় সময় শুক্রবার মধ্যরাতে। দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর বড় কোনও প্রতিযোগিতার মঞ্চ থেকে পদক নিয়ে ফিরছেন নীরজ চোপড়া। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চে সোনালি স্বপ্ন ধরা দেয়নি তারকা অ্যাথলিটের জ্যাভলিনে। সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে রুপোতেই। তারপরও নীরজকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে চোট আতঙ্ক।

গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে কোমরের চোট বারবার সমস্যায় ফেলেছে নীরজকে। গত জুন মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে প্রতিযোগিতামূলক জ্যাভলিনে ফিরলেও চোট আতঙ্ক পিছু ছাড়েনি। শুক্রবার কমনওয়েলথের ফাইনালে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৫.৮৩ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে রুপো জিতে নেন তিনি। তারপরই নীরজ বলছিলেন, পদক জিতলেও এখনও আগের মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাননি। তাঁর কথায়, ‘পরের প্রতিযোগিতাগুলোয় হয়তো আরও উন্নতি করব। আরও ভালো থ্রো করার চেষ্টা করব। একশো শতাংশ ফিট থাকলে যে কোনও চ্যালেঞ্জই অতিক্রম করা যায়। তা না হলে একটা আতঙ্ক কাজ করে মনের মধ্যে। আমার ক্ষেত্রে এদিনও তাই হয়েছে। জোরে দৌড়াতে ভয় পাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত ভালো থ্রো হয়েছে।’ গ্লাসগোয় পদক জয় নিঃসন্দেহে আরও আত্মবিশ্বাস জোগাবে নীরজকে।

বাঁশের বর্শায় অনুশীলন করতেন ব্রোঞ্জজয়ী যশবীর

> পরের প্রতিযোগিতাগুলোয় হয়তো আরও উন্নতি করব। আরও ভালো থ্রো করার চেষ্টা করব। একশো শতাংশ ফিট থাকলে যে কোনও চ্যালেঞ্জই অতিক্রম করা যায়। তা না হলে একটা আতঙ্ক কাজ করে মনের মধ্যে। আমার ক্ষেত্রে এদিনও তাই হয়েছে। জোরে দৌড়াতে ভয় পাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত ভালো থ্রো হয়েছে।
>
> -নীরজ চোপড়া

৮৫.৮৩ মিটার ছুড়ে রুপো নিশ্চিত করেন নীরজ চোপড়া।

তিনি একাই নন, জ্যাভলিনে পদক জিতেছেন আরও এক ভারতীয় অ্যাথলিট। অ্যান্ডারসন পিটার্স, আর্শাদ নাদিমের মতো তারকাদের পিছনে ফেলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন যশবীর সিং। ফাইনালে শেষ থ্রোয়ের আগে পর্যন্তও পদকের দাবিদারদের তালিকায় রাখা হচ্ছিল না তাঁকে। কিন্তু শেষ থ্রোতেই চমক দেন যশবীর। ৮৫.৪১ মিটার জ্যাভলিন নিক্ষেপ করে পদক নিশ্চিত করেন তিনি। রাজস্থানের জয়পুরের ছেলে যশবীর। শৈশবে জ্যাভলিনে আগ্রহ ছিল না তেমন। বাস্কেটবল খেলতেন। পরে জ্যাভলিনের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। বাবা রাই সিংও জাতীয় স্তরের জ্যাভলার ছিলেন। তবুও অনুশীলনের সরঞ্জাম কেনার অর্থ ছিল না। শুরুর দিকে যশবীর অনুশীলন করতেন বাঁশের বর্শা নিয়ে। বাবা রাই সিংই ছেলেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সেই যশবীরই কমনওয়েলথের পোডিয়ামে দাঁড়ালেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের বর্তমান পোস্টার বয় নীরজের সঙ্গে। ফাইনালের আগে নীরজ নিজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁকে।

প্রশ্নচিহ্ন স্পেন-পর্তুগালের বিশ্বকাপ আয়োজনে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ অগাস্ট : ফিফা ও উয়েফার মধ্যে যেভাবে মতানৈক্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে তার প্রভাব পড়তে পারে আগামী বিশ্বকাপে। ২০৩০ বিশ্বকাপের মূল আয়োজক স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো। এর মধ্যে স্পেন ও পর্তুগালকে আদৌ আর আয়োজক হিসাবে দেখা যাবে কিনা, তার উপর প্রশ্নচিহ্ন পড়তে চলেছে।

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ সহ নিজস্ব যাবতীয় ইভেন্টের ২০ শতাংশ স্বত্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরপরই। উদ্দেশ্য ছিল প্রায় ৪.২ বিলিয়ন ডলার রোজগার করা। ফিফার এই ভাবনা প্রকাশ্যে আসতেই এর বিরোধিতা করা শুরু করে উয়েফা। আর তাদের সমর্থন করতে এগিয়ে আসে কনকাকাফ, দ্য কনফেডারেশন অফ নর্থ ও সাউথ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ফেডারেশন। পরে এতে যোগ দেয় এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনও। পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়, এরকম কিছু করলে বিশ্বকাপ বয়কট করবে উয়েফা। যদিও ফিফা বোঝানোর চেষ্টা করে যে এতে প্রতিটি সদস্য অ্যাসোসিয়েশন আর্থিকভাবে লাভবান হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও সদস্য অ্যাসোসিয়েশনই এখনও পর্যন্ত রাজি হওয়া দূরের কথা, বরং তাদের বিরোধিতা রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলেছে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে। ব্যাকফুটে চলে যাওয়া ফিফা সভাপতি পদত্যাগ করতে পারেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। যা করলে হয়তো খুশিই হবে সদস্য অ্যাসোসিয়েশনগুলি। তারা পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ফিফার নিজস্ব টুর্নামেন্টগুলিকে বিপণন হিসাবে দেখা চলবে না। কোনও

সমস্যা নেই মরক্কোর

ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ে আসা হলে মূলত উয়েফা যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করবে ফিফার সঙ্গে। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে এবার আগামী বিশ্বকাপ নিয়েও তৈরি হচ্ছে নানা প্রশ্নচিহ্ন। স্পেনের এল এস্প্যানিওলের খবর অনুযায়ী, বিশ্বকাপের আয়োজক স্পেন ও পর্তুগাল আদৌ আগামী বিশ্বকাপের সংগঠক হিসাবে থাকবে কিনা তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র উয়েফার। এই ঝামেলা যদি চলতেই থাকে, তাহলে আগামী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ধাক্কা খাবে। বিশ্বকাপ এমন এক টুর্নামেন্ট যার প্রস্তুতি চলে প্রায় আট বছর ধরে। সেখানে মাত্র চার বছর বাকি থাকতে হঠাৎই এই ঝামেলায় স্পেন-পর্তুগালে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি থেমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে এই রিপোর্টে।

তবে অন্যতম আয়োজক মরক্কোর একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এতে খানিকটা বিব্রত অবস্থা মরক্কোর। কনফেডারেশন অফ আফ্রিকান ফুটবলের সদস্য হিসাবে তারা বাধ্য নয় উয়েফার সিদ্ধান্ত মানতে। সিএএফ এখনও ফিফার বিরোধিতা করেনি। তারা এখনও এই বিষয়টি মূল্যায়ন করে দেখছে। তারপরেই নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাবে। মরক্কোর বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্তে এখনও কোনও পরিবর্তন নেই। কিন্তু এটাও ঘটনা, যদি স্পেন-পর্তুগাল সত্যিই সরে যায় তাহলে মরক্কোর পক্ষে এককভাবে বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে আয়োজন করা কি আদৌ সম্ভব হবে? আগামী ফিফা কংগ্রেস মরক্কোতেই হতে চলেছে আগামী বছর। তাতে ২০৩১ পর্যন্ত ইনফ্যান্তিনোর ফের একবার সভাপতি হওয়া ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে সত্যিই সেটা আদৌ সম্ভব হবে কি? এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।

অধিনায়ক রজত, ডেপুটি রিঙ্কু

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : দলীপ ট্রফিতে মধ্যাঞ্চলের অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন রজত পাতিদার। টানা দুইবারের আইপিএল জয়ীর অধিনায়কের ডেপুটি নির্বাচিত হয়েছেন রিঙ্কু সিং। দলে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের দলে ডাক পাওয়া মধ্যপ্রদেশের অফস্পিনার সারাংশ জৈনও। তবে শ্রীলঙ্কা সফরের কারণে দলীপের প্রথম ম্যাচ খেলা সম্ভব হবে না সারাংশের। ২৩ অগাস্ট থেকে বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দলীপ ট্রফি শুরু হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী যে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল এদিন ঘোষণা করেন মধ্যাঞ্চলের নির্বাচক কমিটি।

দলীপে মধ্যাঞ্চল : রজত পাতিদার (অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, আরিয়ান জুয়াল, সারাংশ জৈন, আমন মোখাড়ে, কুণাল চান্দেলা, জিশান আনসারি, আরিয়ান পাণ্ডে, আর্শাদ খান, আয়ুষ পাণ্ডে, যশ রাঠোর, হর্ষ দুবে, কুণাল সিং রাঠোর, যশ ঠাকুর ও নচিকেত ভুতে।

চারের বদলে তিনদিন, গিলদের প্রস্তুতিতে কাটছাঁট

নয়াদিল্লি, ১ অগাস্ট : আসন্ন শ্রীলঙ্কার সফরের ক্রীড়াসূচিতে রাতারাতি পরিবর্তন।

সংক্ষিপ্ত হল টেস্ট সিরিজের প্রাক্কালে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচে। চারদিনের বদলে তিনদিনের গা-ঘামানোর ম্যাচ খেলবেন শুভমান গিল ব্রিগেড! ২৮ জুলাই টেস্ট দল ঘোষণার সময় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে চারদিনের প্রস্তুতি ম্যাচের কথা জানানো হয়েছিল। যদিও পরিবর্তিত সূচিতে একদিন কমিয়ে তা তিনদিন করা হচ্ছে। কী কারণে এই রদবদল তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি কোনও ঘোষণা সামনে আসেনি।

ভারতীয় দল, ক্রিকেটারদের ইতিমধ্যেই পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের বোর্ডের তরফে কোনও ঘোষণা এখনও পর্যন্ত না হলেও টিম সূত্রে খবরের সত্যতা স্বীকার করা হয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত ভারত-শ্রীলঙ্কা টেস্ট সিরিজ। ১৫ অগাস্ট গলে প্রথম টেস্ট। গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বৈরথের প্রাক্কালে শ্রীলঙ্কা একাদশের বিরুদ্ধে তিনদিনের প্রস্তুতি ম্যাচে (৭-৯ অগাস্ট) খেলবেন শুভমানরা। প্রাথমিকভাবে যা চারদিনের হওয়ার কথা ছিল। ভারতীয় বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, বিসিসিআই সহ সিরিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ অবহিত এই পরিবর্তন সম্পর্কে। কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ডের নিকটবর্তী এনসিসি স্টেডিয়ামে প্রস্তুতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সরাসরি সম্প্রচারও করা হবে।’

পরিবর্তনের কারণ যাই হোক, প্রস্তুতি ম্যাচে কাটছাঁট চিন্তা বাড়াচ্ছে গৌতম গম্ভীরদের। কারণ, শ্রীলঙ্কার পিচ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটা দিন কম পাবে ভারতীয় দল। আসন্ন সিরিজে দ্বীপরাষ্ট্রের স্পিন-সহায়ক পিচ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। প্রতিপক্ষের স্পিন শক্তিও শুভমান ব্রিগেডের জন্য চ্যালেঞ্জ। ফলে প্রস্তুতিতে কাটছাঁট টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি ভাবনায় কিছুটা হলেও ধাক্কা।

ক্রমশ ম্যাচ ফিটের পথে সুদর্শনও

এদিকে, শ্রীলঙ্কা দ্বৈরথের আগে স্বস্তির খবর বি সাই সুদর্শনকে নিয়ে। জসপ্রীত বুমরাহ ইতিমধ্যেই ফিট সার্টিফিকেট পেয়েছেন। দুই টেস্টে বুমরাহর খেলা নিয়ে সংশয় নেই। খবর, সুদর্শনও পায়ের চোট থেকে দ্রুত ফিট হয়ে উঠছেন। বর্তমানে বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব সারছেন তামিলনাড়ুর বাঁহাতি ব্যাটার। ব্যাটিং অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক চললে সিরিজের শুরু থেকেই সুদর্শনকে খেলাতে সমস্যা হবে না ভারতীয় থিংকট্যাংকের।

ইস্টবেঙ্গল দিবসে উজ্জ্বল ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অগাস্ট : মহাসাড়ম্বরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। আর প্রতিষ্ঠা দিবসেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন কোচ-ফুটবলাররা।

আলোকসজ্জিত নজরুল মঞ্চ। দর্শক আসনের সামনের সারিতে বসে রয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের নক্ষত্ররা। ইস্টবেঙ্গল জনতার হৃদয়জুড়ে কেবলই জেসিন টিকে-পিভি বিষ্ণুরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংগীত পরিবেশন গায়ক রূপঙ্কর বাগচীর। কিন্তু তার মাঝেই অডিটোরিয়ামে হাজির ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। মুহূর্তে উত্তেজিত লাল-হলুদ জনতা।

একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হল ফুটবলাররা প্রবেশের সময়। উৎসাহী জনতার ভালোবাসার ঘেরাটোপে একপ্রকার বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন মহম্মদ বসিম রশিদ, ড্যানি র‍্যামিরেজরা। ইস্টবেঙ্গল কর্তারা যতই বলুন, তাঁরা নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, সমর্থকরা বুঝিয়ে দিলেন শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের আসল পরিচয় ফুটবলকে ঘিরে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, তাপস রায়, স্বপন দাশগুপ্ত, কৌশিক চৌধুরী, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ জিষ্ণু বসু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই বছর ভারত গৌরব সম্মানে ভূষিত করা হয় ডঃ সঞ্জীব সান্যাল ও সুরকার প্রীতমকে। দুজনের হাতেই সম্মান তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। এই বছর বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত আনোয়ার আলি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্য তাঁর বার্তা, ‘প্রথম ডার্বি হেরেছি। এখনও অনেক ডার্বি বাকি আছে। ওদের দেখে নেব।’

এদিন কোচ হাবাসের হাত দিয়েই সম্মানিত করা হল অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। তারপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, ‘এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে ভালো লাগছে।’ দুই প্রাক্তন তারকা তরুণ দে ও বলাই মুখোপাধ্যায়কে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়া হল। উদীয়মান তারকার পুরস্কার পাওয়া এডমুন্ড বলেছেন, ‘এই পুরস্কার পেয়ে আমি গর্বিত।’

সব মিলিয়ে ইস্টবেঙ্গল প্রতিষ্ঠা দিবস মাতিয়ে রাখলেন কোচ ও ফুটবলাররা।

ডঃ সঞ্জীব সান্যালকে ভারত গৌরব সম্মান তুলে দিচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। -ডি মণ্ডল

অজি সফরে টেস্ট টিমে ডাক লিটনকে

ঢাকা, ১ অগাস্ট : শুক্রবার ওডিআই দলে অধিনায়কের পদে ফেরানো হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ডাক টেস্ট দলেও। অস্ট্রেলিয়া সফরের টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্ত করা হল লিটন দাসকে। কাফ মাসলের চোটের কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওডিআই সিরিজ খেলতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে অস্ট্রেলিয়াগামী টেস্ট দলেও ছিলেন না। অবশেষে ফিটনেসের বাধা দূর। ফিট হতেই টেস্ট টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হল লিটনকে। বাংলাদেশ বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে আগামীকালই অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে যোগ দিতে রওনা দেবেন লিটন। ২৩ বছর ব্যবধানে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।

বেঙ্গালুরুর সিওই-তে তামিম

এদিকে, সেপ্টেম্বরে ভারত-সিরিজ আয়োজন নিয়ে চলতি অচলাবস্থা কাটাতে আবার বাংলাদেশ সরকারের শরণাপন্ন তামিম ইকবাল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতির মধ্যে দুই দেশের মধ্যে সরকারি স্তরে আলোচনাতেই জট খুলতে পারে। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী সফরে তিনটি করে ওডিআই এবং টি২০ ম্যাচ খেলার কথা ভারতের।

সিরিজ বিতর্কের মাঝে ভারতে বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল। ঢাকায় বিশ্বমানের ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গড়ার পরিকল্পনা করেছে বিসিবি। তারই অঙ্গ হিসেবে বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পরিকাঠামো দেখতে আগ্রহী তামিম। তামিমের সঙ্গে আছেন বিসিবি সহ সভাপতি ফাহিম সিনহা ও গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান শানিয়ান তনিম নবীন।

পাক খেলোয়াড়কে আলিঙ্গন জেমিমার

লন্ডন, ১ অগাস্ট : ক্রীড়াক্ষেত্রে পাকিস্তান খেলোয়াড়দের সঙ্গে অঘোষিত ‘নো হ্যান্ডশেক’ নীতির ঠিক উলটো পথে হাঁটতে দেখা গেল জেমাইমা রডরিগেজকে। করমর্দন ছাঁপিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার ফাতিমা সানাকে। ইংল্যান্ডের হান্ড্রেড লিগে এহেন ঘটনা ঘটেছে। পাক ক্রিকেটারদের জেমাইমার আলিঙ্গন পুরোনো বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢেলেছে।

‘দ্য হান্ড্রেড’-এ জেমিমা খেলছিলেন সাদার্ন ব্রেভের হয়ে। ১৮ বলে ২৮ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। শেষপর্যন্ত জয়ী হয় ভারতীয় তারকার দলই। ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষ বার্মিংহাম ফিনিক্সের পাক তারকা ফাতিমার সঙ্গে কুশল বিনিময় করার সময় হাত মেলান জেমিমা। তারপর পরস্পরকে আলিঙ্গনও করেন।

২০২৫ সালে পহলহগাম জঙ্গিহানার পরবর্তী সময়ে ভারত-পাক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে যা পুরোনো বিতর্ক উসকে দিয়েছে। কারও কারও মতে, খেলার মাঠে সৌহার্দ্য বিনিময় করে সঠিক কাজ করেছে জেমিমা-ফতিমা। বিরোধীদের মতে, পাকিস্তানের হাত ভারতের নিরীহ মানুষের রক্তে রাঙা। তাই করমর্দন, আলিঙ্গনের মতো সৌজন্য পাক-খেলোয়াড়দের সঙ্গে এড়িয়ে চলাই উচিত।

ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের ফাতিমা সানাকে জড়িয়ে ধরলেন জেমিমা রডরিগেজ।

পাকিস্তানের বক্সার জাহরার প্রেরণা মেরি

গ্লাসগো, ১ অগাস্ট : পাকিস্তানের প্রথম মহিলা বক্সার হিসেবে কমনওয়েলথ গেমসে পদক জিতেছেন ফাতিমা জাহরা। ৬৬ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জয়ের লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের জর্ডন উইলসনকে হারিয়ে জাহরার মন্তব্য চমকে দেয়। তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় কিংবদন্তি মহিলা বক্সার এমসি মেরি কমকে দেখেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ২০১৪ সালে মেরি কমের জীবনের ওপর ভিত্তি করে বানানো সিনেমাও তিনি দেখেছেন। জাহরা বলেছেন, ‘তাঁর জীবন নিয়ে যে সিনেমা হয়েছে সেটা দেখেছি। বক্সিং শুরু করার পর ওই সিনেমা দেখেই অনুশীলন করতাম। মেরির প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। একদিন ওঁর মতো হতে চাই। তাঁর কীর্তি অর্জন করতে চাই।’ আদর্শের মতোই তাঁকেও বক্সিং চালিয়ে যেতে লড়াই করতে হয়েছে। সেই কথা তুলে ধরে জাহরার মন্তব্য, ‘পরিবারে কেউ বক্সিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। প্রথম কোচ বেসিক শিক্ষাটুকু দেন। বাধা এসেছে পরিবার থেকেও। অনুশীলনে যেতে দিত না। তবুও প্র্যাকটিস করে গিয়েছি। এখন ম্যাচ থাকলে আমার থেকেও তাঁরা বেশি চিন্তায় থাকেন।’

৬৬ কেজি ওজন বিভাগে ব্রোঞ্জ জয়ের পর পাকিস্তানের ফাতিমা জাহরা।

কাস্টমস কাঁটায় বিদ্ধ বাগান

সুহেল আহমেদ বাটের সুযোগ নষ্টের খেসারত দিতে হল মোহনবাগানকে। ছবি : ডি মণ্ডল

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
ক্যালকাটা কাস্টমস-১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অগাস্ট : প্রথম ৪৫ মিনিটের ছন্নছাড়া ফুটবল আর দ্বিতীয়ার্ধে সুহেল আহমেদ বাটের ঝুড়িঝুড়ি সুযোগ নষ্ট। ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে পরাজয়ে কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সের দৌড়ে কিছুটা হলেও পিছিয়ে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

দলের প্রাণভোমরা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকে দিতেই বাস্তব রায়ের মোহনবাগানের সব জারিজুরি শেষ। বাগান কোচের বিকল্প কোনও পরিকল্পনাও সেভাবে চোখে পড়ল না। সিনিয়ার দলের দুই ফুটবলার অ্যালেক্স সাজি ও দীপক টাংরিকেও এদিন খেলাল সবুজ-মেরুন। সাজি রক্ষণে নির্ভরতা দিলেও টাংরির উপস্থিতি কাজে আসেনি। বরং দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জায়গায় সন্দীপ মালিককে নামাতে সচল হল বাগানের মাঝমাঠ। তবুও কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা মিলল না। কার্যত একাই আধডজন সুযোগ নষ্ট করলেন সুহেল। তারপরও বেঞ্চেই থেকে গেলেন বয়সভিত্তিক দলে নজরকাড়া স্ট্রাইকার রাজদীপ পাল। এক্ষেত্রে কোচ বাস্তবের যুক্তি, ‘রাজদীপের বয়স কম, চাপ সামলাতে পারবে না।’

৭৭ মিনিটে বাগানের দীপেন্দু বিশ্বাসকে ফাউল করার অভিযোগে কাস্টমসের গোল বাতিল হয়। ৮৫ মিনিয়ে বক্সে হ্যান্ড বল করেন বাগানের থংজাম রোশন সিং। পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোল রাহুল সোরেনের।

বাগানেই ছাঙ্গতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ অগাস্ট : তিন বছরের চুক্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে যোগ দিলেন দেশের অন্যতম সেরা আক্রমণভাগের ফুটবলার লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে। ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছিল সবুজ-মেরুনে সই হয়ে গিয়েছে ছাঙ্গতের। হাতের চোট সারিয়ে অগাস্টের শুরুতেই শিবিরে যোগ দেবেন তিনি। শনিবার সেই খবরেই সিলমোহর দিল বাগান ম্যানেজমেন্ট। এদিকে, রবিবার গভীর রাতে কলকতায় চলে আসছেন মোহনবাগানের আরেক বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরা। জেমি ম্যাকলারেন আসছেন সম্ভবত সোমবার।

চ্যাম্পিয়ন মালবাজারের সিজার স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৫তম ১৬ দলীয় আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মালবাজারের সিজার স্কুল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বাগডোগরার লাইম লাইট স্কুলকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। দ্বিতীয়ার্ধে সিজারকে এগিয়ে দেয় অর্জুন শৈব। পরে সমতা ফেরায় লাইম লাইটের বিবেক মিনজ। ফাইনালের সেরা সিজারের গোলকিপার প্রিন্স ওরাওঁ। অন্যদিকে, তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে জয়ী হয়েছে ওয়েস্ট পয়েন্ট। তারা ১-০ গোলে জিতেছে হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বিরুদ্ধে। গোলটি করে জয় রাউথ। ম্যাচের সেরা হয়েছে ওয়েস্ট পয়েন্টের অঙ্কিত প্রসাদ। ফেয়ার প্লে ট্রফি জিতেছে সেক্রেড হার্ট স্কুল। পুরস্কার তুলে দেন রয়্যালের প্রিন্সিপাল অরিন্দম চক্রবর্তী, ভাইস প্রিন্সিপাল অসীম চক্রবর্তী। ছিলেন রয়্যালের সচিব অমিত সাংহাই, যুগ্ম সচিব অজয় সাংহাই সহ বিশিষ্টরা।

ট্রফি জয়ের পর উল্লাস সিজার স্কুলের।

আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের বিপক্ষে আইনি পদক্ষেপ ফিফার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ অগাস্ট : আর্জেন্টিনার সাত ফুটবলারের আচরণের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত কার্যাবলি শুরু করল ফিফা। মূলত স্পেনের কাছে হারের পরই তাঁদের আচরণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। গত সপ্তাহেই ফিফার গভর্নিং বডি একজন শৃঙ্খলা ও এথিকস বিষয়ক আইনজীবী নিয়োগ করেছে নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে ঠিক কী ঘটেছিল সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে। শেষ বাঁশি বাজার পর আর্জেন্টিনার একাধিক ফুটবল ও কোচিং স্টাফদের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ১-০ গোলে হারের পরই তাঁরা চড়াও হন স্পেনের ফুটবলারদের উপর। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর সুপারিশ অনুযায়ী ফিফা আপাতত আর্জেন্টিনার সাত ফুটবলার নাহুয়েল মোলিনা, লিয়ান্দ্রো পারেডেস ও আর্জেন্টিনার সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালার উপর ফিফার ডিসিপ্লিনারি কোডের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের মারধর করার অভিযোগ আনা হয়েছে। যার মধ্যে পারেডেসের বিপক্ষে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি।

এছাড়াও আর্জেন্টিনার থিয়াগো আলমাদা ও স্পেনের গাভির বিপক্ষেও অভিযোগ আনা হয়। ফিফার শৃঙ্খলারক্ষা আইন অনুযায়ী ফুটবলার ও কর্তারা অন্তত এক ম্যাচ সাসপেন্ড হবেনই খারাপ আচরণের জন্য। এছাড়াও প্রতিপক্ষের জন্য চড়াও হয়ে মারধরের জন্য তিন ম্যাচ সাসপেনশনের খাঁড়া তাঁদের উপর নেমে আসতে পারে। অর্থাৎ পারেডেস ও আয়ালার তিন ম্যাচ করে সাসপেনশনের সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়া এনজো ফার্নান্ডেজের লাল কার্ড নিয়েও তদন্ত হবে। ইংল্যান্ড ও সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচের দুই অর্ধেই আর্জেন্টিনার গোটা দল মাঠে নামতে দেরি করে। যার জন্য শাস্তি হতে পারে আর্জেন্টিনার। এছাড়া সমর্থকরা মালভিয়ান ফ্ল্যাগ ও ব্যানার প্রদর্শন এবং বর্ণবিদ্বেষমূলক আচরণ করেছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তেমনকিছু হলে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের উপরেই শাস্তি খাঁড়া নেমে আসতে পারে। সবমিলিয়ে বিশ্বকাপে হারের ঘা শুকোনোর আগেই আবার চাপে আর্জেন্টিনা।

ফাইনালে হেরে স্পেনের ফুটবলারদের উপর চড়াও হন লিয়ান্দ্রো পারেডেসরা।

প্যারা শট পাটে ওয়ান টু, রুপো লভলিনার

একদিনে আট সোনা

প্যারা শট পাটে সোনা জয়ের পর সোমান রানা।

গ্লাসগো, ১ অগাস্ট : শুক্রবার থেকে চলতি কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য যেন পদকের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় জুডোতে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দেন ত্রিপুরার বঙ্গতনয়া অস্মিতা দে। কয়েক মিনিট পর তাঁর সোনালি যাত্রার সঙ্গী হন হর্ষ সিং। রাতটা শেষ হয় জ্যাভলিন থ্রোয়ে নীরজ চোপড়ার রুপো ও যশবীর সিংয়ের ব্রোঞ্জ এবং ডেকাথলনে তেজস্বীন শংকরের ব্রোঞ্জ জয় দিয়ে। আর শনিবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভারতের ঘরে এল আটটি সোনা।

দিনের শুরুতেই প্যারা শট পাটে 'ওয়ান টু' (সোনা ও রুপো) করে ফেলেন সোমান রানা এবং শুভম জুয়াল। পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে প্রবীণ চিত্রাভেল ও সেলভা প্রভু থিরুমরণের হাত ধরে রুপো এবং ব্রোঞ্জ এসেছে। বক্সারদের সাতটি সোনা জয়ের ফলে পদক তালিকায় এক লাফে এদিন চার নম্বরে উঠে এসেছে ভারত।

এত পদকের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন ভারতের সোনার ছেলে নীরজ। প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিম প্রথম তিন থ্রোয়ের পর ছিটকে যাওয়ায় সোনার লড়াইটা নীরজের সঙ্গে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাগের। তবে সত্যি বলতে, দ্বিতীয় থ্রোয়ে ৮৫.৮৩ মিটার ছাড়া নীরজও এদিন আহামরি কিছু করতে পারেননি। সেখানে চলতি বছর দুরন্ত ফর্মে থাকা রুমেশ প্রথম প্রয়াসে ৮৯.৭৫ মিটার ছুড়ে বাজিমাত করেন। ফলে নীরজকে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সেখানে গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন কেসহর্ন ওয়ালকটকে টপকে শেষ থ্রোয়ে ৮৫.৪১ মিটার ছুড়ে যশবীরের ব্রোঞ্জ জয় অনেক বেশি কৃতিত্বের দাবি রাখে।

নীরজ, যশবীরের হাত ধরে কমনওয়েলথে জ্যাভলিন থ্রোয়ে প্রথমবার ভারতের দুইজন পোডিয়ামে জায়গা পেয়েছেন। ঐতিহাসিক সাফল্যের পর যশবীর বলেছেন, 'আমি তৃতীয় থ্রোয়ে ৮১.৩৩ মিটার ছুড়েছিলাম। কিন্তু ব্রোঞ্জ জিততে গেলে ৮২ মিটার পার করাতে হত। পঞ্চম থ্রোয়ে সেটা হয়নি। তাই শেষ থ্রোয়ে সর্বস্ব দিয়েছিলাম।'

নীরজদের পরপরই নজির গড়েন তেজস্বীন। ২০২২ সালের কমনওয়েলথে হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। শনিবার রাতে প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথে পদক জিতে ইতিহাসে নাম তোলেন ২৭ বছরের এই অ্যাথলিট। তিনি ডেকাথলনে ৭৯৭৬ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নেন।

শনিবার বক্সিং রিং ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রে। কারণ এদিন ১০ জন বক্সার সোনা জয়ের লড়াইয়ে নেমেছিলেন। বক্সিং রিং থেকে শনিবার দুপুরে ভারতকে প্রথম ভালো খবর এনে দেন ২৩ বছরের প্রীতি পাওয়ার। মহিলাদের ৫৪ কেজি বিভাগে কানাডার শার্লট ডেলগাডোকে ৫-০ ব্যবধানে উড়িয়ে সোনা জিতে নেন তিনি। প্রথম দুই রাউন্ডে একতরফা আধিপত্যের পর তৃতীয় রাউন্ডে শার্লটকে ফেরার কোনও সুযোগই দেননি হরিয়ানার এই বক্সার। প্রীতির পর সোনার পদক গলায় ঝোলান জেসমিন লাম্বোরিয়া। গত বছর মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। শনিবার একই ওজন বিভাগে পোডিয়ামের শীর্ষস্থান দখল করে নেন জেসমিন। প্রথম রাউন্ডে নড়বড়ে দেখালেও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মিশেলা ওয়ালশের বিরুদ্ধে পরের দুই রাউন্ড ৪-১ ও ৫-০ ব্যবধানে জিতে নেন তিনি। পরে প্রীতি, জেসমিনের দলে নাম লেখান সাক্ষী চৌধুরী (মহিলাদের ৫১ কেজি), প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস (মহিলাদের ৬০ কেজি), অরুন্ধতী চৌধুরী (মহিলাদের ৭০ কেজি)। নারীশক্তির জয়ের পর আসরে নামেন পুরুষ বক্সাররা। সোনা জিতে নেন শচীন সিওয়াচ (৬০ কেজি) ও অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল (৮০ কেজি)। তবে মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগে ফাইনালে হেরে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় লভলিনা বরগোহাঁইকে। একই পরিণতি হয়েছে পুরুষদের ৫৫ ও ৯০+ কেজি বিভাগে যথাক্রমে যদুমণি সিং এবং নরেন্দর বানওয়ালের।

বার্মিংহামে কমনওয়েলথে ভারতকে প্রথম 'ওয়ান টু' উপহার দেন দুই ট্রিপল জাম্পার এলধোস পাল ও আব্দুল্লাহ আবুবাকর। প্যারা শট পাটে এফ৫৭ ক্যাটিগোরিতে যার পুনরাবৃত্তি ঘটালেন সোমান ও শুভম। বিহারের সোমান ১৩.৪০ মিটার ছুড়ে সোনা জিতে নেন। শুভম ষষ্ঠ প্রয়াসে ১৩.২৮ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। 'ওয়ান টু' না হলেও গ্লাসগোতে ট্রিপল জাম্পে ফের একবার ভারত 'ডাবল ফিনিশ' করল। ১৬.৫৮ মিটার লাফিয়ে রুপো জেতেন প্রবীণ। ১৬.৫২ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ সেলভার।

সপ্তম শিখরে বক্সিং

সোনা জয়ের পর সাত ভারতীয় বক্সার- প্রীতি পাওয়ার, সাক্ষী চৌধুরী, জেসমিন লাম্বোরিয়া, প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস, অরুন্ধতী চৌধুরী, শচীন সিওয়াজ ও অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	৬১	৩৭	৫০
২	ইংল্যান্ড	২৫	৪০	৩৪
৩	কানাডা	১৮	১৮	২১
৪	ভারত	১৩	১৭	৮
৫	স্কটল্যান্ড	১২	৮	১৭

প্রদীপ জ্বালিয়ে ইস্টবেঙ্গল দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে শনিবার।

আবেগে শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১ অগাস্ট : ইস্টবেঙ্গল দিবসেই ১০ বছর আগে পথ চলা শুরু করেছিল শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাব। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সকাল থেকেই সেজে উঠছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের সামনে সুইমিং পুল চত্বর। লাল-হলুদ বেলুনে সেজে ওঠা তোরণ পথচলতি মানুষের নজর কেড়ে নিচ্ছিল বারবার। প্রিয় ক্লাবকে ঘিরে শহরের লাল-হলুদ সমর্থকদের আবেগ-উন্মাদনা চরমে পৌঁছায় বেলা ১২টা নাগাদ। যখন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের ফ্যান ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। পরে ফ্যান ক্লাবের সভাপতি শ্যামল তরফদার, সচিব অনুপ বসু, কোষাধ্যক্ষ রবিন মজুমদার, বিশিষ্ট চিকিৎসক সন্দীপ সেনের উপস্থিতিতে ফুটবল মাঠের আদলে তৈরি করা কেকও কাটেন শংকর। সেই সময় সমর্থকদের স্লোগানে অভিভূত শংকর বলে দেন, 'শিলিগুড়িতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক সবচেয়ে বেশি। এটা শুধু একটি ক্লাব নয়, প্রতিষ্ঠান। ছিন্নমূল মানুষগুলিকে একটু আনন্দ দিতেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লড়াই।' পর্যটনমন্ত্রীর মঞ্চ থেকে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্টেডিয়াম চত্বরে উপস্থিত হন প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। তাঁকে নিয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা আরও এক দফা সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। গৌতমও বলে যান, 'আমি ছোটবেলা থেকেই ইস্টবেঙ্গলের কট্টর সমর্থক। গতবছরও এই দিনটিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। এবার যাওয়া হচ্ছে না। তবে আশা করছি, অফফর্ম কাটিয়ে গত মরশুমে আইএসএল জয়ে যে উদ্দীপনা এসেছে তা এবারও বজায় থাকবে।' ফ্যান ক্লাবের তরফে এদিন শংকরের হাত দিয়ে দুন হেরিটেজ স্কুলে চলা ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্সের শিক্ষার্থীদের ফুটবল ও বিফ তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত সবাইকে করানো হয় মিষ্টিমুখও।

জয়ী জুরাবান্ধা

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ১ অগাস্ট : রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে শনিবার জুরাবান্ধা শ্রী নিগমানন্দ সংঘ ও পাঠাগার ১-০ গোলে হারিয়েছে আমবাড়ি ফালাকাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। একমাত্র গোলটি করেন তন্ময় রায়। ম্যাচের সেরা জুরাবান্ধার গুড্ডু ওরাওঁ।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

গত ৭ই শ্রাবণ ১৪৩৩ সন (ইং-২৪শে জুলাই ২০২৬) শুক্রবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে আমাদের পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী স্বর্গীয়া **মায়ারানী চক্রবর্তী** ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া সজ্ঞানে সাধনোচিত পরমধামে গমন করিয়াছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় আগামী ১৭ই শ্রাবণ (ইং ৩রা আগস্ট ২০২৬) সোমবার, তাঁর পুণ্য আত্মার শান্তি কামনায় আদ্যশ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক শান্তি ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইবে।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ঃ-
ভাগ্যহীন- মৃণাল দেববর্মণ, তমাল দেববর্মণ, দুলাল দেববর্মণ, শৈবাল দেববর্মণ।

SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
P.O.: Sukna, Siliguri, Dist: Darjeeling, Pin: 734009

-::WALK-IN INTERVIEW::-

For the following Positions:-

➡ **MANAGERIAL POSITION :**
Mandatory Requirement : Qualification - MBA (Marketing) with at least 3 Yrs.Professional experience in Managerial capacity. Good communication skill in English and local languages.

➡ **FACULTY POSITION :**
Mandatory Requirement : Qualification - MBA (Finance / Marketing) with sound academic background.
At least 3 Yrs.Teaching experience & good communication skill.

Date of Interview : 05/08/2026
Time of Interview : 2 p.m. to 4 p.m.
Venue of Interview : SIT Campus, Sukna, Siliguri

Please carry latest CV with photograph and other relevant testimonials during the Interview.
Helpline: 90028-25360